# শ্রীভক্তিকৌস্তুভঃ।

## (লঘু)

[ মূল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ ]

## মধ্যভাগঃ।

১৬শ—২৪শ আহ্নিকঃ।

শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা হইতে প্রকাশিত

৯১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০।

# শ্রীভক্তিকৌস্তুভঃ।

## ( লঘু )

### মধ্যভাগঃ—সূচীপত্রঃ।


| আহ্নিকঃ—পরিচ্ছেদঃ | বিষয়ঃ | পৃষ্ঠাঙ্কঃ |
|---|---|---|
| ১৬শ | বলে-রূপাখ্যনম্ | ১১১ |
| ১৭শ | অম্বরীষ-মাহাত্ম্যম্ | ১২১ |
| ১৮শ ১ম | গজেন্দ্র মোক্ষস্তুতিঃ | ১২৬ |
| ,, ২য় | যজ্ঞপত্নী প্রসাদঃ | ১২৯ |
| ১৯শ-১ম | কালেঃ স্বরূপ নির্ণয়ঃ | ১৩৩ |
| ,, ২য় | ভক্তিযোগঃ | ১৩৬ |
| ,, ৩য় | প্রবুদ্ধগীতম্ | ১৩৯ |
| ২০শ | পরমতত্ত্বনিরূপণম্ | ১৪৪ |
| ২১শ | তত্ত্বরহস্যম্ | ১৫৪ |
| ২২শ | সংসারতত্ত্ব নিরূপণম্ | ১৬২ |
| ২৩শ | শ্রুতিবিরোধে অধিকারভেদ দর্শনম্ | ১৬৮ |
| ২৪শ | কলি-কলুষনাশনম্ | ১৭৪ |


—•—

## ষোড়শ আহ্নিকঃ—বলে-রূপাখ্যানম্।

শ্রীশুক উবাচ। এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাঽদিতি-স্তদা। হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যতপ্য দনাথবৎ॥১॥ একদা কশ্যপ-স্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ। নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধে-র্বিরত-শ্চিরাৎ॥২॥ অদিতি-রুবাচ। পরৈ-র্বিবাসিতা সাঽহং মগ্না ব্যসন-সাগরে। ঐশ্বর্য্যং শ্রী-র্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈ-র্মম॥৩॥ যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ। তথা বিধে'হ কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃৎতমঃ॥৪॥ শ্রীশুক উবাচ। এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা ক-স্তামাহ স্ময়ন্নিব। অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহ-বদ্ধ-মিদং জগৎ।৫॥ ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ। কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্॥৬॥ উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্। সর্ব্বভূত-গুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্॥৭॥ স বিধাস্যতি তে কামান্ হরি-র্দীনানুকম্পনঃ। অমোঘা ভগবদ্ভক্তি-র্নেতরেতি মতি-র্মম।৮॥ এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্। পিতামহে-নাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতম্।৯॥ তস্মাদেতদ্ ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়াঽচর। ভগবান্ পরিতুষ্ট-স্তে বরানাশু বিধাস্যতি॥১০॥ ইত্যুক্তা সাঽদিতী-রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ। অন্বতিষ্ঠদ্

---

এই রূপে নিজ পুত্র দেবগণ দৈত্যভয়ে লুকাইয়া থাকিলে (নষ্টেষু) ও দৈত্যগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইলে, দেবমাতা অদিতি বিলাপ ক'রতে লাগিলেন॥১॥ একদা ভগবান্ কশ্যপ সমাধি হইতে বিরত হইয়া অদিতির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রমটীতে দীর্ঘকাল হইতে উৎসবশূন্য ও নিরানন্দময় দেখেন॥২॥ সেই দেবমাতা তাঁহার পতিদেব কশ্যপকে কহিলেন—আমি দৈত্যগণ কর্তৃক তাড়িতা হইয়া শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছি। শত্রুগণ আমার পুত্রদিগের ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ যশঃ ও স্থান, সমস্তই অপহরণ করিয়াছে। হে সাধো হে মঙ্গলকৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আমার পুত্রগণ যাহাতে পুনরায় পূর্ব্ব সম্পদ্ লাভ করিতে পারে (কৃপা করিয়া) সে উপায় বিধান করুন॥৩-৪॥ শুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, কশ্যপের নিকট অদিতি এই প্রার্থনা করিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া অদিতিকে বলিলেন—বিষ্ণুমায়ার কি মোহিনী শক্তি! এই মায়া শক্তির প্রভাবে জগৎ মমতা-বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে॥৫॥ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন ভৌতিক অনাত্মা অর্থাৎ জড়দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়, পতি পুত্রাদিই বা কে বা কাহার! মোহই একমাত্র সকলের হেতু॥৬॥ হে অদিতি! সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী সর্ব্বময় জগদ্গুরু পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীজনার্দ্দনের উপাসনা কর। দীনজনের প্রতি কৃপাময় ভগবান্ বিষ্ণু তোমার অভীষ্ট প্রদান করিবেন। কেননা, ভগবৎ সেবার অব্যর্থ ফল। অপরের সেবা ভগবানের সেবার মত নহে ইহাই আমার মত॥৭-৮॥ এই পয়োব্রত কথা পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন আমি তোমার কাছে তাহা বর্ণনা করিলাম।৯॥ অতএব হে ভদ্রে! এই পয়োব্রত সংযত-চিত্তে শ্রদ্ধার স'হত আচরণ কর। ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইয়া অতি শীঘ্র তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন॥১০॥ শুকদেব

ব্রতমিদং দ্বাদশাহ-মতন্দ্রিতা ॥১১॥ তস্যাং প্রাদুরভূৎ তাত ভগবা নাদিপূরুষঃ। পীতবাসা-শ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥১২॥ অদিতি-রুবাচ। যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণ-মঙ্গল-নামধেয়। আপন্ন-লোক-বৃজিনোপ-শমো-দয়াদ্য শং নঃ কৃধীশ ভগ বন্ অসি দীননাথঃ ॥১৩॥ আয়ুঃ পরং বপু-রভীষ্ট মতুল্য-লক্ষ্মী-র্দ্যৌ-ভূরসাঃ সকল-যোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ। জ্ঞানঞ্চ কেবল-মনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্ন-জয়াদিরাশীঃ ॥১৪॥ শ্রীভগবানুবাচ। দেবমাত-র্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাংক্ষিতম্ ॥১৫॥ প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ। যৎ তেঽনুকূলেশ্বর-বিপ্রগুপ্তা ন বিক্রম-স্তত্র সুখং দদাতি ॥১৬॥ অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ সন্তোষিতস্য ব্রতচর্য্যয়া তে। মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা শ্রদ্ধানুরূপং ফল-হেতুকত্বাৎ ॥১৭॥ ত্বয়ার্চ্চিত-শ্চাহ-মপত্য-গুপ্তয়ে পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ। স্বাংশেন পুত্রত্ব-মুপেত্য তে সুতান্ গোপ্তাঽস্মি মারীচ-তপস্যধিষ্ঠিতঃ ॥১৮॥ নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াঽপি কথঞ্চন। সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্। ১৯॥

অদিতে-র্ধিষ্ঠিতং গর্ভে ভগবন্তং সনাতনম্। হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ ॥২০॥ শ্রীশুক উবাচ। ইত্থং বিরিঞ্চি-স্তুতকর্ম্মবীর্য্যঃ প্রাদু-র্বভূবামৃতভূ-রদিত্যাম্। চতুর্ভুজঃ

---

কহিলেন—হে রাজন্ পাত কশ্যপ মুনির উপদেশ মত অদিতি সংযত হইয়া দ্বাদশ দিনব্যাপী এই পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন ॥১১॥ হে তাত! (শেষে) অদিতির সন্মুখে ভগবান্ আদি পুরুষ পীতাম্বর চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লইয়া আবির্ভূত হইলেন ॥১২॥ অদিতি প্রার্থনা করিলেন—হে যজ্ঞেশ্বর হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে তীর্থপাদ! হে তীর্থকীর্ত্তে! যাঁহার নাম শ্রবণে মঙ্গল হয়, হে বিপন্নজনের দুঃখনাশন, হে আদ্য হে ঈশ, আমাদের মঙ্গল করুন। হে ভগবান্ আপনি দীনজনের পরিপালক ॥১৩॥ হে অনন্ত, আপনি সন্তুষ্ট হইলে, আপনা হইতে জীবের ব্রহ্মার তুল্য আয়ুঃ, অভিলষিত দেহ, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ, ও জ্ঞান, এই সবই হইয়া থাকে। অতএব শত্রু জয় রূপ মঙ্গল যে হইবে তাহাতে আর বলিবার কি থাকে? ॥১৪॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দেবমাতা তোমার যাহা দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা, তাহা আমি জানি ॥১৫॥ হে দেবি! অসুর জাতিগণ সম্প্রতি অজেয় বলিয়া আমার মনে হয়। কালপ্রভাবে তাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। অতএব এখন বিক্রম প্রকাশে সুফল লাভ হইবে না ॥১৬॥ হে দেবি, তুমি ব্রতানুষ্ঠানে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। আমি অবশ্য এক উপায় চিন্তা করিব। আমার অর্চ্চনা কখনও নিষ্ফল হয় না, শ্রদ্ধার অনুরূপ ফল মিলে ॥১৭॥ সন্তানদিগের রক্ষার্থ তুমি পয়োব্রত দ্বারা আমার পূজা করিয়াছ ও গুণানুরূপ আমার স্তব করিয়াছ। অতএব কশ্যপের তপোজনিত তেজে অবস্থান পূর্ব্বক আমি তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া তোমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিব ॥১৮॥ হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই দেবরহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কারণ দেবগুহ্য বিষয়, গুপ্ত রাখিলেই সফল হইয়া থাকে ॥১৯।

অদিতির গর্ভে সনাতন বিষ্ণু প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া গুহ্য নাম উচ্চারণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥২০॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্ এইরূপ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দেবকার্য্য-

শঙ্খ-গদাব্জ-চক্রঃ পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥২১॥ যৎতদ্‌বপু-র্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-রব্যক্ত-চিদ্‌ব্যক্ত-মধারয়দ্ধরিঃ। বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতো-র্দিব্যগতি-র্যথা নটঃ ॥২২॥ শ্রুত্বাঽশ্বমেধৈ-র্যজমান-মূর্জ্জিতং বলিং ভৃগূণা-মুপকল্পিতৈ-স্ততঃ। জগাম তত্রাখিল-সার-সংভৃতো ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥২৩॥ বলিরুবাচ। স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে। ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্ মন্যে ত্বার্য্য বপুর্ধরম্ ॥২৪॥ অদ্য নঃ পিতর-স্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্। অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ ভবানাগতো গৃহান্ ॥২৫॥ যদ্ যদ্ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতা-নুতর্কয়ে ॥২৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। ন হ্যেতাস্মিন্ কুলে কশ্চিন্ নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্। প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাঽদাতা দ্বিজাতয়ে ॥২৭॥ ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্থিনাঽর্থিতাঃ পরাঙ্‌মুখো যে ত্বমনস্বিনো নৃপাঃ। যুষ্মৎকুলে যদ্ যশসাঽমলেন প্রহ্লাদ উদ্‌ভাতি যথোড়ুপঃ খে ॥২৮॥ যতো জাতো হিরণ্যাক্ষ-শ্চরন্নেক ইমাং মহীম্। প্রতিবীরং দিগ্‌বিজয়ে নাবিন্দত গদায়ুধঃ ॥২৯॥ নিশম্য তদ্‌বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা। হন্তুং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥৩০॥ তমায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ। চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো

---

সাধন রূপ প্রভাব দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্তুত, জন্ম মৃত্যু-রহিত শঙ্খ-চক্র-গদ পদ্মধারী পদ্মলোচন পীতাম্বর ভগবান্ বিষ্ণু অদিতির গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন ॥২১॥ ভগবান্ শ্রীহরি আভরণ ও আয়ুধাদির কান্তি দ্বারা অব্যক্ত চৈতন্য স্বরূপ যে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন অদ্ভুত চেষ্টাশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সহসা সেই দেহেই পিতামাতার সম্মুখেই নটের ন্যায় রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া বামনরূপী হইলেন ॥২২॥ এই সময় শ্রীবামনদেব শুনিলেন যে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ মহাবলশালী বলিরাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াই শ্রীবামনদেব অখিল বলসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবী অবনত হইতে লাগিল ॥২৩॥ বলি কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? পথে কোনও কষ্ট হয় নাই? আপনাকে প্রণাম। হে আর্য্য! আপনাকে ব্রহ্মর্ষিদিগের মূর্ত্তিধারী সাক্ষাৎ তপঃ প্রভাব বলিয়াই মনে হয় ॥২৪॥ আপনার শুভ পদার্পণে আমাদের পিতৃপুরুষ পরিতৃপ্ত হইলেন। অদ্য আমাদের কুল পবিত্র হইল। অদ্য এই যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল ॥২৫॥ হে বামন বিপ্রনন্দন! আপনি যে যে বস্তু কামনা করেন তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলিয়া মনে হইতেছে ॥২৬॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমাদের এই বংশে এমন কোন নির্ধন বা কৃপণ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে নাই, যে প্রতিশ্রুত হইয়া 'দিব না' এই বাক্য বলিয়াছে; কিম্বা ব্রাহ্মণকে দান করিতে অসমর্থ হইয়াছে ॥২৭॥ হে রাজন্ তোমাদের বংশে তাদৃশ অজ্ঞ কেহ জন্মে নাই—যে ব্যক্তি যুদ্ধে অথবা দানকালে ব্রাহ্মণাদি যাচক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দান করিতে বিমুখ হইয়াছে। এই কুলে নির্ম্মল যশের দ্বারা আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রহ্লাদ, শোভা পাইতেছে ॥২৮॥ যে বংশে হিরণ্যাক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয় কালে গদাহস্তে একাকী এই পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াও প্রতিপক্ষ বীর প্রাপ্ত হয় নাই ॥২৯॥ পূর্ব্বকালে এই হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুকে বিনাশ করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল ॥৩০॥

বিষ্ণু-র্মায়াবিনাং বরঃ ॥৩১॥ যতো যতোঽহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভৃতামিব। অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্ দৃশঃ ॥৩২॥ স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্য-মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ। ক্ষাং দ্যাং খং বিবরান্ সমুদ্রান্ বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ ॥৩৩॥ অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়াঽন্বিষ্টমিদং জগৎ। ভ্রাতৃহা মে গতো নূনং যতো নাবর্ত্ততে পুমান্ ॥৩৪॥ পিতা প্রহ্লাদ-পুত্রস্তে তদ্‌বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ। স্বমায়ু র্দ্বিজ-লিঙ্গেভ্যো দেবেভ্যোঽদাৎ স যাচিতঃ ॥৩৫॥

বলিরুবাচ। অহো ব্রাহ্মণ-দায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধ-সম্মতাঃ। ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥৩৬॥ মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানা-মেকমীশ্বরম্। পদত্রয়ং বৃণীতে যো বুদ্ধিমান্ দ্বীপ-দাশুষম্ ॥৩৭॥ ন পুমান্ মা-মুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতু-মর্হতি। তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥৩৮॥ শ্রীভগবানুবাচ। পুংসোঽয়ং সংসৃতে-র্হেতু-রসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ। যদৃচ্ছয়ো-পপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥৩৯॥ যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে। তৎ প্রশাম্য-ত্যসন্তোষা-দম্ভসেবা-শুশুক্ষণিঃ ॥৪০॥ তস্মাৎ ত্রীণি

---

মায়াবি-শ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ বিষ্ণু, শমন-সদৃশ হিরণ্যকশিপুকে শূলহস্তে আসিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—আমি যেখানে যেখানে যাইতেছি; প্রাণীর মৃত্যুর ন্যায়, এই অসুরও সেখানে সেখানে আমার পিছু পিছু যাইতেছে। অতএব আমি বহির্দৃষ্টি-সম্পন্ন এই দানবের হৃদয়ে প্রবেশ করব ॥৩১-৩২॥ এই বীর হিরণ্যকশিপু ভগবান্ বিষ্ণুর ধাম শূন্য দেখিয়া, সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে সিংহনাদ করিল। অনন্তর পৃথিবী, স্বর্গ অন্তরীক্ষ, দিক্‌সমূহ, বিবর ও সাগর প্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়াও বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল না ॥৩৩॥ বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া হিরণ্যকশিপু বলিল—আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিয়া কোথায়ও আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হয়, যেখানে গেলে জীব আর ফিরিয়া আসে না, বিষ্ণু সেইখানে গিয়াছে ॥৩৪॥ সেই প্রহ্লাদের পুত্র দ্বিজবৎসল তোমার পিতা বিরোচন, দেবগণ ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াছেন জানিয়াও বিপ্ররূপধারী দেবগণের প্রার্থনায় নিজ পরমায়ু দান করিলেন ॥৩৫॥

বলিরাজা কহিলেন—হে ব্রাহ্মণ বালক, তোমার বাক্য সকল বৃদ্ধদিগের কথামত। কিন্তু তুমি বালক! অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধিও সেইরূপ স্বার্থ বিষয়ে জ্ঞানহীন ॥৩৬॥ ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর, ও এক একটী দ্বীপ পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ যে আমি, সেই আমার নিকট তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কেবলমাত্র ত্রিপদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিতেছ ॥৩৭॥ হে ব্রাহ্মণ বালক (বটু) লোকে আমার নিকট দান গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। পরে আর অন্য কাহারও কাছে প্রার্থনা করিতে হয় না। অতএব তুমি আমার নিকট জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ভূমি প্রার্থনা কর ॥৩৮॥ অর্থ ও কামের এই অসন্তোষই পুরুষের সংসার বন্ধনের হেতু ও যথালাভে সন্তুষ্ট থাকাই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৩৯॥ শ্রীবামনদেব বলিলেন—যথালাভে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জলের দ্বারা অগ্নি যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ অসন্তোষ দ্বারা ব্রহ্মতেজ নষ্ট হইয়া থাকে ॥৪০॥ অতএব হে

পদান্যেব বৃণে ত্বদ্‌বরদর্ষভাৎ। এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্ ॥৪১॥ শ্রীশুক উবাচ। ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহ বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্। বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্ ॥৪২॥ শুক্রাচার্য্য উবাচ। এষ বৈরোচনে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু-রব্যয়ঃ। কশ্যপা-দদিতের্জাতো দেবানাং কার্য্যসাধকঃ ॥৪৩॥ ত্রিভিঃ ক্রমৈ-রিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি। সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্ ॥৪৪॥ নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্। প্রতিশ্রুতস্য যোঽনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্ ॥৪৫॥ ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তি-র্বিপদ্যতে। দানং যজ্ঞ-স্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ ॥৪৬॥ ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ। পঞ্চধা বিভজন্ বিত্ত-মিহামুত্র চ মোদতে ॥৪৭॥ সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যা-দাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে। বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূল-মাত্মনঃ ॥৪৮॥ তদ্ যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্‌বর্ত্ততেঽচিরাৎ। এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়ঃ। ৪৯॥ অথৈতৎ পূর্ণ-মভ্যাত্মং যচ্চ নেত্যনৃতং বচঃ। সর্ব্বং নেত্যনৃতং ব্রূয়াৎ স দুষ্কীর্ত্তিঃ শ্বসন্মৃতঃ ॥৫০॥ স্ত্রীষু নর্ম্ম বিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে। গো-ব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্‌জুগুপ্সিতম্ ॥৫১॥ (ক্রমশঃ)

---

বরদাতাগণের অগ্রগণ্য; তোমার নিকট হইতে আমি ত্রিপাদ্ পরিমিত ভূমিই প্রার্থনা করি। কারণ সেই পরিমাণ ভূমি লাভেই আমি কৃতার্থ হইব। যেহেতু প্রয়োজনানুরূপ বিত্তলাভেই সুখ হইয়া থাকে ॥৪১॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে কথিত হইয়া বলিরাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, গ্রহণ কর; এই বলিয়া ভূমি দান করিবার জন্য জলপাত্র লইলেন ॥৪২॥ শুক্রাচার্য্য বলিলেন—হে বিরোচনের পুত্র, এই বামনরূপী পুরুষ সাক্ষাৎ অব্যয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। ইনি দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিতে, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥৪৩। এই বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণু তিনটী চরণ দিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিবেন। হে মূঢ়! সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করলে তুমি কোথায় থাকিবে? ॥৪৪। তুমি প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভূমি দান করিতে পারিবে না। প্রতিশ্রুত বস্তু দান করিতে না পারায় তোমার নিশ্চয়ই নরকবাস হইবে ॥৪৫॥ যাহা দ্বারা নিজ জীবিকা বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার দান, পণ্ডিতগণ প্রশংসা করেন না। কারণ জীবিকা-সম্পন্ন ব্যক্তিরই দান যজ্ঞ তপস্যা ও ধর্ম্ম হইতে পারে ॥৪৬॥ ধর্ম্মের জন্য, কীর্ত্তির জন্য, ইষ্ট সাধনের জন্য, রোগের জন্য ও স্বজন পরিতোষণের জন্য এই পঞ্চ প্রকার ধনের বিভাগ করিয়া যে দান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ করে ॥৪৭॥ দেহরূপ বৃক্ষের ঐ সত্য পালনই ফল ও পুষ্প। ইহা বেদবাক্য জানিবে। শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু দেহরূপ বৃক্ষ জীবিত না থাকিলে তাহার ফল পুষ্প থাকে না। কারণ মিথ্যাই দেহের মূল অর্থাৎ মিথ্যা দ্বারাই দেহ রক্ষা হইয়া থাকে ॥৪৮॥ অতএব গাছের যেমন শিকড় উপড়াইয়া ফেলিলে গাছটী শুকাইয়া অল্প সময়ে পতিত হয়, সেইরূপ অসত্য-শূন্য দেহ সদ্যঃই বিনষ্ট হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥৪৯॥ অতএব, আমার কিছুই নাই—এইরূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে নিজের অর্থ পূর্ণ থাকে ও অন্যের অর্থ নিজে আকর্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিষয়েই মিথ্যা বলে, সে দুষ্কীর্ত্তিভাগী ও জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥৫০॥ উৎসাহ বাক্য দ্বারা, স্ত্রীলোকের বশীকরণ ব্যাপারে, পরিহাসচ্ছলে, বিবাহে, ধন সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ সঙ্কটে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে, অথবা কোনও রূপ হিংসা ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য মিথ্যা বলা তত নিন্দনীয় নহে ॥৫১॥

বলিরুবাচ। সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনম্। অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ ॥৫২॥ স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্। প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ॥৫৩॥ ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্। সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্ ॥৫৪॥ নাহং বিভেমি নিরযান্-নাধন্যা-দসুখার্ণবাৎ। ন স্থান-চ্যবনান্ মৃত্যো-র্যথা বিপ্র-প্রলম্ভনাৎ ॥৫৫॥ শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ। দধ্যঙ্-শিবি প্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু ॥৫৬॥ সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তা-স্তনুত্যজঃ। ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ ॥৫৭॥ মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনে যদর্থি-কামোপ-নয়েন দুর্গতিঃ। কুতঃ পুন-র্ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং ততো বটো-রস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥৫৮॥ যজন্তি যজ্ঞ-ক্রতুভি-র্যমাদৃতা ভবন্ত আম্নায়-বিধান-কোবিদঃ। স এষ বিষ্ণু-র্বরদোঽস্তু বা পরো দাস্যা-ম্যমুষ্মৈ-ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥৫৯॥ যদপ্যসা-বধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়া-দনাগসম্। তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥৬০॥ এব-মশ্রদ্ধিতং শিষ্য-মনাদেশকরং গুরুঃ। শশাপ দৈব-প্রহিতং সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥৬১॥ বিন্ধ্যাবলি-স্তদাঽগত্য পত্নী জালক-মালিনী। আনিন্যে কলসং হৈম-

---

বলিরাজা কহিলেন—হে আচার্য্য! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য, ও গৃহস্থদিগের উহাই ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অর্থ, কাম, যশঃ ও জীবিকার বিঘ্ন হয় না ॥৫২॥ প্রহ্লাদের পৌত্র হইয়া, আমি প্রতিশ্রুত হইয়া, কপট ব্যক্তির ন্যায়, বিত্তলোভে কিরূপে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব? ॥৫৩॥ মিথ্যা বলা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম আর নাই। এইজন্য পৃথিবী বলিয়াছেন, যে আমি সকলকেই বহন করিতে পারি, কেবল মিথ্যাবাদীকে বহিতে পারি না ॥৫৪॥ ব্রাহ্মণকে প্রবঞ্চনা-রূপ অধর্ম্মকে আমি যেরূপ ভয় করি, নরক হইতে, দারিদ্র্য হইতে, দুঃখসাগর হইতে, রাজ্যচ্যুতি (স্থান-চ্যবনাৎ) হইতে, ও মৃত্যু হইতে সেইরূপ ভয় পাই না ॥৫৫॥ দধীচি, শিবি, প্রভৃতি সাধুব্যক্তিগণ, দুস্ত্যজ প্রাণ দ্বারাও প্রাণিগণের উপকার করিয়াছেন। সামান্য ভূমি আদি তুচ্ছ পদার্থ দানের জন্য আর বিচারের প্রয়োজন কি? ॥৫৬॥ হে বিপ্রর্ষে, সংগ্রামে যাহারা পশ্চাৎপদ নহে, দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত এমন লোক যেমন সুলভ, তীর্থস্থানে সৎপাত্রে শ্রদ্ধার সহিত ধন দান করিতে পারে, এমন লোক সুলভ নহে ॥৫৭॥ সাধারণ যাচকগণের কামনা পূরণ করিয়া যদি দৈন্য উপস্থিত হয়, করুণা সম্পন্ন দানবীরের পক্ষে তাহা শোভন হয় ও আপনাদিগের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করিবার জন্য যদি দৈন্যও হয়, তাহা হইলে আরও শোভনীয় হইয়া থাকে, অতএব আমি এই ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করিব ॥৫৮॥ হে মুনে! বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কুশল, আপনারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, যে যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই বিষ্ণু আমার প্রতি বরদাতাই হউন, অথবা শত্রুই হউন, আমি এই বামনকে তাঁহার ঈপ্সিত ভূমি প্রদান করিব ॥৫৯॥ যদিও এই বামন অধর্ম্ম দ্বারা নিরপরাধ আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ভীত ব্রাহ্মণ রূপধারী শত্রুর প্রতি হিংসা করিব না ॥৬০॥ শুকদেব কহিলেন—হে রাজন! বলি এই প্রকার বলিলে দৈব-প্রেরিত-বুদ্ধি শুক্রাচার্য্য শ্রদ্ধাহীন, আদেশ উল্লঙ্ঘনকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মনস্বী স্বীয় শিষ্য বলিকে অভিসম্পাত করিলেন ॥৬১॥ তখন বলি মহারাজের রাণী মুক্তামালা-বিভূষিতা

মবনে-জন্যপাং ভৃতম্ ॥৬২॥ তদ্বামনং রূপ-মবর্দ্ধতাদ্ভুতং হরে-রনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্। ক্ষিতিং পদৈকেন বলে-র্বিচক্রমে নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥৬৩॥ পদং দ্বিতীয়ং ক্রমত-স্ত্রিবিষ্টপং ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয় মণ্বপি। উরুক্রমস্যাংঘ্রি-রুপর্য্যুপর্য্যথো মহ-র্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥৬৪॥

মহীং সর্ব্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদ-ব্যাজ-যাচ্ঞয়া। ঊচুঃ স্বভর্ত্তু-রসুরাঃ দীক্ষিতস্যাত্মমর্ষিণঃ ॥৬৫॥ ন বা অয়ং ব্রহ্মবন্ধু-র্বিষ্ণু-র্মায়াবিনাং বরঃ। দ্বিজরূপ-প্রতিচ্ছন্নো দেবকার্য্যং চিকীর্ষতি ॥৬৬॥ তে সর্ব্বে বামনং হন্তুং শূল-পট্টিশ-পাণয়ঃ। অনিচ্ছতো বলে রাজন্ প্রাদ্রবঞ্জাতমন্যবঃ ॥৬৭॥ হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈ-র্বলিঃ। বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপ-মনুস্মরন্ ॥৬৮॥ যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে। তং নাতিবর্ত্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈ-রীশ্বরঃ পুমান্ ॥৬৯॥ যো নো ভবায় প্রাগাসী-দভবায় দিবৌকসাম্। স এব ভগবানস্য বর্ত্ততে তদ্-বিপর্য্যয়ম্ ॥৭০॥ বলেন সচিবৈ-র্বুদ্ধ্যা দুর্গৈ-র্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ। সামাদিভি-রুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ ॥৭১॥ ভবদ্ভি-র্নির্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ। দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥৭২॥ এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি

---

বিন্ধ্যাবলী, পতির বাসনা পূরণের জন্য পাদপ্রক্ষালনার্থ জলপূর্ণ সুবর্ণ-জলকলস লইয়া আসিলেন ॥৬২॥ তাহার পর অনন্তদেব শ্রীহরির গুণত্রয়াত্মক সেই বামনরূপ আশ্চর্য্যভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এক পদ দ্বারা পৃথিবী, শরীর দ্বারা আকাশ ও বাহুদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আক্রমণ করিলেন, দ্বিতীয় পদ বিস্তার করিতে স্বর্গে সম্পূর্ণ স্থান হইল না, তাহা ক্রমে ক্রমে জনলোক, তপোলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোক স্পর্শ করিল ॥৬৩-৬৪॥

ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার ছল করিয়া যজ্ঞে বলিরাজার সমগ্র পৃথিবী বামনদেব কর্ত্তৃক হৃত হইল দেখিয়া অসুরগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—ইনি ব্রাহ্মণ নহেন। শ্রেষ্ঠ মায়াবী বিষ্ণু নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া ব্রাহ্মণ বেশে দেবগণের হিত সাধন করিতে আসিয়াছেন ॥৬৫-৬৬॥ বলিরাজার ইচ্ছা না থাকিলেও অসুরগণ ক্রুদ্ধ শূলপট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া বামনদেবকে বধ করিতে ধাবিত হইল ॥৬৭॥ তখন বলিরাজা, শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ স্মরণ করিয়া, স্বপক্ষীয় অসুরগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুর অনুচরগণ নিহত হইতেছে দেখিয়া অসুরগণকে নিষেধ করিলেন ॥৬৮॥ বলিরাজা বলিলেন—হে দৈত্যগণ! যে প্রভু (কাল) সকল প্রাণিগণের সুখ ও দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ, সেই সর্ব্ব-নিয়ামক কালকে কেহ পুরুষকার দ্বারা, বলের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারে না ॥৬৯॥ যে কাল, পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলের ও স্বর্গবাসিগণের অমঙ্গলের হেতু ছিলেন, এখন আর তাহা নাই, বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি আমাদের ছাড়িয়া এখন দেবগণের মঙ্গলপ্রদ হইয়াছেন ॥৭০॥ বল দ্বারা, অমাত্য দ্বারা, দুর্গ মন্ত্র ঔষধাদি ও সাম দান আদি নীতি দ্বারা, কোনও উপায়ের দ্বারা লোকে সেই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥৭১॥ কাল যখন তোমাদের অনুকূল ছিলেন, সেই কালের দৈববলে বর্দ্ধিত হইয়া তোমরা বিষ্ণুর অনুচরদিগকে বহুবার জয় করিয়াছ। এখন সেই দেবগণই (কাল প্রভাবে বলীয়ান্ হইয়া) আমাদিগকে পরাজিত করিয়া গর্ব্ব করিতেছে ॥৭২॥ দৈব, অর্থাৎ কাল, যদি আমাদের প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হন, তবেই আমরা দেবগণকে জয় করিতে পারিব।

দৈবং প্রসীদতি। তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে ॥৭৩॥ অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভু-চিকীর্ষিতম্। ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈ-র্বলিং সৌত্যেঽহনি ক্রতৌ ॥৭৪॥ তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈ-র্ভগবানাহ বামনঃ। নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞ-মুদার-যশসং নৃপ ॥৭৫॥ পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমে-র্মহ্যং ত্বয়াঽসুর। দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্ব্বা তৃতীয়-মুপকল্পয় ॥৭৬॥ প্রতিশ্রুত-মদাতু-স্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে। বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥৭৭॥

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলি-র্ভগবতাঽসুরঃ। বিদ্যমানোঽপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহা-বিক্লবং বচঃ ॥৭৮॥ বলিরুবাচ। যদ্যুত্তম-শ্লোক ভবান্ মমেরিতং বচোঽব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে। করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্ ॥৭৯॥ বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদ-চ্যুতো ন পাশবন্ধাদ্ ব্যসনাদ্ দুরত্যয়াৎ। নৈবার্থকৃচ্ছ্রাদ্ ভবতো বিনিগ্রহাদ-সাধুবাদাদ্ ভৃশ-মুদ্বিজে যথা ॥৮০॥ পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্ ॥ যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদ-শ্চাদিশন্তি হি ॥৮১॥ ত্বং নূন-মসুরাণাং নঃ পারোক্ষ্যঃ পরমো গুরুঃ। যো নোঽনেক-মদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ ॥৮২॥ তেনাহং নিগৃহীতোঽস্মি ভবতা ভূরিকর্ম্মণা। বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈ-র্নাতিব্রীড়ে ন চ ব্যথে ॥৮৩॥ পিতামহো মে ভবদীয়-সংমতঃ প্রহ্লাদ আবিষ্কৃত-সাধুবাদঃ। ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্র-বৈশসং সংপ্রাপিত-স্ত্বৎ

---

অতএব অপেক্ষা কর যতকাল না কাল আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন ॥৭৩ অনন্তর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝিয়া পক্ষিরাজ গরুড়, যজ্ঞের সোমাভিষেকের দিবসে দৈববলে বলিরাজকে বরুণপাশে বন্ধন করিলেন ॥৭৪। বরুণপাশে বদ্ধ ভ্রষ্ট-শ্রী স্থিরবুদ্ধি কীর্ত্তিমান্ বলিরাজকে বামনদেব কহিলেন—হে অসুর, তুমি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। আমার দুই পদেই সকল স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন তৃতীয় পদে স্থান পূর্ণ কর ॥৭৫-৭৬॥ প্রতিশ্রুত হইয়া দিতে না পারিলে তোমার নরকে বাস হওয়া উচিত। তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যও অভিশাপ দিয়াছেন, তুমি নরকে যাও ॥৭৭॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্ ভগবান্ বামন কর্ত্তৃক অসুররাজ বলি এইরূপ অভিভূত হইলে তাঁহাকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেও অবিচলিত চিত্তে ও অ-দীন বাক্যে বামনরূপী বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন ॥৭৮॥ বলি কহিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ, হে উত্তমশ্লোক! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুত বাক্য মিথ্যা হইল বলেন, আমি আমার সেই বাক্য সত্য করিব। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। আপনার তৃতীয় চরণখানি (কৃপা করিয়া) আমার মাথার উপর রাখুন ॥৭৯। আমি ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট হইলেও, অসাধুবাদ হইতে যেরূপ ভীত হই, দুরতিক্রমণীয় নরকের দারুণ কষ্ট, পাশবন্ধন-জনিত দুঃখ ও আপনার নিগ্রহ হেতু অর্থকৃচ্ছ্রতা হইতেও সেরূপ ভীত নহি।৮০॥ যোগ্যতম ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ড, পুরুষের পক্ষে শ্লাঘ্যতম মনে করি। যেহেতু মাতা পিতা ভ্রাতা বা বন্ধুবর্গ ঐরূপ দণ্ড বিধান করিতে পারেন না ॥৮১॥ শত্রুর ছলে আসিলেও আপনি আমাদের পরম গুরু, যেহেতু আপনি ধনমদে গর্ব্বিত আমাদের অহঙ্কার বিনাশক জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন ৮২॥ বহু মঙ্গলকারী পরম গুরু, আপনা কর্ত্তৃক আমি নিগৃহীত ও বরুণ পাশে বদ্ধ হইয়াছি। এজন্য কোনরূপ লজ্জা অথবা ব্যথা আমি অনুভব করিতেছি না ॥৮৩॥ বিখ্যাত-কীর্ত্তি আমার পিতামহ প্রহ্লাদ, আপনার একান্ত অনুগত থাকায়, আপনার বিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু,

পরমঃ স্বপিত্রা ॥৮৪॥ কিমাত্মনাঽনেন জহাতি যোঽন্ততঃ কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্য-দস্যুভিঃ। কিং জায়য়া সংসৃতি-হেতু-ভূতয়া মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥৮৫॥ ইত্থং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহান-গাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্। ধ্রুবং প্রপেদেঽহ্যকুতোভয়ং জনাদ্ ভীতঃ স্বপক্ষ-ক্ষপণস্য সত্তমঃ ॥৮৬॥ তস্যেত্থং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ। আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতি-রিবোত্থিতঃ ॥৮৭॥

প্রহ্লাদ উবাচ। ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্র-মূর্জ্জিতং হৃতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্। মন্যে মহানস্য কৃতো হ্যনুগ্রহো বিভ্রংশিতো যচ্ছ্রিয় আত্ম-মোহনাৎ ॥৮৮॥ যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-স্তৎ কো বিচষ্টে গতি-মাত্মনো যথা। তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ নারায়ণাখিল-লোক-সাক্ষিণে ॥৮৯॥ শ্রীভগবানুবাচ। ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্লামি তদ্‌বিশো বিধুনোম্যহম্। যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥৯০॥ যদা কদাচিজ্ জীবাত্মা সংসরন্ নিজকর্ম্মভিঃ। নানা-যোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥৯১॥ জন্ম-কর্ম্ম-বয়োরূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্য-ধনাদিভিঃ। যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভ-স্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥৯২ মান-স্তম্ভ-নিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ। সর্ব্বশ্রেয়ঃ প্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ ॥৯৩॥ এষ দানব-দৈত্যানা-মগ্রণীঃ কীর্ত্তি-বর্দ্ধনঃ। অজৈষী দজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥৯৪॥ ক্ষীণ-

---

স্বীয় পিতা হিরণ্যকশিপু দ্বারা নানাবিধ দুঃখ পাইলেও আপনিই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলেন ॥৮৪॥ আয়ু শেষ হইলেই যে দেহ ধ্বংস হয়, সে দেহ লইয়া কি হইবে? ধন লোলুপ স্বজনরূপ দস্যু দ্বারাও কি ফল? সংসারের কারণীভূত জায়া দ্বারাই বা কি ফল? সর্ব্বদা মরণশীল জীবের, গৃহেই বা কি ফল? কেবল আয়ুষই ক্ষয় হইয়া থাকে। হে ভগবন্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাজ্ঞানী আমার পিতামহ প্রহ্লাদ, অধার্ম্মিক জন হইতে ভীত হইয়া নিজকুলের বিনাশকারী হইলেও সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত আপনার পাদপদ্মকেই নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥৮৫-৮৬॥ শুকদেব কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলিরাজা যখন এই প্রকার বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমক্ষে, উদিত চন্দ্রের ন্যায় ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৮৭॥

প্রহ্লাদ কহিলেন—হে ভগবন্ আপনিই বলিকে পূর্ব্বে ইন্দ্রপদ দিয়াছিলেন। আবার আপনিই সেই সমৃদ্ধ ইন্দ্রপদ হরণ করিলেন। ইহা অতি উত্তমই হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। বলির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু আত্ম-মোহকারী সম্পদ্ হইতে ইহাকে ভ্রষ্ট করিলেন ॥৮৮॥ যে সম্পদ দ্বারা বিদ্বান্ ও সংযত-চিত্ত ব্যক্তিও মুগ্ধ হন, সেই সম্পদ্ বর্ত্তমান থাকিতে কোন ব্যক্তিই যথাযথ আত্মতত্ত্বদর্শন করিতে পারে না। অতএব বলির প্রতি মহান্ অনুগ্রহকারী, সকলের আশ্রয়স্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার ॥৮৯॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি তাহার ধনাদি ঐশ্বর্য্য সকল অপহরণ করিয়া থাকি। কারণ, ধনাদি দ্বারা অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া সে, আমাকে ও অন্য সকলকে অবজ্ঞা করে ॥৯০॥ যদি কখনও সেই জীবাত্মা নিজ কর্ম্মসমূহ বশে কীটপতঙ্গাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নরজন্ম প্রাপ্ত হয়, সেই জন্মে, জন্ম কর্ম্ম বয়স রূপ বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ধনাদি দ্বারা তাহার গর্ব্ব না হয়, তাহা আমার অনুগ্রহ বলিয়া জানিবে ॥৯১-৯২॥ দানব ও দৈত্যগণের মধ্যে প্রধান, সৎকীর্ত্তিমান্ এই বলি দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিয়াছে। সেজন্য বিপদে পড়িয়াও মোহগ্রস্ত হয় নাই। ধন নষ্ট হইল, ইন্দ্রপদ হইতে চ্যুত হইল, শত্রুগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ হইল, জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করিল, ও যাতনা দিল, তথাপি অবসন্ন হইল না ॥৯৪-৯৫॥ গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াও দৃঢ়-সঙ্কল্প

রিক্‌থ-শ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ। জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনা-মনুযাপিতঃ ॥৯৫॥ গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ। ছলৈ-রুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥৯৬॥ ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্র-মস্তু তে। সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥৯৭॥ রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং স-পরিচ্ছদম্। সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥৯৮॥ তত্র দানব-দৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ। দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৯৯॥ বলিরুবাচ। অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ প্রপন্ন-ভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ। যল্লোকপালৈ-স্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-রলব্ধপূর্ব্বো-ঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥১০০॥ প্রহ্লাদ উবাচ। নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং ন শ্রী-র্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরে তে। যন্ নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো বিশ্বাভিবন্দ্যৈ-রপি বন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১০১॥ চিত্রং তবেহিত-মহোঽমিত-যোগমায়া-লীলা-বিসৃষ্ট-ভুবনস্য বিশারদস্য। সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু-স্বভাবঃ ॥১০২॥ শ্রীভগবানুবাচ। বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্। মোদমানঃ স্ব-পৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখ-মাবহ ॥১০৩॥ নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণি-মবস্থিতম্। মদ্দর্শন-মহাহ্লাদ-ধ্বস্ত-কর্ম্ম-নিবন্ধনঃ ॥১০৪॥ য ইদং দেব-দেবস্য হরে-রদ্ভুতকর্ম্মণঃ। অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্ ॥১০৫॥

ইতি ষোড়শ আহ্নিকঃ।

---

বলি সত্য পরিত্যাগ করিল না। আমি ধর্ম্ম বলিয়া ছলনা করিলাম তথাপি সত্যবাদী বলি ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না ॥৯৬॥ হে ইন্দ্রসেন, হে মহারাজ, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গবাসী দেবগণেরও দুর্লভ সুতলে গমন কর ॥৯৭॥ হে বীর, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে অনুচর ও সকল সম্পত্তি সহিত, রক্ষা করিব। তুমি সেখানে আমাকে দেখিতে পাইবে ॥৯৮॥ আমার দর্শনের প্রভাবে, দানব ও দৈত্যাদির সংসর্গ-জনিত তোমার আসুরিক ভাব সদ্যঃ নষ্ট হইবে ॥৯৯॥ বলি কহিলেন—অহো আমি আপনাকে প্রণাম করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিয়াছি মাত্র, তাহাতেই শরণাগত ভক্তগণের বাঞ্ছিত অভীষ্ট লাভে অধিকারী হইয়াছি। যে অনুগ্রহ দেবগণ, লোকপালগণ ইতঃপূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই, সেই অনুগ্রহ, নীচযোনিজাত অসুর অধমকে করিলেন ॥১০০॥ প্রহ্লাদ কহিলেন—হে ভগবন্, জগৎপূজ্য ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন, সেই আপনি যে অসুরযোনিপ্রাপ্ত আমাদের দ্বাররক্ষক হইলেন। আপনার এইরূপ দয়া ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি, এমন কি মা লক্ষ্মীও পান নাই, অন্যের কথা কি বলিব? ॥১০১॥ আহা আপনার আচরিত কর্ম্ম অতি অদ্ভুত। যেহেতু আপনি যোগমায়া দ্বারা লীলা কারবার নিমিত্ত এই ভুবন সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজীবের চৈতন্যস্বরূপ ও সমদর্শী। আপনি ভক্তপ্রিয়। অতএব ভক্তের প্রতি আপনার যেরূপ প্রীতি, অন্যের প্রতি সেরূপ, ইহাই আপনার বিষম স্বভাব। কল্পতরু যেমন আশ্রিতগণের বাঞ্ছা পূরণ করেন, আপনি সেইরূপ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাই আপনার গুণের উৎকর্ষের পরিচয় ॥১০২॥ বামনরূপী ভগবান্ কহিলেন—হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক। সুতলালয়ে গমন কর ও নিজ পৌত্র, বলির সহিত বাস করিয়া জ্ঞাতিগণের প্রীতি সম্পাদন কর ॥১০৩॥ আমার দর্শন-জনিত পুণ্যদ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া সুতলে সর্ব্বদা গদাপাণি হইয়া অবস্থিত আমাকে দর্শন করিতে পারিবে ॥১০৪॥ যে বক্তি অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব শ্রীহরির এই বামন অবতার কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥১০৫॥

ইতি ষোড়শ আহ্নিক সমাপ্ত।

## সপ্তদশ আহ্নিকঃ—অম্বরীষ-মাহাত্ম্যম্।

[ আকরঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্। ]

শ্রীশুক উবাচ। অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্। অব্যয়াং চ শ্রিয়ং লব্ধ বিভবং চাতুলং ভুবি ॥১॥ মেনেঽতি-দুর্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎস্বপ্ন-সংস্তুতম্। বিদ্বান্ বিভব-নির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎপুমান্ ॥২॥ বাসুদেবে ভগবতি তদ্‌ভক্তেষু চ সাধুষু। প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্ ॥৩॥ স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে। করৌ হরে-র্মন্দির-মার্জ্জনাদিযু শ্রুতিং চকারা-চ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥৪॥ মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্য-গাত্র-স্পর্শেঽঙ্গ-সঙ্গমম্। ঘ্রাণং চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে শ্রীমৎতুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥৫॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে। কামং চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া যথোত্তম-শ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ ॥৬॥ তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীক-ভয়াবহম্। একান্ত-ভক্তিভাবেন প্রীতো ভৃত্যাভি-রক্ষণম্ ॥৭॥ আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া। যুক্তঃ সাংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥৮॥

---

শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাভাগ অম্বরীষ এই ধরাতলে সপ্তদ্বীপবতী মহী, অচলা লক্ষ্মী ও অতুল বৈভব লাভ করিয়া, জীবের পক্ষে অতি দুর্লভ হইলেও তিনি সেই সকল সম্পদকে স্বপ্নবৎ অনিত্য মনে করিতেন। কারণ, বিভবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য উহার সত্তায় বা বিনাশে অবশ্যই মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১-২॥ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ও তাঁহার ভক্ত সাধুগণে তিনি শ্রেষ্ঠা ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত বিশ্বকে তিনি অতি তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডবৎ মনে করিতেন ॥৩॥ রাজা অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল চিন্তায় মন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের গুণবর্ণনে বাক্য, শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে দুইটী হস্ত, দুইটী কর্ণ শ্রীভগবান্ অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে, চক্ষু দুইটী শ্রীভগবান মুকুন্দের বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শনে ও শ্রীভগবানের মন্দির দর্শনে, তাঁহার দেহ শ্রীভগবানের দাসদিগের গাত্র-সংস্পর্শে, নাসিকা শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে নিবেদিত তুলসীর সুগন্ধ গ্রহণে ও জিহ্বা শ্রীভগবানের প্রসাদের স্বাদ গ্রহণে, দুইটী পদ তীর্থ ও মন্দিরাদিতে গমনে ও মস্তক হৃষীকেশের শ্রীচরণবন্দনে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কামনা বিষয় ভোগে ছিল না। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাব কামনা করিতেন ও ভক্তজনে নিষ্কাম রতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তিনি সেইরূপ কর্ম্ম করিতেন ॥৪-৬॥ একান্ত ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া, শত্রুজনের ভয়জনক ও ভক্তগণের পালক সুদর্শনচক্র, শ্রীভগবান্ রাজাকে প্রদান করিলেন ॥৭॥ বীর রাজা তুল্যগুণযুক্ত মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য সম্বৎসর-ব্যাপী দ্বাদশী ব্রত পালন করিয়াছিলেন ॥৮॥

লব্ধকামৈ-রনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে। তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা ভগবানভূৎ॥৯॥ দুর্ব্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ। রাজ্ঞাঽভিনন্দিত-স্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া॥১০॥ মন্যুনা প্রচলদ্‌গাত্রো ভ্রুকুটি-কুটিলাননঃ। বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলি-মভাষত॥১১॥ অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত। ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমং বিষ্ণো'-রভক্তস্যেশ-মানিনঃ॥১২॥ যো মামতিথি-মাগত-মাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ। অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্॥১৩॥ এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষ-বিদীপিতঃ। তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্॥১৪॥ তামাপতন্তীং জ্বলতী-মসিহস্তাং পদা ভুবম্। বেপয়ন্তীং সমুদ্‌বীক্ষ্য ন চ চাল পদান্ নৃপঃ॥১৫॥ প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা। দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥১৬॥ তমন্বধাবদ্ ভগবৎ-রথাঙ্গং দাবাগ্নি-রুদ্ভূতশিখো যদাহিম্। তথানুষক্তং স নিরীক্ষমাণো গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥১৭॥ অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ সন্ত্রস্ত-চিত্তোঽরণ-মেষমাণঃ। দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্ বিধাত-স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিত তেজসো মাম্॥১৮॥ প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণু-চক্রোপতাপিতঃ। দুর্ব্বাসা শরণং যাতঃ শর্ব্বং কৈলাসবাসিনম্॥১৯॥ ততো নিরাশো দুর্ব্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ। বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ॥২০॥

---

দক্ষিণালাভাদি দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে রাজা অম্বরীষ পারণ করিতে উদ্যত, এমন সময় রাজবাটীতে মহিমশালী দুর্ব্বাসা ঋষি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।৯॥ মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া যমুনাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলে রাজা তাঁহাকে আদর করিলেন। কিন্তু মুনি জ্ঞাননেত্র দ্বারা রাজার পারণের কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত, অতএব ক্রোধে কম্পিতদেহ ও ভ্রুকুটীতে ভীষণ হইয়া দুর্ব্বাসা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রাজা অম্বরীষকে বলিলেন—বিষ্ণুর অভক্ত ও নিজেই ঈশ্বর বলিয়া অভিমানকারী ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত এই নির্দ্দয় অম্বরীষের আচরণ দেখ। অতিথিরূপে আগত আমাকে আতিথ্যবিধিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিল। আমি সদ্যঃই তাহাকে ইহার প্রতিফল দেখাইতেছি॥১০-১৩॥ অতিশয় ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা এইরূপ বলিতে বলিতে নিজ জটা উৎপাটন করিয়া কালানল সদৃশ এক অগ্নিময় মন্ত্র [ কৃত্যা ] সৃষ্টি করিলেন॥১৪॥ সেই প্রজ্বলিত কৃত্যা খড়্গহস্ত হইয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া আসিতেছে দেখিয়াও রাজা অম্বরীষ এক পাও টলিলেন না। নির্ভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন॥১৫॥ ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পরমপুরুষ বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত সুদর্শন চক্র, ক্রুদ্ধ সর্পকে যেমন দাবানল দগ্ধ করে, সেইরূপ দুর্ব্বাসার কৃত্যাকে দগ্ধ করিলেন॥১৬॥ প্রজ্বলিত দাবাগ্নি যেরূপ সর্পকে দগ্ধ করিতে ধাবিত হয়, সেইরূপ অগ্নিময় চক্র দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। প্রজ্বলিত চক্রকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া দুর্ব্বাসা সুমেরু পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিতে ছুটিলেন॥১৭॥ কোনও স্থানে নিরাপদ আশ্রয় না পাইয়া দুর্ব্বাসা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, হে আত্মযোনে, হে বিধাতঃ অমিততেজা বিষ্ণুর চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন॥১৮॥ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া চক্রতাপে সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কৈলাসপুরীতে ভগবান্ শঙ্করের শরণ লইলেন॥১৯॥ সেখানেও নিরাশ হইয়া তথা হইতে বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হলেন, যেথা মা লক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণ বাস করেন॥২০॥

স দহ্যমানোঽজিত-শস্ত্র-বহ্নিনা তৎপাদমূলে পতিতঃ স বেপথুঃ। আহোচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো কৃতাগসং মাঽব হি বিশ্বভাবন ॥২১॥ অজানতা তে পরমানুভাবং কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্। বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-র্মুচ্যেত যন্ নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥২২॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভি-র্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈ-র্ভক্ত জনপ্রিয়ঃ ॥২৩॥ নাহ-মাত্মান-মাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভি-র্বিনা। শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥২৪॥ যে দারাগার-পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্ত-মিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তু-মুৎসহে ॥২৫॥ ময়ি নির্বদ্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥২৬॥ মৎ-সেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কাল-বিদ্রুতম্ ॥২৭॥ সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্ সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥২৮॥ উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ। অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাতু বৈ ভবান্ ॥২৯॥ সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেঽশিবম্। তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে। তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তু-মন্যথা ॥৩০॥ ব্রহ্মংস্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগ-তনয়ং নৃপম্। ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তি-র্ভবিষ্যতি ৩১॥

---

শ্রীবিষ্ণুর চক্রদ্বারা সন্তপ্ত, কম্পিত-কলেবর দুর্ব্বাসা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পতিত হইয়া কহিলেন—"হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে সাধুদিগের অভিলষিত, হে প্রভো, হে বিশ্বভাবন! অপরাধী আমাকে রক্ষা করুন ॥২১॥ প্রভো, আপনার পরম প্রভাব না জানিয়া আমি আপনার প্রিয়জনের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি। হে বিধাতঃ এই অপরাধ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আপনার নাম কীর্ত্তনে নারকীও মুক্তিলাভ করে ॥২২॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন; আমার স্বাতন্ত্র্য নাই। ভক্তজন আমার প্রিয়। সাধুভক্তগণ আমার হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া আছেন ॥২৩॥ হে ব্রহ্মন্ যাহাদিগের আমিই পরা গতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি নিজ আত্মাকে ও ঐকান্তিক সম্পদ্ স্বরূপিণী লক্ষ্মী-দেবীকেও স্পৃহা করি না ॥২৪॥ যাহারা স্ত্রী-পুত্র গৃহ আত্মীয় প্রাণ ও সম্পদ্ সকলই পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি? ॥২৫॥ আমাতে সমর্পিত চিত্ত সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ ভক্তিতে আমাকে বাধ্য করেন। যেমন সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশ করেন ॥২৬॥ আমার সেবার দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কালেতে ক্ষয়শীল ধনাদির কথা আর কি বলিব? ॥২৭॥ সাধুগণ আমার হৃদয়। আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারি না ॥২৮॥ তোমার এই বিপদ্ তোমার নিজকৃত হিংসারই পরিণাম। অতএব যাঁহা হইতে এই বিপদ্, শীঘ্র সেই অম্বরীষ রাজার নিকট গমন কর ॥২৯॥ সাধুদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, অন্যায় আচরণকারীর নিজেরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। সত্য বটে তপস্যা ও বিদ্যা, এই উভয়ই ব্রাহ্মণদিগকে মুক্ত করে, কিন্তু দুর্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে তাহা বিপরীত ফল দেয় ॥৩০॥ হে ব্রহ্মন্, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সেই নাভাগ-তনয় অম্বরীষের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর। তাহা হইলে তোমার শান্তি হইবে ॥৩১॥

শ্রীশুকদেব উবাচ। এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসা-শ্চক্র-তাপিতঃ। অম্বরীষ-মুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥৩২॥ তস্য সোদ্যমনং বীক্ষ্য পাদস্পর্শ-বিলজ্জিতঃ। অস্তাবীৎ তদ্ধরে-রস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥৩৩॥ অম্বরীষ উবাচ। সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়। সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥৩৪ ত্বং ধর্ম্ম-স্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যমোঽখিল-যজ্ঞভুক্। ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥৩৫॥ নমঃ সুনাভা-খিল ধর্ম্ম-সেতবে হ্যধর্ম্মশীলা-সুরধূমকেতবে। ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধ-বর্চসে মনোজবা-য়াদ্ভুত-কর্ম্মণে গৃণে ॥৩৬॥ স ত্বং জগৎত্রাণ-খল-প্রহাণয়ে নিরূপিতঃ সর্ব্বসহো গদাভৃতা। বিপ্রস্য চাস্মৎকুল-দৈবহেতবে বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥৩৭॥ যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ। কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥৩৮॥ যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্ব-গুণাশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতাত্ম-ভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥৩৯॥ শ্রীশুক উবাচ। ইতি সংস্তুবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্। অশাম্যৎ সর্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্‌রাজ-যাচ্ঞয়া ॥৪০॥ স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নি-তাপেন দুর্ব্বাসা স্বস্তিমাংস্ততঃ। প্রশশংস তমুর্ব্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥৪১॥

---

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! সুদর্শন চক্রদ্বারা তাপিত ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া দুর্ব্বাসা বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অম্বরীষ রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ দুটী গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥ দুর্ব্বাসা পাদস্পর্শ করাতে রাজা লজ্জিত হইলেন। রাজা তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া দয়ার্দ্রভাবে শ্রীসুদর্শন চক্রকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥ হে সুদর্শন! তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীঅচ্যুতের প্রিয়! হে সহস্র অর-বিশিষ্ট, হে সর্ব্বাস্ত্র-ঘাতিন্, হে পৃথিবীপতে, এই বিপ্রবরকে রক্ষা কর ॥৩৪॥ তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তুমি হিতবাণী ও সত্যবচন, তুমি যজ্ঞপুরুষ, তুমি সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা, তুমি লোকপাল, তুমি পরমেশ্বরের পরম তেজ ॥৩৫॥ হে চক্র! তুমি নিখিল ধর্ম্মের রক্ষক, তুমি অধর্ম্মশীল অসুরগণের বিনাশক, তুমি ত্রিভুবনের পালক, তুমি অত্যুজ্জ্বল তেজঃ সম্পন্ন, তুমি মনের ন্যায় দ্রুতগামী। তোমাকে কেহ স্তব করিতে পারে না। আমি তোমাকে কেবল প্রণাম করি ॥৩৬॥ হে জগতের ত্রাণকারক, তুমি সবই সহ্য করিতে সমর্থ। ভগবান্ শ্রীগদাধর খল ব্যক্তিদিগের নিগ্রহের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমাদের কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। ইহার মঙ্গল করিলেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে ॥৩৭॥ দান যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্ম্ম যদি আমাদের থাকে, যদ বিধিমত স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আমাদের সৎকুল ব্রাহ্মণ-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ ক্লেশ হইতে মুক্ত হউন ॥৩৮॥ সকল গুণের আশ্রয়, ও সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে দ্বিজের এই বিপদ্ দূর হউক ॥৩৯॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন—এইরূপে রাজা অম্বরীষ স্তব করিলে, সর্ব্বথা দগ্ধ করিতে উদ্যত বিষ্ণুচক্র শ্রীসুদর্শন, রাজার প্রার্থনায় শান্ত হইলেন ॥৪০॥ চক্রের উত্তাপ হইতে বিমুক্ত দুর্ব্বাসা মুনি সুস্থ হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রশংসা করিলেন ৪১॥

দুর্ব্বাসা উবাচ। অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্ট-মদ্য মে। কৃতাগসোঽপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥৪২॥ দুষ্করঃ কোঁ নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতা-মৃষভো হরিঃ।৪৩॥ যন্নাম-শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানা-মবশিষ্যতে ॥৪৪॥ রাজন্-নমুগৃহীতোঽহং ত্বয়া-ঽতিকরুণাত্মনা। মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥৪৫॥ রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমন-কাংক্ষয়া চরণা-বুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥৪৬॥ সোঽশিত্বা-ঽদৃত-মানীত-মাতিথ্যং সার্ব্বকামিকম্। তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতা-মিতি সাদরম্ ॥৪৭॥ প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ। দর্শন-স্পর্শনালাপৈ রাতিথ্যে-নাত্মমেধসা ॥৪৮॥ কর্ম্মাবদাত-মেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃ স্ত্রিয়ো মুহুঃ। কীর্ত্তিং পরমপুণ্যাং চ কীর্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥৪৯॥ শ্রীশুক উবাচ এবং সংকীর্ত্ত্য রাজানং দুর্ব্বাসাঃ পরিতোষিতঃ। যযৌ বিহায়সাঽমন্ত্র্য ব্রহ্মলোক-মহৈতুকম্ ॥৫০॥ সংবৎসরোঽত্যগাৎ তাবৎ যাবতা নাগতো গতঃ। মুনি-স্তদ্দর্শনাকাংক্ষী রাজাঽব্ভক্ষো বভূব হ ॥৫১॥ গতে চ দুর্ব্বাসসি সোঽম্বরীষো দ্বিজো-পয়োগাতি-পবিত্র-মাহরৎ। ঋষে-র্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বুদ্ধ্বা মেনে স্ববীর্য্যং চ পরানুভাবম্ ॥৫২॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তভে অম্বরীষ-মাহাত্ম্যং নাম সপ্তদশ আহ্নিকঃ।

---

দুর্ব্বাসা কহিলেন—হে রাজন্ হরিভক্তের অতি অপূর্ব্ব মহত্ত্ব অদ্য আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। যেহেতু আমি অপরাধী হইলেও তুমি আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছ ॥৪২॥ যে সকল ব্যক্তি, ভক্তের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরিকে বশ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা সাধুপুরুষদিগের দুষ্কর দুস্ত্যজ কি আছে? ॥৪৩॥ যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রই জীব নিষ্পাপ হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবদ্ভক্তদিগের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না ॥৪৪॥ হে রাজন্, অতি দয়ালু আপনা কর্ত্তৃক আমি অনুগৃহীত হইয়াছি। কেন না, আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।৪৫। অনন্তর দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনের আশায় অভুক্ত রাজা অম্বরীষ আহার না করিয়া গমনোদ্যত দুর্ব্বাসার চরণ ধরিয়া প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ।।৪৬।। দুর্ব্বাসা অতিশয় আদৃত হইয়া, ও সর্ব্বকামনা পূরক আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, ও আদরের সহিত রাজাকে ভোজন করুন বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।।৪৭।। দুর্ব্বাসা পুনরায় কহিলেন—ভগবদ্ভক্ত আপনার দর্শনে, স্পর্শনে আলাপে ও আত্মশক্তি-বৃদ্ধিকারক আতিথ্য দ্বারা আমি প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি।।৪৮।। হে রাজন্ আপনার এই পবিত্র কর্ম্ম, দেবাঙ্গনাগণ বারংবার গান করিবেন ও পৃথিবীর মানবগণ আপনার এই পরম পুণ্যকর কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবেন।।৪৯।। শ্রীশুকদেব কহিলেন—এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া পরিতুষ্ট দুর্ব্বাসা ঋষি, রাজা অম্বরীষকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, যেথানে কুতার্কিকগণ যাইতে পারে না।।৫০।। ব্রহ্মলোকগত মুনি দুর্ব্বাসা যতদিন ফিরিয়া না আসিলেন, তাহাতে সম্বৎসর অতীত হইয়া গেল, এতাবৎ কাল রাজা অম্বরীষ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জলমাত্র পান করিয়াছিলেন।।৫১।। দুর্ব্বাসা (তুষ্ট হইয়া) গমন করিলে পর রাজা অম্বরীষ অতি পবিত্র দ্রব্যাদি ভোজন করিলেন। দুর্ব্বাসার বিপদ্ ও পরিত্রাণের বিষয় ভাবিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপাতেই নিজে ধৈর্য্য ও গুণলাভ করিয়াছেন,—রাজা ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

সপ্তদশ আহ্নিকে অম্বরীষ মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

## অষ্টাদশ আহ্নিকঃ।

### প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—গজেন্দ্র মোক্ষ-স্তুতিঃ।

গজেন্দ্র উবাচ। নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্। পুরুষায়াদি-বীজায় পরেশায়া-ভিধীমহি ॥১॥ যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্। যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥২। যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং ক্বচিদ্ বিভাতং ক্ব চ তৎ-তিরোহিতম্। অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎপরঃ ॥৩॥ কালেন পঞ্চত্ব-মিতেষু কৃৎস্নশো লোকেষু পালেষু চ সর্ব্বহেতুষু। তম-স্তদাসীদ্ গহনং গভীরং য-স্তস্য পারেঽভি-বিরাজতে বিভুঃ। ৪॥ ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-র্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্ত-মীরিতুম্। যথা নটস্যা-কৃতি ভি-র্বিচেষ্টতো দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাঽবতু ॥৫॥ দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং বিমুক্ত সঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ। চরন্ত্য-লোকব্রত-মব্রণং বনে ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ। ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা। তথাঽপি লোকা-প্যয়-সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকাল-মৃচ্ছতি ॥৭। তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্ত-শক্তয়ে। অরূপায়োরু-রূপায় নমঃ আশ্চর্য্যঃকর্ম্মণে ॥৮॥ নমঃ

---

শ্রীগজেন্দ্র বলিলেন—যে ভগবান্ হইতে (জীব) এই দেহাদি চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্ব্ব জীবদেহে কারণরূপে প্রবিষ্ট ও যিনি সকলের আদি কারণ, সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥১॥ এই বিশ্ব যাঁহাতে বর্ত্তমান্ ও যাঁহা হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট, যাঁহার দ্বারা এই জগৎ সুরক্ষিত, যিনি এই বিশ্বের স্বরূপ, যিনি কার্য্য ও কারণের অতীত, সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করি ॥২॥ যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব কখনও প্রকাশিত, আবার কখনও প্রলয়ে বিলীন হয়, যিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া কার্য্য ও কারণ উভয়ই নিরীক্ষণ করিতেছেন ও যিনি স্বয়ংপ্রকাশ তিনি আমাকে এই প্রাণ-সঙ্কটে রক্ষা করুন ॥৩ কালক্রমে লোক ও লোকপাল সমূহ ও সকলের হেতু স্বরূপ ভূতাদি কারণ সকল সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে যে ঘোর [ দুরবগাহ ] তমঃ থাকে, সেই তমোরাশির পারে যে ঈশ্বর বিরাজমান, তিনি আমাকে রক্ষা করুন ॥৪॥ দেবগণ ও ঋষিগণও যাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না, তাঁহাকে সামান্য জীব জানিতে বা বুঝিতে পারে না, সে সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে ? যিনি নানা রূপে প্রকট হয়েন, সামান্য জীব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না, সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ॥৫॥ সর্ব্বভূতের সুহৃদ সঙ্গত্যাগী আত্মদর্শী সাধু ও মুনিগণ যাঁহার মঙ্গলপ্রদ শ্রীচরণ দর্শন লালসায় ব্রহ্মচর্য্যাদি অলৌকিক ব্রত আচরণ করেন, তিনিই আমার গতি হউন ॥৬॥ জন্ম কর্ম্ম নাম রূপ গুণ দোষ—এই সব কিছুই যাঁহার নাই, তথাপি যিনি স্বকীয় মায়া দ্বারা লোকের উৎপত্তির ও বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে ঐ সকল জন্মাদি স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি প্রকৃত রূপ-রহিত হইয়াও অপ্রাকৃত, রাম কৃষ্ণাদি নানারূপধারী ও অলৌকিক কর্ম্মকারী, তাঁহাকে প্রণাম ॥৭-৮॥ আত্মতত্ত্ব প্রকাশক, সর্ব্বান্তর্য্যামী

আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে। নমো গিরাং বিদূরায় মনস-শ্চেতসামপি।৯। সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্যেণ বিপশ্চিতা। নমঃ কৈবল্য-নাথায় নির্বাণ-সুখ-সংবিদে ।।১০।।

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে। নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞান-ঘনায় চ ॥১১॥ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে। পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ।।১২॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণদ্রষ্ট্রে সর্ব্ব-প্রত্যয়-হেতবে। অসতা ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥১৩॥ নমো নমস্তেঽখিল-কারণায় নিষ্কারণায়া-দ্ভুতকারণায়। সর্ব্বাগমা-ম্নায়-মহার্ণবায় নমোঽপবর্গায় পরায়ণায় ॥১৪॥ গুণারনিচ্ছন্নচিদুষ্মপায় তৎক্ষোভ-বিস্ফূর্জিত-মানসায়। নৈষ্কর্ম্য-ভাবেন বিবর্জিতা-গমঃ স্বয়ং প্রকাশায় নমস্করোমি ॥১৫॥ মাদৃক্ প্রপন্ন-পশু-পাশ-বিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরি-করুণায় নমোঽলয়ায়। স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্ মনসি প্রতীত-প্রত্যগ্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥১৬॥ আত্মাত্মজাপ্ত-গৃহবিত্ত-জনেষু সক্তৈ-র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গ-বিবর্জিতায়। মুক্তাত্মভিঃ স্ব-হৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥১৭॥ যং ধর্ম্মকামার্থ-বিমুক্তি-কামা ভজন্তং ইষ্টাং গতি-মাপ্নুবন্তি। কিং ত্বাশিষো রাত্যপি দেহ-মব্যয়ং করোতু

---

পরমাত্মাকে প্রণাম। বাক্য মন ও চিত্তবৃত্তি দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে প্রণাম।৯।। নির্গুণ ও শুদ্ধ সন্ন্যাস যোগদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্য মুক্তিদাতা ও মোক্ষানন্দানুভব স্বরূপ যিনি তাঁহাকে প্রণাম ।।১০।।

শান্ত ঘোর মূঢ় ও সত্ত্বাদি ধর্ম্মের অনুসরণকারী তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পরিচ্ছেদ রহিত, সমভাবাপন্ন ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার ॥১১॥ সর্ব্বাধ্যক্ষ সর্ব্বসাক্ষী ও অন্তর্য্যামী ( ক্ষেত্রজ্ঞায় ) আপনাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়বাসী, সর্ব্বকারণের কারণ ও মূলপ্রকৃতি স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥১২ আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা ও সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই আপনার জ্ঞাপক, অসৎ যে অহঙ্কার প্রপঞ্চ তৎকর্ত্তৃক অসদ্রূপে ছায়া দ্বারা, ( অসতা ছায়া ) আপনি প্রতিবিম্ব দ্বারা, বিম্বের ন্যায় সূচিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ (সদাভাসায়) আপনাকে নমস্কার ॥১৩॥ আপনি সর্ব্বকারণরূপী অথচ স্বয়ং নিষ্কারণ ও নির্ব্বিকার, অর্থাৎ অদ্ভুত কারণ'স্বরূপ। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। পঞ্চ রাত্রাদি আগম স্বরূপ নদী সকল সাগরে পতিত হয়, সেইরূপ যাবতীয় বেদ ও আগম আপনাতেই পর্য্যবসিত থাকে। আপনি মোক্ষরূপী, আপনিই সাধু সজ্জনগণের আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার ॥১৪॥ আপনি জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ। আপনি গুণরূপ কাষ্ঠে আচ্ছন্ন কিন্তু, আপনি গুণজন্য কার্য্যপ্রতি বিমুখ। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা বিধি ও নিষেধরূপ আগম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনি স্বয়ং প্রকাশিত হন, আপনাকে প্রণাম করি ॥১৫॥ আমার মত শরণাগত পশুর অজ্ঞান বন্ধন মোচন করিতে আপনি মোক্ষস্বরূপ, অসীম দয়ালু, আলস্যরহিত। সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়বৃত্তি জ্ঞাতা ও জীবের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ। আপনি অপরিসীম, আপনাকে প্রণাম ॥১৬॥ যাহারা দেহ গেহ পুত্র কলত্র ও ধনাদিতে আসক্ত, তাহাদের নিকট আপনি দুর্জ্ঞেয়। প্রাকৃতগুণসঙ্গ রহিত ( গুণসঙ্গ-বিবর্জ্জিতায় ) আপনাকে' আত্মারূপী জীবগণ স্বহৃদয়ে ভাবনা করেন। জ্ঞানই আপনার স্বরূপ! আপনি ভগবান্ ও পরমেশ্বর, আপনাকে প্রণাম করি ॥১৭॥ লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের অভিলাষে যাঁহাকে উপাসনা করিয়া নিজ অভীষ্ট ও অন্যান্য মঙ্গললাভ করেন,

মেহদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ১৮॥ একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎ প্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দ-সমুদ্র-মগ্নাঃ ॥১৯॥ তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশ-মব্যক্ত-মাধ্যাত্মিক-যোগ-গম্যম্। অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্ম মিবাতি-দূর-মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥২০॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকা-শ্চরাচরাঃ। নামরূপ-বিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ২১। যথার্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ। তথা যতোঽয়ং গুণ-সংপ্রবাহো বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীর-সর্গঃ ॥২২॥ স বৈ ন দেবা-সুর-মর্ত্ত্য-তির্য্যঙ্, ন স্ত্রী ন যণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ। নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাসন্ নিষেধ-শেষো জয়তা-দশেষঃ ॥২৩॥ জিজীবিষে নাহ-মিহাঽমুয়া কিমন্ত-র্বহি শ্চাবৃতয়ে-ভয়োন্যা। ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-স্তস্যাত্ম-লোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥২৪॥ সোঽহং বিশ্বসৃজাং বিশ্ব-মবিশ্বং বিশ্ব-বেদসম্। বিশ্বাত্মা-নমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্ ॥২৫॥ যোগ-রন্ধিত-কর্ম্মাণো হৃদি যোগ-বিভাবিতে। যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নমাম্যহম্ ॥২৬॥

---

অধিকন্তু যিনি তাহাদের অপ্রার্থিত আশিষ ও অব্যয় দেহও দান করেন, সেই পরম দয়ালু ভগবান্ আমাকে মুক্ত করুন ॥১৮॥ যাঁহারা নৈষ্ঠিক ভক্ত ও ভগবৎ পরায়ণ, তাঁহারা ভগবৎসকাশে কিছুই প্রার্থনা করেন না। কেবল তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য পরম মঙ্গল গুণগানপূর্ব্বক আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকেন। সেই অব্যয় পরব্রহ্ম আত্মযোগ-লভ্য, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ন্যায় দুর্গম অনন্ত আদ্য ও পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আমি স্তবকরি ॥১৯-২০॥

যাঁহার অতি অল্প অংশ ( কল্যাণ-কলয়া ) দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ, বেদসকল ও চরাচর লোকসমূহ বিভিন্ন নাম রূপে কল্পিত হইয়াছে, যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণসমূহ ( গভস্তয়ঃ ) উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই লীন হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে সেই গুণ পরিণাম রূপ প্রপঞ্চ ( গুণ সংপ্রবাহঃ ) বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়গণ [ খানি ] ও শরীর সকল উৎপন্ন হইতেছে ও পুনরায় লীন হইতেছে ॥২১-২২॥ যিনি দেব নহেন, দানব নহেন, মানব নহেন, পশু অথবা পক্ষী নহেন, স্ত্রী পুরুষ নপুংসক কিম্বা অন্য জন্তু-বিশেষও নহেন, তিনি গুণ কর্ম্ম সৎ অসৎ কিছুই নহেন, কিন্তু সকল পদার্থের নিষেধের অবধি স্বরূপে ( অর্থাৎ সীমারূপে ) যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি। মায়ার দ্বারা বিবিধ মূর্ত্তি-ধারণকারী তিনি, আমাকে মুক্তি দিবার জন্য আবির্ভূত হউন ॥২৩॥ সম্প্রতি এই কুম্ভীরের [ গ্রাহ ] আক্রমণ হইতে আমি দেহের মুক্তি প্রার্থনা করি না, কেন না, অন্তরে ও বাহিরে অজ্ঞানযুক্ত এই গজ জন্ম দ্বারা আমার কি হইবে? কালবশেও যাহার নাশ নাই, আমার সেই অপ্রকাশক অজ্ঞানের নানারূপ মোক্ষ আমি ইচ্ছা করি।২৪॥ যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, বিশ্বরূপ, বিশ্বাতিরিক্ত, বিশ্বজ্ঞাতা বিশ্বের আত্মা ও জন্মাদি-রহিত পরব্রহ্ম, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।২৫॥ যাঁহাদের কর্ম্মসমূহ যোগদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এতাদৃশ যোগিগণ সুনির্ম্মল হৃদয় মধ্যে যাঁহার দর্শন পান, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি।২৬॥

অষ্টাদশ আহ্নিকে গজেন্দ্র-মোক্ষ-স্তুতিঃ সমাপ্ত।

## যজ্ঞপত্নী-প্রসাদঃ নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

গোপা উচুঃ। রাম রাম মহাবীর্য্য-কৃষ্ণ দুষ্ট-নিবর্হণ। এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্ন-স্তচ্ছান্তিং কর্ত্তু মর্হথঃ ॥১॥ শ্রীশুক উবাচ। ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈ-র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদ-মব্রবীৎ ॥২॥ প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। সত্র-ম ঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥৩॥ তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতা-স্মদ্-বিসর্জ্জিতাঃ। কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্ ॥৪॥ ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাঽযাচন্ত তে তথা। কৃতাঞ্জলি পুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥৫॥ ইতি তে ভগবদ্-যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ। ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥৬॥ দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্র-তন্ত্র-র্ত্বিজোগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চ ক্রতু-র্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥৭॥ তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাৎ ভগবন্ত-মধোক্ষজম্। মনুষ্য-দৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥৮॥ তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ। ব্যাজহার পুন-র্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥৯॥ মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ স-সঙ্কর্ষণ-মাগতম্। দাস্যন্তি কাম-মন্নং বঃ স্নিগ্ধা মষ্যুষিতা ধিয়া ॥১০॥

গত্বাঽথ পত্নীশালায়াং দৃষ্টাঽসীনাঃ স্বলংকৃতাঃ। নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদ-মব্রুবন্ ॥১১॥ নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ। ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥১২॥ গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ স-রামো দূরমাগতঃ। বুভূক্ষিতস্য

---

[ পরিচয়—গোপবালকগণ যমুনাতটে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামসহ গিয়াছেন। তথায় শ্রীদামাদি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হয়েন। ফলবান্ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন না। বহু অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে। তাহাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না ]

গোপবালকগণ বলিলেন—হে মহাবীর্য্য বলরাম, হে দুষ্ট-দমনকারী কৃষ্ণ, আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। আমাদের ক্ষুধা শান্তির উপায় কর ॥১॥ গোপবালকদিগের এই কথা শুনিয়া ভক্তি-পরায়ণা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রতি প্রসন্ন, দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে গোপবালকগণ, তোমরা ঐ যজ্ঞশালায় যাও, সেখানে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা আমাদের প্রেরিতরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া, দাদা বলরাম ও আমার নাম করিয়া অন্ন চাহিয়া আন ॥২-৪॥ শ্রীকৃষ্ণের কথায় গোপবালকগণ যজ্ঞশালায় গিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন ॥৫॥ তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় মহা ধূমধামে যজ্ঞানুষ্ঠানরত, অজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞতাভিমানী ব্রাহ্মণগণ, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অন্ন যাচ্ঞার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না ॥৬॥ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান, কাল, চরু পুরোডাশাদি নানাবিধ যজ্ঞোপকরণ. মন্ত্র-তন্ত্র পুরোহিত, অগ্নি-দেবতা যজমান্ প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার অংশবিকৃতি মাত্র, সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম অধোক্ষজ শ্রীভগবান্কে মন্দমতি ব্রাহ্মণগণ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিতে যথাযোগ্য সমাদর করিলেন না ॥৭-৮॥ সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া লোকাচার অনুসারে আবার তাহাদিগকে বলিলেন ॥৯॥ শ্রীবলদেব ও আমি এই স্থানে আসিয়াছি—এই কথা ব্রাহ্মন-পত্নীদিগকে জানাও। তাঁহারা নিরন্তর আমার কথা চিন্তা করেন ও আমাকে খুব ভক্তি করেন। তাঁহারা তোমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ অন্ন দিবেন ॥১০॥ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপবালকগণ সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অন্তঃপুরে গমন করিলেন, ও শঙ্খ সিন্দুরাদি সমলংকৃতা ব্রাহ্মণপত্নীগণকে একত্রে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন ॥১১॥ হে ব্রাহ্মণপত্নীগণ! আপনাদের চরণে প্রণাম। আমাদের কথা শ্রবণ করুন। এই স্থান হইতে অতি নিকটে ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে আসিয়া বিচরণ করিতেছেন ও তিনিই আমাদের এইখানে পাঠাইয়াছেন ॥১২॥ বলদেব ও গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে তিনি এই দূরদেশে

তস্যান্নং সানুরাগস্য প্রদীয়তাম্ ॥১৩॥ শ্রুত্বাঽচ্যুত-মুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। তৎকথা-ক্ষিপ্ত-মনসা বভূবু-র্জাত-সংভ্রমাঃ ॥১৪॥ চতুর্বিধং বহুগুণ-মন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্র-মিব নিম্নগাঃ ॥৫॥ নিষিধ্যমানাঃ পতিভি-র্ভ্রাতৃভি-র্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘ-শ্রুত-ধৃতাশয়াঃ ॥১৬॥ তা-স্তথা ত্যক্ত-সর্ব্বাশঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়। বিজ্ঞায়া-খিল-দৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥১৭॥ স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্ন-মিদং হি বঃ ॥১৮॥ নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনাঃ। অহৈতুক্য-ব্যবহিতাং ভক্তি-মাত্মপ্রিয়ে যথা ॥১৯॥ প্রাণ-বুদ্ধি-মনঃ স্বাত্ম-দারাপত্যাঃধনক্ষয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥২০॥ তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ। স্বসত্রং পারযিষ্যন্তি যুষ্মাভি-র্গৃহমেধিনঃ ॥২১॥

পত্ন্য ঊচুঃ। মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্। প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং কেশৈ-র্নিবোঢু-মতিলংঘ্য সমস্ত-বন্ধূন্ ।২২। গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে। তস্মাদ্ ভবৎ-প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্ গতি-ররিন্দম তদ্‌বিধেহি ॥২৩॥ শ্রীভগবানুবাচ।

---

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ও অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছেন। আপনারা সহচর বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযুক্ত অন্ন প্রদান করুন ॥১৩॥ দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট-চিত্তা ও সর্ব্বদাই কৃষ্ণ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। সম্প্রতি গোপবালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরমানন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন ॥১৪॥ ব্রজরাজনন্দনের পরমোত্তম রূপ গুণ যশঃ সৌন্দর্য্যাদি নিরন্তর শ্রবণে তাঁহাতে সমর্পিত-চিত্তা দ্বিজপত্নীগণ, তাঁহাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্বেও চতুর্ব্বিধ ( চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় ) সুরসাল অন্নাদিপূর্ণ ভোজনপাত্র লইয়া' নদী যেমন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন ।।১৫ ১৬॥ দ্বিজপত্নীগণকে সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্খায় তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া, অখিল জীবান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন ।।১৭॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে দ্বিজপত্নীগণ! তোমরা আমাদিগকে দেখিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া এইখানে আসিয়াছ। অতএব তোমাদের আগমন পরম শুভকর। তোমাদিগের ন্যায় অনুরাগিণীর পক্ষে ইহা উপযুক্ত হইয়াছে। তোমরা ক্ষণকাল উপবেশন কর ও তোমাদের কি করিতে পারি বল ॥১৮॥ হে দ্বিজপত্নীগণ! আমি আত্মা হইতেও পরম প্রিয়, পরমাত্মা বলিয়া আত্মহিতাকাংক্ষী ব্যক্তিগণ আমাতেই যথারীতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥১৯॥ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, আত্মীয় জায়, পুত্র ও সম্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্ক বলিয়াই যাঁহার প্রিয়, তাঁহার অপেক্ষা আর প্রিয় কে? ॥২০॥ অতএব তোমরা কৃতার্থ হইলে এখন যজ্ঞস্থলে যাও। যদিও তোমাদের আর যাগ যজ্ঞের আবশ্যক নাই, তথাপি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তোমাদের পতিগণ, তোমাদিগকে লইয়া আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন ॥২১॥

দ্বিজপত্নীগণ বলিলেন—হে বিভো আমাদিগকে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবেন না। আপনার বেদাদিতে আপনিই যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য করুন। আমরা পতি পিতা বন্ধু প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-চ্যুত তুলসীর দাম মস্তকে বহিবার জন্য আপনার শ্রীচরণকমলসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥২২॥ হে অরিন্দম! অন্যের কথা দূরে থাক্ আমাদের পিতা মাতা পতি ভ্রাতা বান্ধব, সুহৃৎ প্রভৃতি কেহই আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। অতএব আমরা আপনার শ্রীচরণ-কমলে শরণাগত হইলাম। আমাদের আর অন্য গতি নাই। আপনার শ্রীচরণকমল সেবার অধিকার দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ॥২৩॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে দ্বিজপত্নীগণ তোমরা যদি আমার আদেশে

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ। লোকাশ্চ যে ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥২৪॥ ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গ সঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্ মামবাপ্স্যথ ॥২৫॥ শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥২৬॥ শ্রীশুক উবাচ। ইত্যুক্তা মুনিপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ। তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্র-মপারয়ন্ ॥২৭॥

অথানুস্মৃত্য বিপ্রা-স্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ। যদ্ বিশ্বেশ্বরয়ো-র্যাচ্ঞা মহনৃম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥২৮॥ দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তি-মলৌকিকীম্। আত্মানং চ তয়া হীন-মনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥২৯॥ ধিগ্ জন্ম ন-স্ত্রিবৃদ্‌বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্। ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥৩০॥ নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী। যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥৩১॥ অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ। দুরন্ত-ভাবং যোঽবিধ্যন্ মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৩২॥ নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্ম-মীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৩৩॥ অথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তি-র্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদি-মতামপি ॥৩৪॥

---

যজ্ঞস্থলে গমন কর, তাহা হইলে তোমাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও পুত্র কিংবা অন্য কোনও আত্মীয়গণই তোমাদের উপর দোষ দৃষ্টি করিবে না। এমন কি যজ্ঞীয় দেবতাগণ পর্য্যন্ত তোমাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন ॥২৪॥ তোমরা যদি ব্রাহ্মণ জন্মে আমার দাস্য স্বীকার কর, তাহা লোকদৃষ্টিতে সুখকর ও প্রশংসনীয় হইবে না। অতএব তোমরা মনে মনে আমাকে সেবা কর, তাহা হইলে জন্মান্তরে আমাকে পাইবে। [ অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই স্নেহবুদ্ধি হয় এরূপ নহে। তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করিয়াছ, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ] ॥২৫॥ আমার নামাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন, আমাকে চিন্তা করা ও আমার গুণ কীর্ত্তন করিলে আমাতে যেরূপ প্রেমভক্তি জন্মে, কেবল আমার নিকটে থাকিলেও তাহা হয় না। অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও ॥২৬॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন—শ্রীভগবানের এই আদেশ মত মুনিপত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি কোন দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥২৭॥

অনন্তর সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, নররূপী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের অন্ন যাচ্ঞায় অবহেলা করায়, নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন ॥২৮॥ তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণের অলৌকিক কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া ও নিজেদের ভক্তিহীনতার কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥২৯॥ আমরা অবাঙ্মনসগোচর ভগবানে বিমুখ। আমাদিগের ত্রিবিধ জন্মে ধিক্। [ মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম। উপনয়ন। গুরুর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ এই তিন জন্ম ]। ব্রতাচরণে ধিক্, বহুজ্ঞতায় ধিক্। কুলে ধিক্, কর্ম্মে ধিক্, নৈপুণ্যে ধিক্ ॥৩০॥ আমরা নিশ্চয় জানিতেছি, শ্রীভগবানের মায়া যোগিদিগকেও মোহিত করিয়া ফেলে। সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-যুক্ত ও সর্ব্ব বর্ণের পূজ্য হইয়া ও নিজের হিত বুঝিতে ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি ॥৩১॥ অহো, আমাদিগের পত্নীদিগের জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণে কি প্রকার ভক্তি! দেখ এই ভক্তিবলেই তাহাদের দেহে গেহে আসক্তিরূপ মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥৩২॥ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাস হয় নাই, তপস্যা আত্মবিচার, শৌচ কিংবা কোন প্রকার শুভ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই। কিন্তু তথাপি তাহাদের যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে গাঢ়ভক্তি দেখা যায়, উপনয়ন সংস্কারাদি গুণযুক্ত আমাদিগের তাহার লেশগন্ধমাত্রও নাই

নন্থ স্বার্থ-বিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া। অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিং ॥৩৫॥ স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণু-র্যোগেশ্বরেশ্বরঃ। জাতো যত্নুষ্বিত্য-শৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥৩৬॥ অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং ন-স্তাদৃশী স্ত্রিয়ঃ। ভক্ত্যা যাসাং মতি-র্জাতা হ্যস্মাকং নিশ্চলা হরৌ ॥৩৭॥ স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়া-মোহিতাত্মনাম্। অবিজ্ঞাতা-নুভাবানাং ক্ষন্তু-মর্হত্যতিক্রমম্ ॥৩৮॥ ইতি স্বাঘ-মনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ। দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ ভীতা ন চাঽচলন্ ॥৩৯॥

ইতি অষ্টাদশ আহ্নিকে যজ্ঞপত্নী প্রসাদঃ নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

॥৩৪॥ নিশ্চয়ই জানিতেছি, আমরা স্বার্থ ভুলিয়া গৃহসুখ চেষ্টায় প্রমত্ত ছিলাম। সাধুদিগের গ ত শ্রীভগবান্ গোপদিগের বাক্যদ্বারা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন ॥৩৫॥ সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মূঢ় বলিয়া, এই কথা শুনিয়াও বিশ্বাস করি নাই ॥৩৬॥ যাহাদের ভক্তিবলে আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা আমাদিগেরই পত্নী বলিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি ॥৩৭॥ সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি ও তাঁহার তত্ত্ব-মাহাত্ম্যাদিতে ভক্তগণের আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৩৮॥ শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণগণ এইরূপে নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের শ্রীচরণ-দর্শনে ও অপরাধ-ক্ষমাপণেচ্ছু হইয়াও কংসের ভয়ে ভীত হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ॥৩৯॥

ইতি অষ্টাদশ আহ্নিকে যজ্ঞপত্নী প্রসাদ নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

# একোনবিংশ আহ্নিকঃ।

## কলেঃ স্বরূপ-নির্ণয়ো নাম—প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃতে প্রবর্ত্ততে ধর্ম্ম-শ্চতুষ্পাৎ তজ্জনৈ-র্ধৃতঃ। ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। তপঃ সত্য-দয়া-দানেষর্দ্ধং হ্রসতি দ্বাপরে॥১॥ কলৌ তু ধর্ম্মহেতূনাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ। এযমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনশ্যতি॥২॥ তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ। দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্র-দাসোত্তরাঃ প্রজাঃ॥৩॥ সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ। কাল-সংচোদিতা স্তে বৈ পরিবর্ত্তত আত্মনি॥৪॥ প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাং জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ॥৫॥ যদা কর্ম্মসু কাম্যেযু ভক্তির্ভবতি দেহিনাম্। তদা ত্রেতা-রজোবৃত্তি-রিতি জানীহি বুদ্ধিমন্॥৬॥ যদা লোভ-স্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ। কর্ম্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্ রজস্তমঃ॥৭॥ যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্। শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥৮॥ যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ। কামিনো বিত্তহীনশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥৯॥ দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাখণ্ডদূষিতাঃ। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা

---

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে নৃপ, সত্যযুগে সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয়দান, এই সম্পূর্ণ চারিপাদ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। ত্রেতাযুগে মিথ্যা দ্বারা সত্য, হিংসা দ্বারা দয়া, অসন্তোষ দ্বারা তপস্যা ও বিগ্রহ দ্বারা কলহ—এইরূপ চারিভাগের এক ভাগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। দ্বাপর যুগে এই ধর্ম্মগুলির অর্দ্ধক্ষয় প্রাপ্ত হইলে॥১॥ কলিকালে অধর্ম্মের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হেতু পরম্পর ক্ষীয়মাণ যে চতুর্থ ভাগ ছিল, তাহাও কলিযুগের অন্তে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে॥২॥ কলির শেষভাগে শূদ্র ও কৈবর্ত্তদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ও লোক সকল লোভী দয়াহীন, বিনা প্রয়োজনে কলহে রত, দুর্ভগ ও বাসনার অত্যন্ত বশ হইবে॥৩॥ স্বভাবতঃ সকল পুরুষে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দেখা যায়, কিন্তু কালের প্রেরণায় দেহে কদাচিৎ ঐ সকল গুণের হ্রাস বৃদ্ধি রূপে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে॥৪॥ যে কালে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন জ্ঞান ও তপস্যার সম্যক্ প্রকারে রুচি জন্মে তখন সত্যযুগ জানিবে॥৫॥ হে বুদ্ধিমান্ পরীক্ষিৎ, যে সময়ে দেহিদিগের কাম্য কর্ম্মে ও যশোলাভে আসক্তি হয়, তখন, রজঃ প্রধান ত্রেতাযুগ জানিবে॥৬॥ যখন লোভ অসন্তোষ, মান, দম্ভ ও মাৎসর্য্যযুক্ত ও কাম্য কর্ম্মে লোকে প্রীতিমান্, তখন রজঃ-তমঃ-প্রধান দ্বাপর যুগ জানিবে॥৭॥ যে কালে জনগণ মায়া মিথ্যা তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা, দুঃখ শোক মোহ ভয় ও দারিদ্র্যযুক্ত হইবে, তখন তমোময়া কলিকাল জানিবে॥৮॥ কলি প্রভাবে মানবগণ নীচদৃষ্টিযুক্ত অল্পভাগ্য বহুভোজী ধনহীন অথচ কামনা পরায়ণ হইবে ও নারীগণ অসতী হইবে॥৯॥ দেশ সকল বহু দস্যু দ্বারা সমাকীর্ণ, বেদসকল পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অসদ্ব্যাখ্যায়

দ্বিজাঃ ॥১০॥ অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ। তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনো হ্যর্থলোলুপাঃ ॥১১॥ হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ। শশ্বৎ-কটুক-ভাষিণ্য-শ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ ॥১২॥ পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ। অনাপদ্যপি সংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধু-জুগুপ্সিতাম্ ॥১৩॥ পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্। ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চা-পয়স্বিনীঃ ॥১৪॥ পিতৃভ্রাতৃ-সুহৃদ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরত-সুহৃদাঃ। ননান্দৃ-শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥১৫॥ শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপো-বেষোপজীবিনঃ। ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্ ॥১৬॥ নিত্য-মুদ্বিগ্ন - মনসো দুর্ভিক্ষ - কর - পীড়িতাঃ। নিরন্নে ভূতলে রাজন্নুনাবৃষ্টি-ভয়াতুরাঃ ॥১৭॥ বাসোঽন্নপান-শয়ন-ব্যবায়-স্নান-ভূষণৈঃ। হীনাঃ পিশাচ-সন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥১৮॥ কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ। ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥১৯॥ ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি। পুত্রান্ সর্ব্বার্থকুশলান্ ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥২০॥ কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রৈলোক্যনাথা-নত-পাদ-পঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড-বিভিন্ন-

---

দূষিত হইবে। রাজাগণ প্রজাপীড়ক, দ্বিজগণ লম্পট ও উদরপরায়ণ। ব্রাহ্মণ বালকগণ উপনয়নহীন ও শৌচহীন, গৃহস্থগণ ভিক্ষাজীবী, পরন্তু স্বয়ং ভিক্ষাদানে বিমুখ, তপস্বিগণ বনবাস পরিত্যাগ করিয়া নগরবাসী হইবে ও সর্ব্বত্যাগী তপস্বিগণ অতিশয় ধনলোলুপ হইবে।১০-১১॥ কলিকালে কামিনীগণ ক্ষুদ্রকায়া, বহুভক্ষনপরায়ণ, বহুসন্তান-জনয়িত্রী, নির্লজ্জা, সর্ব্বদা কটুভাষিণী, চুরি ও কপটতায় অত্যন্ত সাহসিকা হইবে।১২॥ ধনাভাব বশতঃ কূট-ব্যবসায়ী বঞ্চক বণিক্‌গণ, ছল ও কাপট্য করিয় ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবসা চালাইবে। অনাপৎকালে প্রকৃত আপৎকালের দোহাই দিয়া, নিন্দিত ব্যবসায়কে উত্তম কর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইবে ॥১৩॥ নির্ধন পতিকে নারীগণ, সর্ব্বগুণী পালককে ভৃত্যগণ ত্যাগ করিবে, প্রভুগণ রোগাদি দ্বারা বিপন্ন কুল-পরম্পরাগত পুরাতন ভৃত্যকে ত্যাগ করিবে। ধেনুর দুগ্ধ ফুরাইলেই ধেনুর মালিকগণ তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥১৪॥ পিতামাতা সুহৃৎ জ্ঞাতি ত্যাগ করিয়া, নিজ রমণী-সম্পর্কের লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব হইবে। শ্যালক ও শ্যালীদের সহিত খুব ভাব হইবে ও লোকে স্ত্রীবশ হইবে।১৫॥ শূদ্রগণ তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া দান গ্রহণ করিবে, ধর্ম্মকথা কিছু না জানিয়া উত্তম আসনে বসিয়া ধর্ম্মকথা কহিবে।১৬॥ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন মনে থাকিবে। দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজাকে দেয় কর বাড়িয়া যাইবে। অনাবৃষ্টির ভয়ে আকুল হইবে ও রাজপুরুষগণ দস্যুবৃত্তি করিবে ॥১৭॥ কলিকালে প্রজাগণ বসন পানীয় শয্যা স্ত্রী-সহবাস স্নান ও ভূষণহীন হইয়া পিশাচের ন্যায় কদাকারে পরিপুষ্ট হইবে ॥১৮॥. কলিকালে লোকসকল মাত্র কুড়ি কড়া কড়ির ( কাকিণি ) জন্য কলহ করিয়া সৌহার্দ্দ, ভালবাসা সব কিছু ত্যাগ করিবে এমন কি নিজ প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আত্মঘাতী হইবে ॥১৯॥ উদরপরায়ণ, লম্পট ও নীচমনা মানবেরা বৃদ্ধ পিতা মাতার, সৎকুলজাতা ভার্য্যার ও নিজ সন্তানের ভরণপোষণও করিবে না ॥২০॥ হে রাজন্ ত্রিলোকপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক নত করেন, কলিকালের লোক সকল সেই জগৎ পিতা শ্রীভগবান্

চেতসঃ ॥২১॥ যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ বিমুক্ত কর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥২২॥ পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্ম-সম্ভবান্। সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।২৩॥ শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিত-শ্চাদৃতোঽপি বা। নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতা-শুভম্ ॥২৪॥ যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নি-র্দুর্ব্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্। এব-মাত্মগতো বিষ্ণু-র্যোগিনা-মশুভাশয়ম্ ॥২৫॥ বিদ্যা-তপঃ-প্রাণ-নিরোধ-মৈত্রী-তীর্থাভিষেক-ব্রত-দান-জপ্যৈঃ। নাত্যন্ত-শুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥২৬॥ কলে-র্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥২৭॥ কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভ একোনবিংশাহ্নিকে কলেঃ স্বরূপনির্ণয়ো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

অচ্যুতের পূজা অর্চ্চা প্রায়শঃ করিবে না ॥২১॥ মুমূর্ষু বিবশ রোগীও শয্যাগত হইয়া, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছে, এমন অবস্থায় যাঁহার নাম স্মরণে, কর্ম্মের শত শত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, দুষ্ট কলির জীব তাঁহাকেও অর্চ্চনা করিবে না ॥২২॥ মানবগণের দ্রব্য দেশ ও চিত্তজাত কলিকৃত সমস্ত দোষ ও পূর্ব্ব বা পূর্ব্বজন্মজাত যাবতীয় পাপ রাশি, হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তম ভগবান্ অপহরণ করিয়া থাকেন ॥২৩॥ শ্রীভগবানের গুণ ও নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তন হইলে, তাঁহার পূজা করিলে অথবা কেবলমাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে আদর করিলে, শ্রীভগবান্ সেই মানবের হৃদয় মধ্যে বিরাজিত হইয়া অযুত জন্মের পাপ নাশ করেন ॥২৪॥ তাম্র প্রভৃতি খাদ-মিশ্রিত স্বুবর্ণে, অগ্নি দেওয়া হইলে, অগ্নি যেমন তাহার মালিন্য দূর করে, সেইরূপ শ্রীভগবানে যুক্ত যোগিগণের দুর্ব্বাসনা শ্রীভগবান্ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥২৫॥ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থ হইলে, অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধিলাভ করেন—দেবতার উপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থ স্নান ব্রত দান ও জপ প্রভৃতি দ্বারা তেমন আত্মশুদ্ধি লাভ হয় না ॥২৬॥ হে রাজন্, সর্ব্বদোষের আকর কলির এক মহৎ গুণ আছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনেই, মানব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥২৭॥ সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে নানা যজ্ঞাদি দ্বারা ও অর্চ্চনায় তথা দ্বাপরে সেবা দ্বারা যাহা লাভ হয়, তৎ সমস্তই কলিকালে একমাত্র হরি সঙ্কীর্ত্তনেই লাভ হইয়া থাকে ॥২৮॥

ইতি একোনবিংশ আহ্নিকে কলির স্বরূপ নির্ণয় নাম প্রথম পরিচ্ছেদ।

## একোনবিংশ আহ্নিকঃ।

### ভক্তিযোগো নাম—দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীশুক উবাচ। ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ কৃতস্য কুর্য্যাৎ মন উক্তি-পাণিভিঃ। ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি যে কীর্ত্তিতা মে ভবত-স্তিগ্মযাতনাঃ ॥১॥ তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপ-নিষ্কৃতৌ যতেত মৃত্যো-রবিপদ্যতাত্মনা। দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥২॥ রাজোবাচ। দৃষ্ট-শ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্। করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্ত-মথো কথম্ ॥৩॥ ক্বচিন্ নিবর্ত্ততে ভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ। প্রায়শ্চিত্ত-মতোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবৎ ॥৪॥ শ্রীশুক উবাচ। কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্ব-দধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥৫॥ নাঽশ্নতঃ পথ্য-মেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি। এবং নিয়মকৃদ্ রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ৬॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ ॥৭॥ দেহ-বাগ্-বুদ্ধিজং ধীরাঃ ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণু-গুল্ম-মিবানলঃ ॥৮॥ কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বতি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥৯॥ ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ-স্তৎপুরুষ-নিষেবয়া ॥১০॥

---

শ্রীশুকদেব কহিলেন। লোকে শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা যে সকল পাপ কর্ম্ম করে, ইহকালেই যদি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে আমি আপনার নিকট তীব্র যাতনাময় যে সকল নরকের বর্ণনা করিয়াছি, সেই সকল নরকে মরণের পরে যাইতে হয় ॥১॥ অতএব এই জন্মেই মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহ অপটু হইতে না হইতে অতি সত্বর পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয় করিয়া নিদানবিৎ চিকিৎসক যেমন রোগের চিকিৎসা করেন, সেইরূপ পাপক্ষয়োপযোগী প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান্ হইবেন।২॥ রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন—পাপ করিলে ইহকালে রাজদণ্ড ও পরকালে নরকভোগ হয়। অতএব পাপ অনিষ্টকর জানিয়াও লোকে যখন স্বভাবের বশে প্রায়শ্চিত্তের পরেও আবার পাপ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করায় কি লাভ হইল? জীব কখনও পাপ হইতে বিরত হয়, আবার কখনও সেই পাপ কর্ম্ম করে। অতএব কষ্টকর প্রায়শ্চিত্ত হস্তীর স্নানের ন্যায় ব্যর্থ বলিয়া মনে করি।৩-৪॥ [হাতীকে মাহুত ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দিলেও সে শুণ্ড দিয়া ভূমি হইতে ধূলি তুলিয়া নিজ গায়ে মাখে।] শ্রীশুকদেব কহিলেন—ব্রতাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপের সমূল উচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন জীবই পাপ করে অতএব তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত ॥৫॥ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সুপথ্য খাদ্য গ্রহণ করে, তাহাকে যেমন ব্যাধিতে আক্রমণ সহসা করিতে পারে না, সেইরূপ নিয়মাদি প্রতিপালনকারী ব্যক্তিও ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় ॥৬॥ অগ্নিও যেমন শুষ্ক বাঁশ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি দগ্ধ করে, সেইরূপ বীর ধার্ম্মিকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, পবিত্রতা, যম ও নিয়ম অনুষ্ঠান করিবেন, এবং কায়িক মানসিক ও বাচনিক সকল প্রকার পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে পারেন ॥৭-৮॥ অতি অল্প সংখ্যক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি-গণই, সূর্য্য যেমন তুষার সমূহকে নষ্ট করেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা পাপ রাশি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥৯॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আজীবন ভক্তসেবা দ্বারা শ্রীভগবানে মন সমর্পণ করিলে যেমন পবিত্র হইতে পারে, তপস্যাদি দ্বারা সেইরূপ হইতে পারে না ॥১০॥

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতো ভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥১১॥ প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্‌মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভ - মিবাপগাঃ ॥১২॥ সকৃন্মনঃ কৃষ্ণ - পদারবিন্দয়ো - র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্‌ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-নিষ্কৃতয়ঃ ॥১৩॥ নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতং মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে। তৎকর্ম্ম-নির্হার-মভীপ্সতাং হরে-র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥১৪॥ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যয়াঽত্মা সংপ্রসীদতি ॥১৫॥ বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি-যোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যৎ তদহৈতুকম্ ॥১৬॥ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥১৭॥ ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থা-যোপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈ-কান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥১৮॥ কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ ॥১৯॥ বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ-স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞান-মদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২০॥ তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া ॥২১॥ অতঃ পুম্ভি-র্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-

---

এই ভক্তিপথে কোনও ভয়ের কারণ নাই। কারণ, সুশীল নারায়ণ-পরায়ণ মহাপুরুষগণই এই ভক্তিপথে অবস্থান করেন। অতএব মঙ্গলময় এই ভক্তিপথই জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥১১॥ হে রাজেন্দ্র। যেমন গঙ্গাদি পবিত্র নদীগণ মদের পাত্রকে পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ প্রায়শ্চিত অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তিহীন ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না ॥১২॥ যাঁহারা এই সংসারে একটীবারও শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা যমরাজ বা তাঁহার দূতগণকে স্বপ্নেও দেখেন না, কেননা তাঁহাদের পাপ সম্যক্ ক্ষয় হইয়াছে ॥১৩॥ সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্যক্ আচরিত হইলেও একান্ত হয় না। কেন না, মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। যাঁহারা সেই কর্ম্ম সমূলে নাশ করিতে চাহেন, সাধুমুখে শ্রীহরির লীলা শ্রবণ ও পশ্চাৎ কীর্ত্তন তাঁহাদের একমাত্র উপায়। যেহেতু ইহাই সত্ত্বগুণ উৎপন্ন করে ॥১৪॥ তাহাই পুরুষগণের পরম ধর্ম্ম, যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়। সেই ভক্তি ( নিষ্কাম ) অহৈতুকী বিঘ্নরহিতা ও তাহাতে আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন হন ॥১৫॥ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগে প্রয়োজিত হইলে বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান শীঘ্র উৎপাদিত হয় ॥১৬॥ ধর্ম্ম উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইলেও যদি লোকের শ্রীবাসুদেবের কথায় রতি না হয়, উহা কেবল পরিশ্রম মাত্র, তাহাতে সংশয় নাই ॥১৭॥ মোক্ষ সাধন ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, ও কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে ॥১৮॥ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য, কর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গাদিই শ্রেষ্ঠ ফল নহে ॥১৯॥ তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন সেই তত্ত্ব বস্তুকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা ও ভক্তগণ ভগবান্ বলেন ॥২০॥ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বে শ্রদ্ধাযুক্ত মননশীল জ্ঞানী যোগী ও ভক্তগণের গুরুমুখে শ্রুত ও অনুষ্ঠিত, জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে পরতত্ত্ব অনুভব করেন ॥২১॥ অতএব হে শৌনকাদি ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বুঝা গেল যে,

বিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি-র্হরিতোষণম্ ॥২২॥ তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥২৩॥ যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম-গ্রন্থি-নিবন্ধনম্। ছিন্দন্তি কোবিদা-স্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥২৪॥ শুশ্রূষো শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ। স্যান্ মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবনাৎ ॥২৫॥ শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥২৬॥ নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তি-র্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥২৭॥ তদা রজ-স্তমো ভাবাঃ কাম-লোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈ রনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥২৮॥ এবং প্রসন্ন-মনসো ভগবদ্-ভক্তি-যোগতঃ। ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মুক্ত-সঙ্গস্য জায়তে ॥২৯॥ ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥৩০॥ নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধ-কৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানু-কীর্ত্তনাৎ। ন যৎপুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো-রজ-স্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥৩১॥ বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরামখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩২॥

---

মানবগণ বর্ণাশ্রমাধিকার অনুসারে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা শ্রীগোবিন্দ ভজনেরই ফল (অর্থাৎ কামাদি ফল নহে) ॥২২॥ ভক্তিযোগেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। অতএব অচঞ্চল চিত্তে সর্ব্বদা ভক্তজন-পরিপালক শ্রীভগবানের নামরূপ গুণলীলা কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥২৩॥ ভুক্তি মুক্তি প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগে সংযত-চিত্ত সারাসার-বিবেকিগণ যে শ্রীহরির চিন্তারূপ অসি দ্বারা নানা দেহে অহঙ্কাররূপ গ্রন্থি ছেদন করেন। এমন কে পুরুষাধম আছে যে, সেই হরি কথা শ্রবণে আগ্রহ না করিবে? ॥২৪॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ! পুণ্যতীর্থক্ষেত্রে বাস করিতে সহজে শ্রীভগবানের ভক্তগণের দর্শন ও তাঁহাদের পরস্পর হরিকথা আলাপ শ্রবণেচ্ছুগণের হরিকথায় আসক্তি জন্মে ॥২৫॥ যাঁহার নাম রূপ গুণ লীলাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তনই পরম পবিত্র, সেই ভক্তজন-হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণকারী ব্যক্তি মাত্রের হৃদয়স্থ হইয়া কামনা বাসনাদির অমঙ্গল দূর করেন ॥২৬॥ ভক্তমুখে শ্রীভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে কামনা বাসনাদি ক্ষীণ হইলে পবিত্র কীর্ত্তি শ্রীগোবিন্দে অচলা ভক্তি জন্মে ॥২৭॥ নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে রজঃ ও তমোগুণ ও তাহা হইতে উৎপন্ন কাম লোভাদি দ্বারা চিত্তের বিকার আসে না। তখন চিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বস্পর্শে নির্ম্মল হইয়া যায় ॥২৮॥ এইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রসন্ন চিত্ত, বিষয়ে আসক্তিহীন ব্যক্তিগণের ভগবৎ তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে ॥২৯॥ ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার লীলাবিষয়ক সর্ব্ববিধ সন্দেহ দূর হয় ও অনেক জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হয় ॥৩০॥ শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কৃপায় সংসার-যাত্রা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাঁহার নাম ও গুণাদি কীর্ত্তন বিনা মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ম্মমূল ছেদন করার অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। যেহেতু তাহা দ্বারাই মন, কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাদি অন্য উপায় অবলম্বন করিলে মনের রাজসিক ও তামসিক মালিন্য থাকিয়াই যায় ॥৩১॥ বেদপাঠ, যজ্ঞ, যোগ, নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ ধর্ম্ম ও গতি, সমস্তই শ্রীগোবিন্দ তত্ত্ব পাইবার উপায়। সকল কর্ম্মেরই লক্ষ্য শ্রীবাসুদেব। ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥৩২-৩৩॥

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥৩৩॥ সমাশ্রিতা যে পদ-পল্লব-প্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। ভবাম্বুধি-র্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে একোনবিংশাহ্নিকে ভক্তিযোগো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শিব ব্রহ্মা প্রভৃতির আশ্রয়স্বরূপ পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসার-সাগর গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়। শ্রীবৈকুণ্ঠাদি যাহা পরম পদ, তাহা তাঁহাদের বাসস্থান হয় ও সর্ব্ববিধ দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥৩৪॥

ইতি একোনবিংশ আহ্নিকে ভক্তিযোগ নামক দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

## প্রবুদ্ধ-গীতং নামক—তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-র্ন দেবতাঽত্মা গ্রহ-কর্ম্ম-কালাঃ। মনঃ পরং কারণ-মামনন্তি সংসার-চক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ ॥১॥ মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-স্তুতশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি। শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥২॥ অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্‌বিচষ্টে। মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্ নিবদ্ধো গুণসংগতোঽসৌ ॥৩॥ দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতানি কর্ম্মাণি চ সদ্

---

[ পরিচয়।—অবন্তীনগরবাসী এক ধনী কৃপণ কদাচারী দ্বিজের ধনাদি অপহৃত হইয়া সে নানা দুর্দ্দশায় প'ড়িয়া ভিক্ষু হয়। চিন্তা করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় তাহার চৈতন্য হয়। এই বিচারমূলক চিন্তাই **ভিক্ষুগীতা** নামে খ্যাত। ]

কোন ব্যক্তি কিম্বা দেবতা বা আত্মা, অথবা গ্রহ কর্ম্ম বা কাল, কেহই আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে। যে মন সংসারচক্রে ঘুরাইয়া বেড়ায়, বিজ্ঞগণ সেই মনকে সুখ দুঃখের একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন ॥১॥ বলবান্ মন সাত্ত্বিকাদি গুণসমূহ সৃষ্টি করে। পরে বিভিন্ন আকারের সাত্ত্বিক রাজস ও তামস কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইতে দেব তির্য্যক্ নরাদি গুণগত গতির উদ্ভব হয় ॥২॥ পরমাত্মা নিরীহ, অর্থাৎ ক্রিয়াসঙ্গ রহিত। তথাপি তিনি মনের ব্যাপার দ্বারা সদ্রূপী জীবের নিয়ন্তা। সেই জীব চেষ্টা সাধন চিত্ত দ্বারা বিবিধ চেষ্টাযুক্ত হন ও নিজ সংসার-প্রাপক মনকে আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গুণসঙ্গ বশতঃ কামনা সমূহ উপভোগ করতঃ নিবদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩॥ দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, বেদবিহিত ক্রিয়া ও অন্যান্য বৈধ কর্ম্ম ও একাদশীর উপবাসাদি সদ্‌ব্রত—মনঃসংযমের এই সকল উপায়। প্রকৃতপক্ষে

ব্রতানি। সর্ব্বে মনো-নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥৪॥ সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্। অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্ দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥৫॥ মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥৬॥ তং দুর্জ্জয়ং শত্রু-মসহ্যবেগ-মরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ। কুর্ব্বন্ত্যসদ্ বিগ্রহ-মত্র মর্ত্ত্যৈ-মিত্রাণ্যুদাসীন-রিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥৭॥ দেহং মনোমাত্র-মিমং গৃহীত্বা মমাহ-মিত্যন্ধ-ধিয়ো মনুষ্যাঃ। এষোঽহ-মন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্ত-পারে তমসি ভ্রমন্তি ॥৮॥ জনস্তু হেতুঃ সুখ-দুঃখয়ো-শ্চেৎ কিমাত্মন-শ্চাত্র হি ভৌমযো-স্তৎ। জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভি-স্তদ্‌বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥৯॥ দুঃখস্য হেতু-র্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মন-স্তত্র বিকারয়ো-স্তৎ। যদঙ্গ মঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥১০॥ আত্মা যদি স্যাৎ সুখ-দুঃখ-হেতুঃ কিমন্যত-স্তত্র নিজ-স্বভাবঃ। ন হ্যাত্মনোঽন্যৎ যদি তন্মৃষা স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মান্ ন সুখং ন দুঃখম্ ॥১১॥ গ্রহা নিমিত্তং সুখ-দুঃখয়ো-শ্চেৎ কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ। গ্রহৈ গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং ক্রুধ্যেত

---

মনের যে সংযম তাহাই যোগ ॥৪॥ সংযম দ্বারা যাঁহার মন প্রশান্ত হইয়াছে, তাঁহার আর দানাদি কি কৃত্য থাকিতে পারে বল। যাহার চিত্ত অসংযত, আলস্যাদ দ্বারা লীয়মান তাহার এই সকল দানাদি অনুষ্ঠানে আর কি ইষ্ট সাধন হইবে? ॥৫॥ ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণও গুণের বশীভূত হন। কিন্তু মন আর কাহারও অধীন নহে। যোগিদিগের ভয়ঙ্কর মনোরূপ দেব বলবান্ হইতেও বলীয়ান্। যিনি সেই মনকে বশে আনিতে পারেন, তিনিই দেবের দেব, অর্থাৎ সর্ব্বজয়ী ॥৬॥ অতএব যাহারা অসহ্যবেগ দুর্জ্জয় মর্ম্মভেদী অসংযত মনোরূপ শত্রুকে জয় না করিয়া মানবগণের সহিত অনুচিত প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগকে মিত্র উদাসীন অথবা শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে তাদৃশ মানবগণ মূঢ় ॥৭॥ মানবগণ এই মনঃকল্পিত দেহ মাত্র আশ্রয় করিয়া "আমি, আমার" এই বুদ্ধিতে অভিভূত হয় ও "এই আমি ও অন্য" এইরূপ ভ্রান্তির বশে দুষ্পার সংসারে ঘুরিতে থাকে ॥৮॥ যদি মানুষই সুখ-দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে সুখ-দুঃখের কর্ত্তৃত্ব কি আছে? সে সুখ দুঃখ আত্মার, দেহের নহে। দেখ, যদি নিজ দাঁত দিয়া কেহ নিজের জিহ্বা কাটিয়া ফেলে, সে বেদনায় কাহার প্রতি কোপ করিবে? ॥৯॥ দুঃখের হেতু যদি দেবতাই হন, তাহাতেই বা আত্মার কি আসে যায়? সে ইন্দ্রিয়ের ও তাহার বিকার, দেহের। দেখ নিজ দেহে, এক অঙ্গ দ্বারা অপর অঙ্গ আহত হইলে পুরুষ কাহার প্রতি রুষ্ট হইবে? ॥১০॥ সুখ-দুঃখের হেতু যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে অপরের প্রতি কোপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। উহা তাহার স্বভাব মাত্র। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু থাকে, ইহা ভাবাও মিথ্যা, কারণ সুখও নাই, দুঃখও নাই। অতএব কি হেতু ক্রোধ হইতে পারে? ॥১১॥ গ্রহগণকেই যদি সুখ দুঃখের হেতু বলা হয়, তাহাতেই বা জন্মরহিত আত্মার কি আসে যায়? ঐ সুখ দুঃখ দেহেরই হইয়া থাকে। দৈবজ্ঞগণ গ্রহগণের অবস্থা বিশেষ দ্বারাই গ্রহপীড়া নির্ণয় করেন। আত্মা, দেহের অতিরিক্ত, অতএব কাহার প্রতি

কস্মৈ পুরুষ-স্ততোহন্যঃ ॥১২॥ কর্ম্মাহস্তু হেতুঃ সুখ-দুঃখয়ো- র্বৈ কিমাত্মন-স্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে। দেহ-স্ত্বচিৎ পুরুষোহয়ং সুপর্ণঃ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্ম্মমূলম্ ॥১৩॥ কালস্তু হেতুঃ সুখ-দুঃখয়ো-শ্চেৎ কিমাত্মন-স্তত্র তদাত্মকোহসৌ। নাগ্নে-র্হি তাপো ন হিমস্য তৎস্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥১৪॥ ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য। যথাহহমঃ সংসৃতি-রূপিণঃ স্যাদেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥১৫॥ এতাং সমাস্থায় পরাত্ম-নিষ্ঠা-মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈ-র্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্ত - পারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥১৬॥ কুতোহশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং মহন্-মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ। পিবন্তি যে কর্ণ-পুটৈ-রলং প্রভো দেহং ভৃতাং দেহকৃদ-স্মৃতি-চ্ছিদম্ ॥১৭॥ বিমোহিতোহয়ং জন ঈশ মায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্। সুখায় দুঃখ-প্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥১৮॥ লব্ধ্বা জনো দুর্লভ-মত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গ-মযত্নতোহনঘ। পাদারবিন্দং ন ভজত্য-সন্মতিং গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥১৯॥ মমৈষ কালোহজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্য-শ্রিয়োন্নদ্ধ-মদস্য ভূপতেঃ। মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুত-দার-কোশভূ-ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্ত-চিন্তয়া ॥২০॥ কলেবরেহস্মিন্ ঘট-কুড্য-সন্নিভে নিরূঢ়মানো

---

কোপ করিবে ? ॥১২॥ কর্ম্মই যদি সুখ-দুঃখের হেতু হয়, তাহাতেই বা আত্মার কি ? কারণ, জড়ত্ব ও অজড়ত্ব একত্রিত হইলেই কর্ম্ম সম্ভাবনা হয়। দেহ ও আত্মা বা জীব, শুদ্ধ চৈতন্যময়। অতএব উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অভাব বলিয়া কর্ম্মের মূলই নাই। কোপ করিবে কাহার উপর ? ॥১৩॥ যদি কাল সুখ-দুঃখাদির হেতু হয়, তাহা হইলেই বা আত্মার কি ? কারণ, কালই যে আত্মময়। যেমন আগুনের অংশ স্ফুলিঙ্গ আগুনকে তাপিত, ও হিমের অংশকে শীতল করে না, সেইরূপ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব নাই। অতএব কাহার প্রতি কোপ করিবে ? ॥১৪॥ সংসার-প্রাপক অহঙ্কার হইতে যেমন সুখ-দুঃখাদির দ্বন্দ্বেও প্রীতি হয়, প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা হইতে সেইরূপ হইতে পারে না। ইহা বুঝিলে প্রাণীর দ্বারা মানব ভয় পায় না ॥১৫॥ প্রাচীন মহর্ষিগণের আচরিত এই পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই দ্বিজ ভিক্ষু আমি একান্ত ভাবে শ্রীহরির শ্রীপাদকমল সেবা দ্বারাই দুস্পার সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন ॥১৬॥ হে প্রভু, তোমার শ্রীচরণাম্বুজ আসব দেহীদগের দেহ-জননী অবিদ্যা নাশ করে। তাহা মহতের মন হইতে মুখ দ্বারা বিনিঃসৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা কখনও কর্ণপুটে সেই অমৃত পান করেন, তাঁহাদের অমঙ্গল কোথায় ? ॥১৭॥

( রাজা মুচুকুন্দ স্তব করিতেছেন ) হে ঈশ্বর ! এই জগতের জন স্ত্রী ও পুরুষ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তোমার মায়ায় মোহিত। পরমার্থ সুখস্বরূপ তোমাকে দেখিতে পায় না, তাই ভজনা করে না। পরস্পর পরস্পরের নিকট বঞ্চিত হইয়া সুখের নিমিত্ত দুঃখের উৎপত্তি-স্থান গৃহে আসক্ত হইয়া থাকে ॥১৮॥ হে নিষ্পাপ ! এই কর্ম্মভূমিতে কোনও প্রকারে দুর্লভ অবিকলাঙ্গ নরজন্ম লাভ করিয়া লোকের বিষয় সুখই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পশু যেমন তৃণের লোভে তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পড়ে, তাহারাও সেইরূপ, গৃহরূপ অন্ধকূপে পড়িয়া তোমার শ্রীচরণ ভজনা করে না ॥১৯॥ আমি রাজা ছিলাম সেই জন্য আমার গর্ব্ব হইয়াছিল। আমি দেহকেই আত্মাবোধ করিতাম ও দুরন্ত চিন্তা সহিত স্ত্রী পুত্র ধনভাণ্ডার ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতিতে

নরদেব ইত্যহম্। বৃতো রথেভাশ্ব-পদাত্যনীকপৈ-র্গাং পর্য্যটয়ংস্ত্বা-গণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥২১॥ প্রমত্তমুচ্চৈ-রিতিকৃত্য-চিন্তয়া প্রবৃদ্ধ-লোভং বিষয়েষু লালসম্। ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাঽভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহি-রিবাখুমন্তকঃ ॥২২॥ পুরা রথৈ-র্হেম-পরিষ্কৃতৈশ্চরন্-মতঙ্গজৈ-র্বা নরদেব-সজ্ঞিতঃ। স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্-কৃমিভস্ম-সংজ্ঞিতঃ ॥২৩॥ নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্র-মভূত-বিগ্রহো বরাসনস্থঃ সম-রাজ-বন্দিতঃ। গৃহেষু মৈথুন্য-সুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পূরুষ ঈশ নীয়তে ॥২৪॥ করোতি কর্ম্মাণি তপঃসু নিষ্ঠিতো নিবৃত্ত-ভোগ-স্তদপেক্ষয়া দদৎ। পুনশ্চ ভূয়েয়-মহম্ স্বরাডিতি প্রবৃদ্ধ-তর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥২৫॥ ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥২৬॥ মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া। যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভি-রেকচর্য্যয়া বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ড-ভূমিপৈঃ ॥২৭॥ ন কাময়েঽন্যং তব পাদ-সেবনা-দকিঞ্চন-প্রার্থ্য-তমাদ্ বরং বিভো। আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বর-মাত্ম-বন্ধনম্ ॥২৮॥ তস্মাদ্ বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো রজ-স্তমঃ সত্ত্ব-গুণানুবন্ধনাঃ। নিরঞ্জনং নির্গুণ-মদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥২৯॥

---

আসক্ত ছিলাম ॥২০॥ ঘট ও ভিত্তি প্রভৃতির তুল্য এই সকলে, আমি নর দেব,—এই অভিমান করিয়া রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতিদ্বারা বিরচিত সেনায় পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলাম। তখন আপনাকে ভাবিয়া দেখি নাই। অতএব এতকাল আমার বৃথায় গিয়াছে ॥২১॥ এই এই কর্ত্তব্য করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তায় অতিরিক্ত মত্ত হইয়া বিষয় বাসনায় ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত্ত সর্প নিজ সৃক্কনী চাটিতে চাটিতে মূষিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ অপ্রমত্ত অন্তক আপনি হঠাৎ গ্রাস করেন ॥২২॥ যেদেহ পূর্ব্বে রাজা বলিয়া গর্ব্বিত হইয়া সুবর্ণমণ্ডিত রথে বা গজে ভ্রমণ করিত, সেই দেহ এখন আপনার দুরত্যয় কাল মূর্ত্তি হইতে বিষ্ঠা কৃমি বা ভস্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৩॥ হে ঈশ, যে পুরুষ দিগ্‌দিগন্তের রাজাদিগকে জয় করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়া সমতুল্য রাজগণের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, তিনিও ক্রীড়া মৃগের ন্যায় এক কামিনীর গৃহ হইতে আর এক কামিনীর গৃহে নীত হন। মিথুন ধর্ম্মই সকল গৃহের সুখ। হে ভগবন্ আমি এক্ষণে ইহা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু জন্মান্তরে রাজ চক্রবর্ত্তী হইতে পারি, এই বিচার করিয়া মানব ভোগে নিবৃত্ত হয় ও সেই ভোগেরই অপেক্ষায় সাতিশয় নিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করে। এইরূপে তাহার লালসা কেবলই বাড়িতে থাকে। অতএব সে সুখলাভ করিতে পারে না ॥২৪-২৫॥ হে অচ্যুত, সংসার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আপনারই অনুগ্রহে যাহার যখন কল্যাণ হইবার সময় হয়, তখন সেই পুরুষের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তখন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের ঈশ্বর, সাধুদিগের গতি আপনার শ্রীচরণকমলে ভক্তি জন্মে ॥২৬॥ হে ঈশ! আপনার জন্য বনে যাইতে চাহিয়া বিবেকী রাজ-চক্রবর্ত্তীগণ আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, সেই রাজ্যানুরাগ হইতে যে আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রষ্ট হইয়াছি, বোধ হয়, সে আপনারই দয়ায় ॥২৭॥ হে প্রভো, আপনার শ্রীচরণ সেবাই নিরভিমান পুরুষগণের একমাত্র প্রার্থনা। আমি আপনার নিকট সেই বর যাচ্ঞা করি। হে হরে, আপনি মুক্তি দান করেন। কোনও বিবেকী নর, আপনাকে আরাধনা করিয়া, যাহাতে আত্মার বন্ধন ঘটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিবেন কি?

চিরমিহ বৃজিনার্ত্ত-স্তপ্যমানোঽনুতাপৈ রবিতৃষয়মিপ্রালব্ধ শান্তিঃ কথঞ্চিৎ। শরণদ সমুপেত-স্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্-অভয়-মৃত মশোকং পাহি মাঽপন্নমীশ ॥৩০॥

শ্রীভগবানুবাচ। সার্ব্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জ্জিতা। বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈ-র্বিহতা যতঃ ॥৩১॥ প্রলোভিতো বরৈঃ যত্ত্ব-মপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ। ন ধী-র্ম্যেকা-ভক্তানা-মাশীর্ভি-র্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ৩২॥ যুঞ্জানানা-মভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভি-র্মনঃ। অক্ষীণ বাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥৩৩॥ বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিত-মানসঃ। অস্ত্বেব নিত্যদা তুভ্যং ভক্তি-র্ময্যনপায়িনী ॥৩৪॥ ক্ষাত্র-ধর্ম্মে স্থিতো জন্তুন্ ন্যবধী-র্মৃগয়াদিভিঃ। সমাহিত-স্তৎতপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ॥৩৫॥ জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূত-সুহৃত্তমঃ। ভূত্বা দ্বিজবর-স্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥৩৬॥

---

অতএব হে ঈশ, রজঃ তমঃ ও সত্ত্বগুণের অনুবর্ত্তী যাবতীয় মঙ্গল ত্যাগ করিয়া আমি নিরঞ্জন নির্গুণ অদ্বয় শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ মাত্র পুরুষ, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইলাম ॥২৮-২৯॥ হে পরমাত্মন্ আমি দীর্ঘকাল এই সংসারে নিজকৃত কর্ম্মের ফল দ্বারা পীড়িত আছি। দীর্ঘকাল নানা বাসনা দ্বারা তাপ পাইতেছি। তথাপি আমার ছয় রিপুর তৃষ্ণা দূর হয় নাই। সজল নেত্রে কোনও মতে শান্তি না পাইয়া, আপনার সত্য ভয়শূন্য ও শোকহীন শ্রীচরণকমলে আশ্রয় লইতেছি। হে ঈশ, আপদ্ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমাকে রক্ষা করুন ॥৩০॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে সার্ব্বভৌম মহারাজ, তোমার বুদ্ধি নির্ম্মলা ও মহতী। কেন না, তোমাকে বর দিবার এত প্রলোভন দেখাইলাম, তথাপি তোমার বুদ্ধি তাহাতে মোহিত হইল না ॥৩১॥ তোমাকে যে বর দেখাইয়া লোভ দেখাইলাম, তাহা তোমাকে প্রমাদে ফেলিবার জন্য নহে। যাঁহারা একান্ত ভক্ত, ভোগ সুখাদি পাইলেও, তাঁহাদের বুদ্ধি কখনও সে সকলে আসক্ত হয় না। কিন্তু রাজন্, যাহারা ভক্ত নহে, দেখা যায় যে তাহাদের মন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা আমাতে অভিনিবিষ্ট হইয়াও কখনও কখনও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৩২-৩৩॥ তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট রাখিয়া যথেচ্ছ পৃথিবী পর্য্যটন কর। আমার প্রতি সর্ব্বদা তোমার এইরূপ নিশ্চলা ভক্তি থাকুক ॥৩৪॥ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তুমি মৃগয়াদি দ্বারা নানা জন্তু বধ করিয়াছ। অতএব আমার আশ্রয়ে থাকিয়া সমাহিত-মনে তপস্যার দ্বারা পাপ নাশ কর ॥৩৫॥ রাজন্, পরজন্মে তুমি সর্ব্বভূতের সুহৃত্তম, দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥৩৬॥

ইতি একোনবিংশাহ্নিকে প্রবুদ্ধ-গীতম্ নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

## বিংশ আহ্নিক।

### পরমতত্ত্বনিরূপণম্ নাম—প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্। কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥১॥ তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়-গ্রামো যুক্ত-চিত্ত ইদং জগৎ। আত্মনীক্ষস্ব বিতত-মাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥২॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্। আত্মানুভব-তুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈ-র্বিহন্যসে ॥৩॥ দোষ-বুদ্ধ্যো-ভয়াতীতো নিষেধান্ ন নিবর্ত্ততে। গুণ-বুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥৪॥ সর্ব্ব-ভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিশ্চয়ঃ। পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বম্ বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥৫॥ প্রায়েণ মনুজা লোকে লোক-তত্ত্ব-বিচক্ষণাঃ। সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মান-মাত্মনৈবা-শুভাশয়াৎ ॥৬॥ আত্মনো গুরু-রাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎ প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাং শ্রেয়োঽসা-বনুবিন্দতে ॥৭॥ যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তি-দ্বার-মপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎসক্ত-স্তমারূঢচ্যুতং বিদুঃ ॥৮॥ নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্। ময়াঽনুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥৯॥ আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ। অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা

---

[ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন। ] গুণ-দোষ-বুদ্ধি বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তির ভেদবুদ্ধির বশে যে কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মরূপ নানার্থযুক্ত ভ্রম, তাহাই গুণ ও দোষের ভাগী ॥১॥ হে উদ্ধব! আমি সর্ব্ব-জীবের ঈশ্বর, এই জগৎ আমাতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া আমাতে মন রাখ ও আমাতে আত্মদর্শন কর ॥২॥ হে উদ্ধব, তুমি যদি বেদের কথাগুলির প্রকৃত অর্থে নিষ্ঠা রাখিয়া আত্মস্থ হও ও আত্মানুভবে সন্তুষ্ট থাক, তাহা হইলে দেবাদিকৃত বিঘ্ন তোমাকে কিছু করিতে পারিবে না ॥৩॥ বালকের যেমন সংকল্প বিকল্প নাই, সে যেমন গুণ-বুদ্ধিতে কিছু করে না ও দোষবুদ্ধিতে কোন কিছু হইতে নিবৃত্ত হয় না, গুণদোষের অতীত ব্যক্তিকেও সেইরূপ জানিবে ॥৪॥ জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্ সর্ব্বজ্ঞ, জীবের সুহৃৎ শান্ত ব্যক্তি আমাকে বিশ্বাত্মকরূপে দর্শন করিয়া কদাচ বিপন্ন হয় না ॥৫॥ হে উদ্ধব, সংসারে লোক-তত্ত্বজ্ঞ মানবগণ প্রায়শঃ আত্মজ্ঞান দ্বারা সত্বর নিজকে বিষয় বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে ॥৬॥ জীবসমূহের আত্মাই পরম গুরু। যেহেতু জীব সেই আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞানলাভ করিয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে ॥৭॥ যে জন্মে মুক্তির দ্বার খুলিয়া যায়, সেই নরজন্ম পাইয়া যে মনুষ্য পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত থাকে, সে বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করিয়া তথা হইতে পতিত বলিয়া জ্ঞানীগণ জানেন ॥৮॥ নরদেহ সকল বাঞ্ছিত ফলের মূল কারণ। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া এই দেহ দিয়াছেন বলিয়া সুলভ। পরন্তু আশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নরদেহ একবার মাত্র মিলে, অতএব সুদুর্লভ। এই নরদেহই ভবসাগর পারের নৌকা। ইহা সফল করিতে সমর্থ। গুরু ইহার কর্ণধার। আমার ( ভগবানের ) কৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত, তথাপি যে মনুষ্য ভবসাগর পার হয় না, সে আত্মঘাতী ॥৯॥ অপ্রমত্ত থাকিয়া

জগৎ ॥১০॥ যোষিদ্ধিরণ্যা-ভরণাম্বরাদি-দ্রব্যেষু মায়া-রচিতেষু মূঢ়ঃ। প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগ-বুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্ নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥১১॥ অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সার-মাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥১২॥ সামিষং কুররং জঘ্নু-র্বলিনো যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥১৩॥ দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥১৪॥ বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বান্ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥১৫॥ শোক-মোহৌ সুখং দুঃখং দেহোৎপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতি-র্ন তু বাস্তবী ॥১৬॥ বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষ-বন্ধ-করী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥১৭॥ একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। বন্ধোঽস্যা-বিদ্যয়া-নাদি-বিদ্যয়া-চ তথেতরঃ ॥১৮॥

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মিণো-স্তাত স্থিতয়ো-রেকধর্ম্মিণি ॥১৯॥ সুপর্ণা বেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়েতৌ কৃত-নীড়ৌ চ বৃক্ষে। এক-স্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥২০॥ আত্মান-মন্যং চ স বেদ বিদ্বা-নপিপ্পলাদো

---

এই জগৎ কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত অবলোকন করিবে ও সমস্ত বস্তু হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। তখন আত্মাই আত্মার রক্ষক হইবে ॥১০॥ মায়া বিরচিত রমণী সুবর্ণ আভরণ ও বসনাদি দ্রব্য সমূহে মূঢ় মানব উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিহীন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১১॥ ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গিয়া সার গ্রহণ করে, সেইরূপ নিপুণ ব্যক্তি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবে ॥১২॥ দুর্বল কুরর পাখীকে সুখে মাংসপিণ্ড লইতে দেখিয়া মাংসের লোভে বলবান্ পক্ষী তাহাকে মারিয়া কাড়িয়া লয়। কিন্তু দুর্বল পক্ষীটা সেই মাংসপিণ্ড ফেলিয়া দিলে তাহাকে আর বধ করে না ॥১৩॥ নিশ্চেষ্ট বালক ও ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ রহিত ঈশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞানী, এই দুইজনেই পরমানন্দে আপ্লুত থাকেন। ইঁহারা চিন্তাকুল হন না ॥১৪॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—বদ্ধ ও মুক্ত ভাব, আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ সংজ্ঞা মাত্র; বস্তুতঃ নহে। উহা মায়া বশে হইয়া থাকে। আমার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই ॥১৫॥ মায়া হইতেই শোক মোহ সুখ দুঃখ ও শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংসারও স্বপ্নবৎ, গুণের কার্য্যও মিথ্যা ॥১৬॥ হে উদ্ধব, দেহীদিগের বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিই আমার তনু জানিবে। অনাদিবন্ধন মোক্ষকারী বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার মায়ায় নির্ম্মিত ॥১৭॥ হে মহামতি উদ্ধব! আমি অনাদি। জীব আমার অংশ মাত্র। ঐ অংশ স্বরূপ জীবের অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন ও বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ হয় ॥১৮॥

হে তাত! অতঃপর পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে অবস্থিত বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয়ের প্রভেদ তোমার নিকট বলিতেছি ॥১৯॥ জীব ও আত্মা দুইটি যেন পক্ষী। উভয়ই এক প্রকার সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট, ও পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন। স্বভাবের বশে ইহারা একই বৃক্ষে বাসা তৈয়ারী করিয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে একটি কর্ম্মফল পিপ্পল ভক্ষণ করে, অপরটি কোন কিছু ভোগ না করিয়াই বলবান্ রহিয়াছে ॥২০॥ এই পক্ষিদ্বয়রূপ জীব ও আত্মার মধ্যে যিনি বিদ্যাযুক্ত তিনি আত্মা ও জীবকে জানেন ও কর্ম্মফল ভোগ করেন না। কর্ম্মফল ভোক্তা অপরটি সে প্রকার নহে, সে তাহা জানে না। এমন যিনি বিদ্যাযুক্ত তিনি

ন তু পিপ্পলাদঃ। যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্য-মুক্তঃ ॥২১॥ দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ। অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥২২॥ ইন্দ্রিয়ৈ-রিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ। গৃহ্যমানেষ্বহং কুর্য্যান্ ন বিদ্বান্ য-স্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥২৩॥ দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণ-ভাব্যেন কর্ম্মণা। বর্ত্তমানোঽবুধ-স্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥২৪॥ ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা। বদতো গুণ-দোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্ মুনিঃ ॥২৫॥ ন কুর্য্যান্ ন বদেৎ কিঞ্চিন্ ন ধ্যায়েৎ সাধ্ব-সাধু বা। আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্ জড়বন্ মুনিঃ ॥২৬॥ শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রম-স্তস্য শ্রম-ফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥২৭॥ যস্যাং ন মে পাবন-মঙ্গ কর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভব-প্রাণ-নিরোধমস্য। লীলাবতারে-প্সিত-জন্ম বা স্যাদ্ বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ ন ধীরঃ ॥২৮॥ শ্রদ্ধালু-র্মে কথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোক-পাবনীঃ। গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥২৯॥ মদর্থে ধর্ম্মকর্ম্মার্থা-নাচরেন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলা ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥৩০॥

সৎসঙ্গ-লব্ধয়া ভক্ত্যা যো মাং য উপাসিতা। স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভি-রঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥৩১॥ ধ ান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ। জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাঽথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ॥৩২॥ ভজন্ত্যনন্য-ভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ। মল্লিঙ্গ-

---

নিত্যমুক্ত। যে অবিদ্যা-যুক্ত সে নিত্যবদ্ধ ॥২১॥ যেমন স্বপ্ন হইতে উত্থিত জ্ঞানী ব্যক্তি দেহস্থ হইয়াও আপনাকে দেহস্থ মনে করেন না। আর মূঢ় মানব যেমন স্বপ্নে মনোরথবশে অদেহস্থ হইয়াও আপনাকে দেহস্থ মনে করে। মুক্ত ও বদ্ধের ভাব সেইরূপ বুঝিতে হইবে ॥২২॥ যিনি বিকারহীন বিদ্বান্, তিনি ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া গুণগ্রাহ্য দেহাদিতে, দেহই আমি এইরূপ অহঙ্কার করেন না ॥২৩॥ অমানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মদ্বারা এই দৈবাধীন থাকিয়াও ( অর্থাৎ—পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও ) আমি কর্ত্তা—এইরূপ বোধ করে ও সেই দেহে নিবদ্ধ হয় ২৪॥ গুণ-দোষ-বর্জ্জিত সমদর্শী মুনি, কেহ উপকার করুক বা না করুক, কিম্বা প্রশংসা বা নিন্দা করুক, উপকারীর বা প্রশংসাকারীর স্তব করেন না। কিম্বা অপকারীর বা নিন্দাকারীর নিন্দাও করেন না ॥২৫॥ আত্মানন্দে আপ্লুত মুনি, ভাল মন্দ কিছুই করেন না, বলেন না, বা চিন্তাও করেন না। এইরূপ ব্রতে অবস্থিত থাকিয়া জড়বৎ তিনি বিচরণ করেন ॥২৬॥ যিনি বেদে অনুরক্ত, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানে অনুরাগ করেন না, বন্ধ্যা ধেনুর পালকের ন্যায় তাঁহার শ্রম পণ্ডই হইয়া থাকে ॥২৭॥ হে উদ্ধব, যে বাক্যে এই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিষয়ক মদীয় পবিত্র কার্য্য প্রকাশ নাই, ধীর ব্যক্তি সেই নিষ্ফল বাক্য হৃদয়ে ধারণ করেন না ॥২৮॥ হে উদ্ধব, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া লোকপবিত্রকারী অত্যন্ত মঙ্গলকারী আমার কথা শ্রবণ, নিরন্তর মদীয় জন্ম ও কর্ম্ম কীর্ত্তন অনুস্মরণ ও অভিনিবেশ সহকারে ধারণ করিলে ও আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও অর্থের আচরণ করিলে, সনাতন স্বরূপ আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লোকে লাভ করিতে পারে ॥২৯-৩০॥

যিনি সৎসঙ্গ-জনিত মদ্‌ভক্তি দ্বারা আমাকে ধ্যান করেন, তিনি সাধুজন দর্শিত মদীয় পদ অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন ॥৩১॥ সর্ব্বপ্রকারে বেদধর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া যিনি কেবল মাত্র আমাকেই ভজনা করেন,

মদ্ভক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম্। পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্ব-গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥৩৩॥ মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যান-মুদ্ধব।° সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্ম-নিবেদনম্ ॥৩৪॥ মজ্জন্ম-কর্ম্ম-কথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্। গীত-তাণ্ডব-বাদিত্র-গোষ্ঠীভি-র্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥৩৫॥ যাত্রা বলি-বিধানং চ সর্ব্ব-বার্ষিক-পর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রত-ধারণম্ ॥৩৬॥ মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দির-কর্ম্মণি ॥৩৭॥ সম্মার্জ্জনোপ-লেপাভ্যাং সেক-মণ্ডল-বর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥৩৮॥ অমানিত্ব-মদম্ভিত্বং কৃতস্যা-পরিকীর্ত্তনম্। অপি দীপ-বিলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্ নিবে-দিতম্ ॥৩৯॥ যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতি-প্রিয়-মাত্মনঃ তৎ তন্ নিবেদয়েন্ মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৪০॥ প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥৪১॥ যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষ-মোতং পটো যথা তন্তু-বিতান-সংস্থঃ। য এষ সংসার-তরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥৪২॥ দ্বে অস্য বীজে শতমূল-স্ত্রিনালঃ পঞ্চ-স্কন্ধঃ পঞ্চরস-প্রসূতিঃ। দশৈক-শাখো দ্বি-সুপর্ণ-নীড়-স্ত্রিবল্কলো

---

তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট হওয়ার পরও, আমি কিরূপ ও আমার স্বরূপ কি প্রকার, ইহা জানয়া বা না জানিয়া যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা উত্তম ভক্ত, আমি মনে করি ॥৩২॥ আমার প্রতিমা পূজা ও আমার ভক্তগণের পূজা ও স্পর্শ, আমার সেবা, স্তুতি, প্রণাম ও গুণ কর্ম্মের কীর্ত্তন, আমার লীলা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার ধ্যান, সর্ব্ববিধ লব্ধ বস্তু আমাকে অর্পণ, দাস্য ভাবে আমাকে আত্মনিবেদন, আমার জন্ম কর্ম্মাদি লীলা বর্ণন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিন আদরে পালন, পরিবার পরিবেষ্টিত গীত নৃত্য ও বাদ্য সহকারে আমার মন্দিরে উৎসব, সকল পর্ব্বদিনে পুষ্পোপহার প্রদান, দোলযাত্রাদি নির্ব্বাহ, বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ, আমার ব্রতধারণ, আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা, আমার উদ্দেশে উদ্যান উপবন, ক্রীড়াভূমি, পুর ও মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণে সামর্থ্য থাকিলে স্বয়ং অথবা তদভাবে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া উদ্যমসহ অমায়িকভাবে সম্মার্জ্জন, উপলেপন, প্রোক্ষণ ও সর্ব্বতো-ভদ্রাদি মণ্ডল নির্ম্মাণ দ্বারা দাসবৎ মদীয় গৃহসেবা, অভিমান ও দম্ভ পরিত্যাগ, স্বীয় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অপ্রকাশ—এই সকল আমার ভক্তজনের কর্ত্তব্য। হে উদ্ধব! আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপালোক কেবল নিজেই গ্রহণ করিবে না, উহা আমার ভক্তজনকেও প্রদান করিবে ॥৩৩-৩৯॥ লোক রুচিতে যাহা অনুত্তম অভীষ্ট, আর যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলে অক্ষয় ফল দেয় ॥৪০॥ হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ-জাত ভক্তি ব্যতীত সম্যক্ সংসার তরণের অন্য উপায় নাই। কেন না, আমি একমাত্র সাধুদিগেরই আশ্রয় ॥৪১॥ উপাদান কারণ ভূত দীর্ঘ বক্র তন্তুরাজিতে বস্ত্র যেমন ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব যাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত, সেই অনাদি ঈশ্বর কর্ম্মাত্মক সংসার তরুরূপে ভুক্তি ও মুক্তি রূপ ফুল ফল প্রসব করিয়া থাকেন ॥৪২॥ সেই অনাদি প্রবৃত্তি-স্বভাব বৃক্ষের পাপ ও পুণ্য দুইটি বীজ, অপরিমিত বাসনা তাহার মূল, সত্ত্বাদি গুণ তিনটি কাণ্ড, ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, পাঁচটি স্কন্দ, শব্দাদি বিষয় পাঁচটি রস, তিনি সমস্ত প্রপঞ্চের প্রসবকর্ত্তা, একাদশ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা। তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পক্ষিদ্বয় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন কফ বাত পিত্তাদি তাহার তিনটি বন্ধন। সুখ দুঃখরূপ

দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ।৪৩ অদন্তি চৈকং ফল-মস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা এক-মরণ্য-বাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপ-মিজ্যৈ-র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥৪৪॥ এবং গুরূপাসনয়ৈক-ভক্ত্যা বিদ্যা-কুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। বিবৃশ্চ্য জীবাশয়-মপ্রমত্তঃ সংপদ্য চাত্মান-মথত্যজাস্ত্রম্॥৪৫॥ এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ। সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাঽবেশ্যতে যথা॥৪৬॥ যথা সংকল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্। ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা সংসমুপাশ্নুতে॥৪৭॥ যো বৈ মদ্ভাব-মাপন্ন ঈশিতু-র্বশিতুঃ পুমান্। কুতশ্চিন্ ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম॥৪৮॥ মদ্‌ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ। তস্য ত্রৈকালিকা বুদ্ধি-র্জন্ম-মৃত্যুপবৃংহিত॥৪৯॥ মদ্‌বিভূতী-রভিধ্যায়ঞ্ছ্রীবৎসাস্ত্র-বিভূষিতাঃ। ধ্বজাতপত্র-ব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ॥৫০। বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ। আত্মান-মাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥৫১॥ যো বৈ বাঙ্‌মনসী সম্য-গসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ। তস্য ব্রতং তপো জ্ঞানং স্রবত্যা-মঘটাম্বুবৎ॥৫২॥ তস্মান্ মনো বচঃ প্রাণান্ নিয়চ্ছেন্ মৎপরায়ণঃ। মদ্ভক্তি-যুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥৫৩॥ তপ-স্তীর্থং জপো দানং পবিত্রা-নীতরাণি চ। নাঽলং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞান-কলয়া কৃতা॥৫৪॥ তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মান-মুদ্ধব। জ্ঞান-বিজ্ঞান

---

তাহার দুইটি ফল, তিনি সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন॥৪৩॥ এই বৃক্ষের দুইটি ফল সুখ ও দুঃখ। গ্রামবাসী কামনা পরায়ণগণ দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। পরমপূজ্য গুরুজনের নিকট বায়ুরূপ মায়াময় সংসারের এই তত্ত্ব যিনি বিদিত হন, তিনি বেদতত্ত্বার্থে অভিজ্ঞ॥৪৪॥ হে ধীর স্থির উদ্ধব! তুমি অপ্রমত্ত হইয়া একান্ত ভক্তিতে গুরুর উপাসনা-লব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানকুঠার দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও। পরে সাধনোপম কর্ম্মাদ ত্যাগ করিও॥৪৫॥

মনকে সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাক্ষাৎ আমাতে যথাবৎ নিবেশিত করিবে—ঈদৃশ যোগ মদীয় শিষ্য সনকাদি উপদিষ্ট। আমাতে একান্ত অনুরক্ত পুরুষ, বুদ্ধি দ্বারা যে যে বিষয় কামনা করেন, সত্যস্বরূপ আত্মাতে মন নিযুক্ত করায় তিনি তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৪৭॥ যিনি নিয়ন্তা ও স্বাধীন, আমার ভাবপ্রাপ্ত হন, তিনি কিছু হইতেই বাধা প্রাপ্ত হন না। আমার আজ্ঞা যেমন অমোঘ, তাঁহার আজ্ঞাও তেমন অমোঘ হইয়া থাকে॥৪৮॥ আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্, শুদ্ধচিত্ত, মদীয় ধারণায় অভিজ্ঞ, সেই যোগীর ত্রিকাল বস্তু বিষয়া বুদ্ধির উদয় হয়, সেই বুদ্ধি জন্ম বা মৃত্যুতে বাধা নহে॥৪৯॥ ধ্বজা, ছত্র ও ব্যজনসহ শ্রীবৎস মণি চক্রাদি অস্ত্র ও অঙ্গদ বলয়াদি বিভূষণমা মদীয় অবতার সমূহের অনুধ্যানে যোগী অজেয় হইয়া থাকে॥৫০॥ হে উদ্ধব! বাক্য মন প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও আত্ম দ্বারা আত্মার সংযম কর। এইরূপ করিলে সংসার পথে পুনরায় বিচরণ করিতে হইবে না॥৫১॥ যে যোগী জ্ঞান দ্বারা বাক্য ও মনের সংযম না করে, তাহার ব্রত তপস্যা ও দান, জল-সংযোগে কাঁচা মাটীর ঘটের ন্যায় গলিয়া যায়, জল ধরিয়া রাখিতে পারে না, চুঁইয়া পড়ে॥৫২॥ অতএব আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তব্যক্তি, আমার প্রতি নিযুক্ত মতি দ্বারা, বাক্য মন ও প্রাণের সংযম করিবে। হে উদ্ধব! ইহাতেই সে কৃতকৃত্য হইবে॥৫৩॥ কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান দ্বারা যে সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, তপস্যা তীর্থ জপ, দান ও অন্যান্য পবিত্র কার্য্য

সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তি-ভাবিতঃ ॥৫৫॥ কর্ম্মণাং পরিণামিত্বা-দাবিরিঞ্চিতা-দমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্ নশ্বরং পশ্যে - দদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥৫৬॥

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ। পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্‌ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥৫৭॥ শ্রদ্ধাঽমৃত-কথায়াং মে শশ্বন্ মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥৫৮॥ আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈ-রভিবন্দনম্। মদ্‌ভক্ত-পূজাঽভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৫৯॥ মদর্থে-ষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্। ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনম্ ॥৬০॥ মদর্থেঽর্থ-পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থে যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥৬১॥ এবং ধর্ম্মৈ-র্মনুষ্যাণা-মুদ্ধবাত্ম-নিবেদিনাম্। ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥৬২॥ ধর্ম্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানং চৈকাত্ম্য-দর্শনম্। গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যং চাণিমাদয়ঃ ৬৩॥ অহিংসা সত্য-মস্তেয়-মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যং চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাঽভয়ম্ ॥৬৪॥ শৌচং জপ-স্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাঽঽতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টি-রাচার্য্য-সেবনম্ ॥৬৫॥ এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়ো-র্দ্বাদশ স্মৃতাঃ। পুংসা-মুপাসিতা-স্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥৬৬॥ শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে-র্দম ইন্দ্রিয়-সংযমঃ। তিতিক্ষা দুঃখ-সংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো

---

দ্বারা তাহা হয় না। অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞানের সহিত স্বীয় আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন হও, ও সেই জ্ঞানকে ভক্তি-ভাবিত করিয়া আমাকে ভজনা কর ॥৫৪-৫৫॥ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের পরিণাম আছে। তাহা অদৃষ্ট হইলেও, প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় নশ্বর—অতএব অমঙ্গলময় বলিয়া জ্ঞানীজন দেখেন ॥৫৬॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে নিষ্পাপ উদ্ধব! পূর্ব্বেই তোমাকে ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছি। উহাতে তুমি প্রীতিলাভ করিয়াছ। পুনরায় ভক্তির প্রধান কারণ কহিতেছি ॥৫৭॥ আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার কীর্ত্তন, পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তুতি, সেবা, আদর, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। আমাকে পূজা অপেক্ষা ভক্তকে পূজা, সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব জ্ঞান, আমার কার্য্যে অঙ্গচালনা, বাক্যদ্বারা মদীয় গুণান্বেষণ, আমাতে মন অর্পণ, সর্ব্ব কামনা বর্জ্জন, আমার সেবার জন্য ভোগ সুখের বাসনা পরিত্যাগ, জলাশয়াদি খনন, দান হোম জপ প্রভৃতি, আমার উদ্দেশ্যে কৃত ব্রত ও তপস্যায়, আমাতে আত্মনিবেদনকারী মানবগণের এই সকল কর্ম্মদ্বারা আমাতে সম্যক্ প্রকারে ভক্তি জন্মে। এই প্রকার ভক্তের কর্ত্তব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥৫৮-৬২॥ আমার ভক্তি-জনক কর্ম্ম প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কথিত ও সর্ব্ব পদার্থের সহিত আত্মার অভিন্ন দর্শন, জ্ঞান, গুণে অনাসক্তি বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বলিয়া অভিহিত ॥৬৩॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরদ্রব্য চুরি না করা) লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, অভয়, শৌচ, জপ তপ হোম, শ্রদ্ধা, অতিথিসেবা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থগমন পরার্থে চেষ্টা, তুষ্টি আচার্য্য-সেবা—নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ভেদে এই দ্বাদশটি যম ও নিয়ম, অর্থাৎ ইহার দ্বাদশটি যম ও দ্বাদশটি নিয়ম। হে উদ্ধব! এই সকল যথাযথ উপাসিত হইলে, এইগুলি মানবগণের সর্ব্বকামনা প্রদান করে ॥৬৪-৬৬॥ আমাতে বুদ্ধি বৃত্তির একনিষ্ঠতা, শম, ইন্দ্রিয় জয়, দম, দুঃখসহন তিতিক্ষা, জিহ্বার ও উপস্থের সংযম, ধৃতি (প্রাণিগণের প্রতি দ্রোহ ত্যাগ, দান—কাহারও মতে কাম্য কর্ম্মত্যাগই পরম ত্যাগ) স্বভাব বিজয়,

ধৃতিঃ ॥৬৭॥ দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগ-স্তপঃ স্মৃতম্। স্বভাব-বিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যং চ সমদর্শনম্ ॥৬৮॥ ঋতং চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা। কর্ম্মস্বসংগমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥৬৯॥ ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ। দক্ষিণা জ্ঞান-সন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥৭০॥

ভগো মে ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তি-রুত্তমঃ। বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রী-রকর্ম্মসু ॥৭১॥ শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ। দুঃখং কাম-সুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ ॥৭২॥ মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ। উৎপথ-শ্চিত্ত বিক্ষেপঃ স্বর্গ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥৭৩॥ নরক-স্তম উন্নাহো বন্ধু-র্গুরু-রহং সখে। গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥৭৪॥ দরিদ্রো য-স্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। গুণেষ্বসক্ত-ধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥৭৫॥ কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ। গুণ-দোষ দৃশি-র্দোষো গুণ-স্তু ভয়-বর্জ্জিতঃ ॥৭৬॥ স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানা-মনেন নিয়মঃ কৃতঃ। গুণ-দোষ-বিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥৭৭॥ ক্বচিদ্ গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণ-দোষার্থ-নিয়ম-স্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥৭৮॥ সমান-কর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্। ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥৭৯॥ পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। স

---

শৌর্য্য, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সত্য ( পক্ষান্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, প্রিয় হিতকর মধুর বাণীই সত্য ) কর্ম্মে অনাসক্তি শৌচে ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ধর্ম্ম মানবদিগের অভীষ্ট ধন, পরমেশ্বর। আমিই যম, জ্ঞান, উপদেশ, দক্ষিণা প্রাণায়াম, পরম বল ॥৬৭-৭০॥

আমার ঈশ্বর ভাবের তপস্যা, মদীয় ভক্তি, উত্তমলাভ আমাতে ও সর্ব্বজীবে অভেদ প্রতীতির নাম বিদ্যা, অকর্ম্মের নাম নিন্দা, লজ্জা, অনপেক্ষিত-গুণশ্রীঃ, সুখ দুঃখের ত্যাগ সুখ, কাম সুখের আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, দেহে অহংবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মূর্খ আমাকে প্রাপ্তির উপায় পন্থা, চিত্ত বিক্ষেপ বিপরীত পথ, স্বত্ত্ব গুণের উদয় স্বর্গ, তমোগুণের উদ্রেক নরক। হে সখে উদ্ধব! আমিই বন্ধু ও গুরু। মানবদেহ গৃহ, গুণাঢ্যই আঢ্য। যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট সে দরিদ্র। তথা যে জন অজিতেন্দ্রিয় সে কৃপণ। গুণসমূহে অনাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি প্রভু এবং গুণে আসক্ত ব্যক্তি, অপ্রভু। সুখ দুঃখের আধিক বর্ণন আর কি করিব? গুণদোষের যে দৃষ্টি, তাহাই দোষ, আর গুণদোষ-বর্জ্জিত যে দৃষ্টি তাহাই গুণ ॥৭১-৭৬॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—স্ব স্ব অধিকার বিষয়ে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ তাহার বিপরীত, অর্থাৎ নিষ্ঠা বিত্যাগই দোষ। ইহা গুণ ও দোষের নির্ণয় ॥৭৭॥ শাস্ত্র বলেন, কোনও স্থলে গুণে দোষ হয়, আবার দোষও গুণ হইয়া থাকে। অতএব গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই এই উভয়ের পার্থক্য নিশ্চয় করিতে সমর্থ ॥৭৮॥ একই কর্ম্ম ( সুরাপানাদি ) যাহাতে অপতিতের পাতক হয়; পতিতের তাহাতে পাতক আর কি হইবে? যতির পক্ষে যে আসক্তি দোষাবহ, গৃহস্থের তাহা স্বাভাবিক গুণ। দেখ, যে ভূমিতে শুইয়া আছে, সে আর কোথায় পড়িয়া যাইবে? ॥৭৯॥ যে ব্যক্তি পরের স্বভাবের ও কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা

আশু ভ্রশ্যতি স্বার্থা-দসত্যভি-নিবেশতঃ ॥৮০॥ তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ। মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্-নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥৮১॥ কিং ভদ্রং কি-মভদ্রং বা দ্বৈতস্যা-বস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥৮২॥ ছায়া-প্রত্যাহ্বয়া ভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা-মৃত্যুতো ভয়ম্ ॥৮৩॥

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥৮৪॥ নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতি-রাত্মনি। ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥৮৫॥ এতদ্ বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নৈপুণম্। ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ ॥৮৬॥ শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ। অহংকারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম-মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥৮৭॥ অমূল-মেতদ্ বহুরূপ-রূপিতং মনো-বচঃ প্রাণ-শরীর-কর্ম্ম জ্ঞানা-সিনো-পাসনয়া শিতেন চ্ছিত্ত্বা মুনি-র্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥৮৮॥ জ্ঞানং বিবেকো নিগম-স্তপশ্চ প্রত্যক্ষ-মৈতিহ্য-মথানুমানম্। আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥৮৯॥ যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য। তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈ-রহমস্য তদ্বৎ ॥৯০॥ বিজ্ঞান-মেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণ-কার্য্যকর্ত্তৃ। সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্ ॥৯১॥ ন যৎ পুরস্তাদুত

---

করে, সে অ-বস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ স্বীয় জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে শীঘ্র ভ্রষ্ট হয় ॥৮০॥ রাজস অহঙ্কারের কার্য্যে, ইন্দ্রিয়গণ অভিভূত হইলে, দেহস্থ জীব যেমন মায়াকে আশ্রয় করে, মন লীন হইলে চৈতন্যশূন্য হইয়া সুষুপ্তি দশা প্রাপ্ত হয় ॥৮১॥ অবস্তু স্বরূপ দ্বৈত জ্ঞানের কতটুকুই বা সত্য আর কতটুকুই বা মিথ্যা? তৎসম্বন্ধে যাহা বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হয় ও মন যাহা চিন্তা করে, তাহা একেবারেই মিথ্যা ॥৮২॥ ছায়া প্রতিধ্বনি ও শুক্তিতে রজত জ্ঞান এই সকল অপ্রত্যয় বস্তু হইলেও যেমন বস্তু-জ্ঞান করায়, সেইরূপ দেহাদি পদার্থ সকলও মরণ পর্য্যন্ত মৃত্যু হইতে ভয় দিয়া থাকে ॥৮৩॥

প্রভু বিশ্বাত্মা ঈশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, স্বয়ং সৃষ্ট হন, পালন করেন, পালিত হন, সংহার করেন, সংহৃত হন, কিন্তু আত্মাতে এই যে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ নির্ম্মূল প্রতীত হয়, ইহা গুণময় ও মায়াকৃত জানিবে ॥৮৪-৮৫॥ আমার কথিত এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-নৈপুণ্য-যুক্ত নিষ্ঠা, যিনি ইহা জানেন, তিনি কাহারও নিন্দা বা স্তুতি করেন না। কেবল সূর্য্যবৎ সমভাবে বিচরণ করেন ॥৮৬॥ শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদি, জন্ম ও মৃত্যু, এই সকল অহঙ্কারের ধর্ম্ম, আত্মার নহে ॥৮৭॥ এই সংসার অমূলক হইলেও অহঙ্কারবশে মন বাক্য প্রাণ ও শরীরের চেষ্টা দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হয়। উপাসনা-লব্ধ জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা সেই অহংকার ছেদন পূর্ব্বক অতৃষ্ণ মৌনী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥৮৮॥ আত্মা-নাত্ম বিবেকের নাম জ্ঞান—বেদ্ তপস্যা, প্রত্যক্ষ উপদেশ অনুমান হইতে সেই জ্ঞান হয়। জ্ঞানলাভের ফলে বুঝিতে পারা যায়, জগতের আদি ও অন্তে যে কেবল কাল ও কারণ বিদ্যমান, মধ্যেও সেই কাল ও কারণই বিদ্যমান ॥৮৯॥ কুণ্ডলাদিরূপে অলঙ্কারে পরিণত ও নানা নামে ব্যবহৃত সুবর্ণ যেমন, ভাঙ্গিয়া গেলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সোনা, পরেও সোনা ও মধ্যাবস্থাতেও সোনা, সেইরূপ আমিও এই বিশ্ব সম্বন্ধে, আদিতেও আমি অন্তেও আমি ও মধ্যেও আমি ॥৯০॥ হে উদ্ধব! অধ্যাত্মাদি অবস্থা-ত্রয় সম্পন্ন মন গুণ-ত্রয় ও কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, যে শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য ॥৯১॥

যন্ন পশ্চান্ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্। ভূতং প্রসিদ্ধং চ পরেণ যদ্‌যৎ তদেব তৎস্যাদিতি মে মনীষা ॥৯২॥ অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজ-সসর্গ এষঃ। ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতো বিভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্ম-বিকার-চিত্রম্।৯৩ যথা হি ভানো-রুদয়ো নৃ-চক্ষুষাং তমো নিহন্ত্যান্ ন তু সদ্‌বিধত্তে। এবং সমীক্ষা-নিপুণা সতী মে হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥৯৪॥

( উদ্ধব উবাচ ) সুদুষ্করামিমাং মন্যে যোগচর্য্যা-মনাত্মনঃ। যথাঽঞ্জসা পুমান্ সিদ্ধ্যেৎ তন্ মে ব্রূহ্যঞ্জসাঽচ্যুত ॥৯৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্। যান্ শ্রদ্ধয়া চরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ৯৬॥ কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিত-মনশ্চিত্তো-মদ্ধর্ম্মাত্ম-মনোরতিঃ ॥৯৭॥ দেশান্ পুণ্যান্ সংশ্রয়েত মদ্‌ভক্তৈঃ সাধুভিঃশ্রিতান্। দেবাসুর-মনুষ্যেষু মদ্‌ভক্তাচরিতানি চ ॥৯৮॥ পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রা-মহোৎসবান্। কারয়েদ্ গীত-নৃত্যাদ্যৈ-র্মহারাজ-বিভূতিভিঃ ॥৯৯॥ মামেব সর্ব্ব-ভূতেষু বহিঃরন্ত-রপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খম-মলাশয়ঃ ॥১০০॥ ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্‌ভাবেন মহামতে। সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবল-মাশ্রিতঃ ॥১০১॥ নরেষ্ব-ভীক্ষ্নং মদ্‌ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ। স্পর্দ্ধাসূয়া-তিরস্কারাঃ সাহংকারা বিয়ন্তি হি

---

যে কার্য্য প্রকাশ্য, পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার মধ্যেও পৃথক্ নাই, কেবল কথামাত্রে অবস্থিত। কারণ, যাহা অন্য দ্বারা জাত ও প্রকাশিত, তাহা অসত্যই হইবে, ইহা আমার বিবেচনা ॥৯২॥ যাহা অবিদ্যমান হইয়াও প্রকাশিতের ন্যায় প্রতিভাত, তাহা রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। ব্রহ্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ, অতএব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। অতএব ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, মন ও পঞ্চ মহাভূত, এই সকলের দ্বারা বৈচিত্র্যময় ॥৯৩॥ সূর্য্যের উদয়ে যেমন মানবগণের অন্ধকার নাশ করে, পরন্তু চক্ষু প্রদান করে না, সেইরূপ আমার সর্ব্বসাধিণী কৃপাদৃষ্টি, পুরুষের বুদ্ধি বিষয়ক অন্ধকার মাত্র নাশ করে॥৯৪॥ (ক্রমশঃ)

( উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন )—যাহার মন বশে নাই, তাহার পক্ষে যোগাচরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অতএব হে অচ্যুত! মানব যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥৯৫॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অনুকম্পা-পাত্র উদ্ধব! যে সকল ভক্তি লক্ষণ ধর্ম্ম, শ্রদ্ধার সহিত আচরণ করিয়া মানব দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে আমার সেই সুখাবহ ধর্ম্ম সকল তোমাকে উপদেশ করিতেছি ৯৬॥ আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, আমার ধর্ম্মে আত্মা ও মনের রতি হইবে। এইরূপে আমাকে স্মরণ করিয়া নিরুদ্বেগ হৃদয়ে আমার ধর্ম্ম সকল আচরণ করিবে ॥৯৭॥ আমার ভক্ত সাধুগণ যে দেশে বাস করেন, সেই পবিত্র দেশে বাস করিবে, তথা দেব ও অসুরগণের মধ্যে যাঁহারা আমার পরম ভক্ত, তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করিবে ॥৯৮॥ সামর্থ্য সত্ত্বে পৃথক্ ভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিপুল বিভব দ্বারা আমার উদ্দেশে পর্ব্বে গীত নৃত্যাদি সহকারে যাত্রা ও মহোৎসব সম্পন্ন করিবে ॥৯৯॥ নির্ম্মলমনা মানব সর্ব্বব্যাপক আকাশের মত পরমাত্মা আমাকেই স্বীয় আত্মার ও সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃতরূপে অবলোকন করিবে ॥১০০॥ কেবল জ্ঞানময়ী দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি সকল প্রাণীতে আমার ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের প্রতি সৎকার করেন ( তিনিই পণ্ডিত )।১০১॥ যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবে মদীয় ঈশ্বর ভাবে

॥১০২॥ বিসৃজ্য স্ময়মা*নান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমা-বাশ্ব-চাণ্ডাল-গোখরম্ ॥১০৩ যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে। তাবদেব-মুপাসীত বাঙ্মনঃ কায়-বৃত্তিভিঃ ॥১০৪॥ সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽত্ম-মনীষয়া। পরিপশ্যন্-নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥১০৫॥ অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম। মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনো-বাক্-কায়বৃত্তিভিঃ ॥১০৬॥ যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যন্তে নিষ্ফলায় চেৎ। তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদে-রিব সত্তম ॥১০৭॥ এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-র্মনীষা চ মনীষিণাম্ যৎ সত্য-মনৃতেনেহ মর্ত্ত্যে-নাপ্নোতি মাঽমৃতম্ ॥১০৮॥

## ইতি বিংশ আহ্নিকঃ পরম-তত্ত্ব কথনম্ নাম

---

নিত্য চিন্তা করেন. তাঁহার অহঙ্কার, তাহার সহ স্পর্দ্ধা, অসূয়া, আক্রোশ, নিঃসংশয় আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥১০২॥ স্বজন হইতে উপহাস, উচ্চ নীচ দৃষ্টি ও তজ্জন্য লজ্জা উপেক্ষা করিয়া কুকুর চণ্ডাল গো গাধা পর্য্যন্ত প্রাণীদিগকে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥১০৩॥ যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ব প্রাণীতে আমার ভাব না জন্মে, তাবৎকাল এইরূপ বাক্য মন ও কায়কৃত উপাসনা করিবে ॥১০৪॥ এই প্রকার ব্যবহার করিলে, তাহার সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন সর্ব্বত্র জ্ঞানদৃষ্টি রূপ বিদ্যার প্রভাবে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব দর্শন করিতে করিতে মুক্ত-সন্দেহ হইয়া তিনি সমুদয় বস্তু হইতে বিরক্ত (উপরত) হন ॥১০৫॥ কায়মনোবাক্যে এই যে সর্ব্বভূতে মদীয় ভাব, ইহাতেই আমি অন্যান্য সকল উপায় হইতে সমীচীন বলিয়া মনে করি ॥১০৬॥ হে সত্তম! ভয় ও শোকহেতু পলায়ন ও ক্রন্দন, তজ্জন্য শ্রম যেমন নিরর্থক, সেইরূপ অপর যে যে লৌকিক কর্ম্ম আছে, তাহা যদি আমাতে অর্পিত হয়, তবে তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥১০৭॥ ইহাই বুদ্ধিমান্ জনগণের বুদ্ধির পরিচয় ও মনীষিগণের মনীষার পরিচয় যে, মিথ্যা মর্ত্ত্যদেহ দ্বারা ইহ সংসারে সত্যাত্মক মুক্তিদাতা আমাকে লাভ করিতে পারে। ১০৮॥

## বিংশ আহ্নিক সমাপ্ত।

## একবিংশ আহ্নিকঃ—তত্ত্ব-রহস্যম্।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। ত্যজেদ-জ্ঞান-নির্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥১॥ অভেদ-দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিবষয়ং মনঃ। স্নানং মনোমল-ত্যাগঃ শৌচ-মিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ ॥২॥ অহং মমেতি বিণ্মূত্র-লেপ-গন্ধাদি-মোচনম্। শুদ্ধ-শৌচমিতি প্রোক্তং মৃজ্জলাভ্যাং তু লৌকিকম্ ॥৩॥ চিত্তশুদ্ধি-করং শৌচং বাসনা-ত্রয় নাশনম্। জ্ঞান-বৈরাগ্য-মৃত্তোয়ৈঃ ক্ষালনা-চ্ছৌচ-মুচ্যতে ॥৪॥ অদ্বৈত-ভাবনা-ভৈক্ষ-মভক্ষ্যং দ্বৈত-ভাবনম্। গুরু-শাস্ত্রোক্ত ভাবেন ভিক্ষো-ভৈক্ষং বিধীয়তে ॥৫॥ অহঙ্কার-সুতং বিত্ত ভ্রাতরং মোহ-মন্দিরম্। আশা-পত্নীং ত্যজেদ্ যাবৎ তাবন্ মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥৬॥ মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ। সূতক-দ্বয়-সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যা-মুপাস্মহে ॥৭॥ হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি। নাস্ত-মেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যা-মুপাস্মহে ॥৮॥ এক-মেবা-দ্বিতীয়ং যদ্ গুরো-র্বাক্যেন নিশ্চিতম্। এতদেবান্ত-মিত্যুক্তং ন মঠো ন বনান্তরম্ ॥৯॥

---

নরদেহকে দেবালয় বলা হয়। দেহমধ্যস্থ যিনি তিনি শিব ভিন্ন আর কেহ নহেন। নির্মাল্য যেমন দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করা হয়, সেইরূপ অজ্ঞানাকে ত্যাগ করিয়া সোঽহং জ্ঞান রূপ নির্মাল্য দ্বারা সেই শিবকে পূজা করিতে হয় ॥১॥ সর্ব্বজীবে অভেদ দর্শনই জ্ঞান। বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লওয়াই ধ্যান। মনের মালিন্য ত্যাগই (প্রকৃত) স্নান। ইন্দ্রিয় সংযমই প্রকৃত শুচি ॥২॥ আমাদের মনে অহং ও মম এই দুইটীর লেপ, বিষ্ঠা মূত্রের লেপের মত হইয়া আছে। সেই লেপ ও দুর্গন্ধ দূর করা শুদ্ধ শৌচ মাটি ও জল দ্বারা শৌচ, তাহা লৌকিক শৌচ মাত্র ॥৩॥ যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয় ও ত্রিবিধ বাসনা দূর হয়, তাহাই শৌচ। জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ মাটি ও জল দিয়া যে ক্ষালন (ধোওয়া) তাহাকে শৌচ বলে ॥৪॥ গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ভিক্ষু ভিক্ষা করিবে। জীবে ও ভগবানে ভেদ নাই (অদ্বৈত) এই ভাবনাকেই প্রকৃত ভিক্ষা বলে। দ্বৈতভাবনা অভক্ষ্য ॥৫॥ যিনি অহঙ্কার-রূপী পুত্রকে, বিত্তরূপ ভ্রাতাকে, মোহরূপী গৃহকে আশারূপ পত্নীকে ত্যাগ করেন, তিনি মুক্ত হন, ইহা নিঃসন্দেহ ॥৬॥ আমার মোহময়ী মাতার মৃত্যু হইয়াছে (অর্থাৎ মোহ দূর হইয়াছে) ও জ্ঞানরূপ পুত্র জন্মিয়াছে। (দুইটী অশৌচ—একটী জন্ম অশৌচ, অপরটী মৃতাশৌচ। আমার দুইটি অশৌচই হইয়াছে। আমি সন্ধ্যা-বন্দনাদি কি করিয়া করিব ? ॥৭॥ আমার হৃদয় আকাশে চিৎরূপ আদিত্য জল্ জল্ করিতেছে। সেই সূর্য্যের উদয়ও নাই অস্তও নাই। সন্ধ্যা করি কখন ? ॥৮॥ একমাত্র ভগবান্ই সৎ আর দ্বিতীয় কিছু নাই, এই জ্ঞান, গুরু বাক্যে যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে তাঁহার মঠে বনমধ্যে একান্ত বাসের ফল হইয়াছে ॥৯॥

অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্ট-চেতসাম্। ন মুক্তি-র্জন্ম-জন্মান্তে তস্মাদ্ বিশ্বাস-মাপ্নুয়াৎ ॥১০॥ কর্ম্মত্যাগান্ ন সংন্যাসো ন প্রেষোচ্চারণেন তু। সন্ধৌ জীবাত্মানো-রৈক্যং সংন্যাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১১॥ যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু। তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥১২॥ বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্ ধীমান্ সরক্তস্তু গৃহে বসেৎ। সরাগো নরকং যাতি প্রব্রজন্ হি দ্বিজাধমঃ ॥১৩॥ পরমাত্মনি যো রক্তো বিরক্তোঽপরমাত্মনি সর্ব্বৈষণা-বিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তু-মর্হতি ॥১৪॥ পূজিতো বন্দিতশ্চৈব সুপ্রসন্নো যথা ভবেৎ। তথা চেৎ তাড্যমানস্ত তদা ভবতি ভৈক্ষ্যভুক্ ॥১৫॥

সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্য-মুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥১৬॥ প্রতিষ্ঠা সূকরী-বিষ্ঠা-সমা গীতা মহর্ষিভিঃ। তস্মাদেনাং পরিত্যজ্য কীটবৎ পর্য্যটেৎ যতিঃ ॥১৭॥ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো মুনিঃ। ন তস্য ভূতেভ্যো ভয়-মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥১৮॥ নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্। অতিবাদাং-স্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন নাশ্রয়েৎ ॥১৯॥ ন শিষ্যা-নমুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেৎ বহূন্। ন ব্যাখ্যা-মুপযুঞ্জীত নারম্ভা-নারভেৎ ক্বচিৎ ॥২০॥ ন কুর্য্যান্ ন বদেৎ কিঞ্চিন্ ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা। আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্ মুনিঃ ॥২১॥ বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়-

---

মনের সন্দেহ হইতে মুক্ত হওয়াকে মুক্তি বলে। সংশয় থাকিতে জন্ম জন্মান্তরেও মুক্তি নাই। অতএব বিশ্বাস করিতে শিখা উচিত ॥১০॥ শুধু কর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাস হয় না। প্রেমমন্ত্র ( সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পঠনীয় ) উচ্চারণে সন্ন্যাস হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানই সন্ন্যাস ॥১১॥ যখন সকল বস্তুর প্রতি মনের বৈরাগ্য হইবে, তখনই ( বিষয় ) ত্যাগ করিতে হয়, নতুবা পতন হয় ॥১২॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বৈরাগ্য হইলে সন্ন্যাস লওয়া উচিত। যদি বিষয়াসক্তি থাকিতেও সন্ন্যাস লয়, সেই ব্রাহ্মণাধম নরকে যায় ॥১৩॥ যিনি পরমাত্মাতে অনুরক্ত ও পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে বিরক্ত ( বিরাগ আছে ), যাঁহার সকল আকাঙ্‌খা চলিয়া গিয়াছে, তিনি প্রকৃত ভিক্ষাজীবি হইবার যোগ্য ॥১৪॥ পূজা বন্দনা ও তাড়না যাঁহার নিকট সবই সমান, যিনি সকল অবস্থাতেই প্রসন্ন, তিনি প্রকৃত ভিক্ষাজীবী হইবার যোগ্য ॥১৫॥ ব্রাহ্মণ, সম্মানকে বিষের মত ত্যাগ করিবেন, ও অপমানকে অমৃতের মত আকাঙ্খা করিবেন ॥১৬॥ মহর্ষিগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা তুল্য মনে করিতে বলিয়াছেন। অতএব এই প্রতিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া যদি কীটবৎ অর্থাৎ অতীব দীনহীন হইয়া কাল কাটাইবেন ॥১৭॥ যে মুনি সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দেন তাঁহার কখনও প্রাণী হইতে কোনও প্রকার ভয় বা উদ্বেগ আসিতে পারে না ॥১৮॥ পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না, এমন শাস্ত্রের অনুশীলন করিবে না। কোনও জীবিকার উপর নির্ভর করিবে না। বৃথা তর্ক ত্যাগ করিবে। কখনও ( বিনা বিচারে ) কোনও পক্ষ অবলম্বন করিতে নাই ॥১৯॥ শিষ্য সংগ্রহে, বহু গ্রন্থ অধ্যয়নে বা শাস্ত্র ব্যাখ্যায় জন্য ব্যস্ত হইতে নাই ও নূতন কিছু আরম্ভ করিতে নাই ॥২০॥ সাধু হউক বা অসাধু হউক ( পরমার্থ লাভ ভিন্ন ) কোনও কাজ করিবে না, এমন কোন বিষয় বলিবে না, বা মনে করিবে না। আপন মনেই আনন্দ করিয়া মুনি জড়বৎ থাকিবেন ॥২১॥ জ্ঞানী পুরুষ বালকবৎ ক্রীড়া করিবেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি জড়ের

বচ্চরেৎ। বদে-দুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগম-শ্চরেৎ ॥২২॥ নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ॥ জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক-আচরেৎ ॥২৩॥ জ্ঞানদণ্ডো ধৃতে যেন একদণ্ডী স উচ্যতে। কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞান-বর্জ্জিতঃ। স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহা-রৌরব-সংজ্ঞিতান্ ॥২৪॥ বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ। যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥২৫॥ যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিহীনং সর্ব্ব-সাক্ষিণম্। পারমার্থিক-বিজ্ঞানং সুখাত্মানং স্বয়ংপ্রভম্। পরতত্ত্বং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥২৬॥ বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ। নাত্মনো বোধ-রূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা। ইতি যো বেদ-বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥২৭॥

অজিহ্বঃ ষণ্ডকো পঙ্গু-রন্ধো বধির এব চ। মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্‌ভি-রেতৈ-র্ন সংশয়ঃ ॥২৮॥ ইদমিষ্ট-মিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি। হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ॥২৯॥ অদ্য-জাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শ-বার্ষিকীম্। শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ ॥৩০॥ ভিক্ষার্থ-মটনং যস্য বিণ্মূত্র-করণায় চ। যোজনান্ ন পরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ ॥৩১॥ তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষু র্ন দূরগম্। চতুর্যুগাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে ॥৩২॥ হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং তু যৎ।

---

ন্যায় আচরণ করিবেন। বিদ্বান্ জন উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিবেন, ও বেদজ্ঞ হইয়া গো-সেবায় রত থাকিবেন ॥২২॥ তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও কিছু বলিবে না। জিজ্ঞাসা অন্যায় করিয়া করিলেও বলিবে না। মেধাবী পুরুষ সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন ॥২৩॥ জ্ঞানরূপ দণ্ড যাঁর আছে, তিনি একদণ্ডী। যাঁহার হস্তে কাষ্ঠদণ্ড, তিনি সর্ব্বাশী ও জ্ঞান-বর্জ্জিত ॥২৪॥ দণ্ড তিন প্রকার—বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্মদণ্ড। এই তিনটী দণ্ড যাঁহার সংযত আছে, তিনি ত্রিদণ্ডী মহাযতি ॥২৫॥ সর্ব্ব বাস্তব স্রষ্টা, স্বয়ং প্রভু ও ইন্দ্রিয়াদিহীন পরমার্থ তত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন তিনি অতি বর্ণাশ্রমী ॥২৬॥ নর দেহে বর্ণাশ্রমাদি, মায়া বশেই করা হইয়াছে। আমার জ্ঞানময় আত্মার সে সকল জ্ঞান নাই। এই বেদান্ত যিনি জানেন, তিনি অতি বর্ণাশ্রমী ॥২৭॥ ভিক্ষু যদি অজিহ্ব (কথা কহিবেন না) ষণ্ডকঃ (ইন্দ্রিয় চর্চ্চাকরিবেন না) পঙ্গু (পথে চলিবেন না) অন্ধ (চারিদিকে তাকাইবেন না) বধির (কোনও কথায় কান দিবেন না), এই সকল ভাব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিঃসংশয় মুক্ত হইবেন ॥২৮॥ ভোজনকালে, ইহা ভাল, ইহা মন্দ বলিয়া আসক্তি ও অনাসক্তি যাঁহার নাই, ও যিনি হিত, সত্য ও স্বল্প কথা বলেন, তাঁহাকে অজিহ্ব বলে ॥২৯॥ যে নারী আজই জন্মিল, তথ ষোড়শ বর্ষীয়া ও শতবর্ষ বয়স্কা, এই তিনকে যিনি একই ভাবে দেখেন ও যাঁহার মনে বিকার আসে না, তিনি ষণ্ডক ॥৩০॥ যিনি কেবল ভিক্ষার জন্য ও মল মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য গমন করেন, তাহাও এক যোজন পথের বেশী নহে (যোজন = ৮ মাইল) তাঁহাকে এই হিসাবে পঙ্গু বলা যায় ॥৩১॥ এক স্থানে বসিয়া বা চলিতে চলিতে যাঁহার চক্ষু ষোড়শ হাত পরিমাণ ভূমির দূরে দেখে না, সেই পরিব্রাজকে অন্ধ বলে ॥৩২॥ হিত ও অহিত, মনে আনন্দ দায়ক বা শোকের কথা শুনিয়াও যিনি শুনেন না, তাঁহাকে বধির

শ্রুত্বাপি ন শৃণোতীব বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৩॥ সান্নিধ্যে বিষয়াণাং যঃ সমর্থো বিকলেন্দ্রিয়ঃ। সুপ্তবৎ বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষু-র্মুগ্ধ উচ্যতে ॥৩৪॥ বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্ মে ন সমাধি-স্ততো মম। বিক্ষেপো বা সমাধি-র্বা মনসঃ স্যাদ্ বিকারিণঃ ॥৩৫॥ দ্বিবিধ-শ্চিত্ত নাশোঽস্তি সরূপোঽরূপ এব চ। জীবন্মুক্তো সরূপঃ স্যাদরূপো দেহ-মুক্তিগঃ ॥৩৬ বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য পরাবধিঃ। অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ।৩৭ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যথা তথা। ভ্রান্তা এবাখিলা-স্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্ ॥৩৮॥ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-মন্ত্রেণ তৃষ্ণা-বিষ-বিষূচিকা। ক্ষীয়তে ভাবিতেনান্তঃ শরদা মিহিকা যথা ॥৩৯॥ গ্রন্থ-মভ্যস্য মেধাবীজ্ঞান-বিজ্ঞান-তত্ত্বতঃ। পলাল-মিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থ-মশেষতঃ ॥৪০॥ শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ। পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবৎ তান্যথোৎসৃজেৎ ॥৪১॥ বিজ্ঞেয়াঽক্ষর-তন্মাত্রো জীবিতং বাপি চঞ্চলম্। বিহায় শাস্ত্র-জালানি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্ ॥৪২॥ গবা-মনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেক-বর্ণতা। ক্ষীরবৎ পশ্যতি জ্ঞানী লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা ॥৪৩॥ আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ। স্বভাবাদেব ন বৈ ভীতে-র্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৪৪। দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্কস্য পচনং যথা। জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ দেহস্য ন চ শ্রাদ্ধং ন চ ক্রিয়া ॥৪৫॥ উৎপন্নে তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি। তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে ॥৪৬॥ জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ ন নশ্যতি।

---

বলে ॥৩৩॥ বিষয়ের সান্নিধ্যে থাকিয়াও যে জন শক্তি থা'কতেও নিদ্রিতবৎ, ও অবশ ইন্দ্রিয়বৎ যিনি নিত্য থাকেন, সেইরূপ ভিক্ষুকে মুগ্ধ বলা যায় ॥৩৪॥ আমার ( ভিক্ষুর ) চিত্ত বিক্ষেপ হয় না বা সমাধি হয় না। বিক্ষেপ বা সমাধি, বিকার-গ্রস্ত মনে হইয়া থাকে।৩৫॥ চিত্তনাশ দুই প্রকার—সরূপ ও অরূপ। জীবন্মুক্ত হইলে সরূপ চিত্তনাশ বলে ও দেহান্তে চিত্তনাশকে অরূপ চিত্তনাশ বলে ॥৩৬॥ মনে বাসনার উদয় না হওয়া বৈরাগ্যের চরম সীমা। মনে অহং ভাবের উদয় না হওয়া, জ্ঞানের চরম অবস্থা ॥৩৭। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব যাহারা জানে না, তাহারা ভ্রান্ত। তাহাদের সুখই বা কোথায় ও মুক্তিই বা কোথায়? ॥৩৮॥ অধ্যাত্ম শাস্ত্রমন্ত্র মনে মনে অভ্যাসে বাসনার উগ্র বিষ, শরৎকালের কুয়াসার মত ক্ষয় হইয়া যায় ৩৯। যে ধান্য চাহে সে যেমন ধান্য গাছ হইতে ধান্য লইয়া গাছ ফেলিয়া দেয় সেইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও অভ্যাস করিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য গ্রন্থগুলি ত্যাগ করিবে ॥৪০॥

মেধাবী পুরুষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে উল্কার ( খোসার ) ন্যায় শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ত্যাগ করিবেন ॥৪১॥ অক্ষর তন্মাত্র জানিতে হইবে, আবার জীবন চঞ্চল। কাজেই দুরূহ শাস্ত্র-জ্ঞান ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহারই উপাসনা কর ৪২॥ ধেনু নানা বর্ণের হইলেও, তাহাদের দুধ কিন্তু শুক্লবর্ণই হয়। সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ, নানা পুরুষের মধ্যে একই পরমাত্মা দেখেন ॥৪৩॥ সর্ব্বজীবকে নিজের মত জ্ঞান ও পরের দ্রব্যগুলি ঢিলের মত ( ঢিলকে লইতে যেমন কাহারও লোভ হয় না ), দর্শন স্বভাববশতঃ করেন, ভয়ে নহে ॥৪৪॥ যাহা দগ্ধ হইয়াছে, তাহা যেমন আর দাহ করা যায় না, যাহা পাক করা হইয়াছে, তাহাকে যেমন আর পাক করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে যাঁহার পাপ দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার শ্রাদ্ধও নাই কোনও ক্রিয়াও নাই ॥৪৫॥ তত্ত্ববিজ্ঞান জন্মিলেও প্রারব্ধ ভোগ হইতে মুক্ত নই। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর প্রারব্ধ থাকে না ॥৪৬॥ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইবার পূর্ব্বে

অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্য-মুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥৪৭॥ ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তো বাণঃ পশ্চাৎ তু গোমতৌ। ন তিষ্ঠতি ভিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥৪৮॥ সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ। যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎ সূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥৪৯॥ সূচনাৎ সূত্র-মিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্। তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদ-পারগঃ ॥৫০॥ অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা। স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্ নেতরে কেশধারিণঃ ॥৫১॥ শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ম্। ব্রাহ্মণ্যং সফলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥৫২॥

চৈতন্যং বিনা কিঞ্চিন্ নাস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্। সর্ব্বকর্ম্ম-নিরাকরণ-মাবাহনম্। নিশ্চয়-জ্ঞান-মাসনম্। উন্মনী-ভাবঃ পাদ্যম্। সদাঽমনস্ক-মর্ঘ্যম্। সদা দীপ্তি-রপারামৃত-বৃত্তিঃ স্নানম্ ॥৫৩॥ সর্ব্বত্র ভাবনা গন্ধঃ। দৃক্‌স্বরূপাবস্থান-মক্ষতঃ। চিদাপ্তিঃ পুষ্পম্। চিদগ্নি-স্বরূপং ধূপঃ। চিদাদিত্য-স্বরূপং দীপঃ ॥৫৪॥ পরিপূর্ণ-চন্দ্রামৃত-রসস্যৈকী-করণং নৈবেদ্যম্। নিশ্চলত্বং প্রদক্ষিণম্। সোঽহং ভাবঃ নমস্কারঃ। মৌনং স্তুতিঃ। সর্ব্বসন্তোষো বিসর্জ্জনমিতি ॥৫৫॥ ক্রিয়মাণেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণ্যহং করোমীত্যধ্যাত্মনিষ্ঠতয়া কৃতং কর্ম্মৈব কর্ম্ম ॥৫৬॥ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বা-দ্যহংকারতয়া বন্ধরূপং জন্মাদি-কারণং নিত্য-

---

যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানলাভ হওয়ায় নাশ হয় না। উৎসৃষ্ট বাণ ( যে বাণ ধনু হইতে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ) যেমন লক্ষ্য ভেদ না করিয়া ছাড়ে না ॥৪৭॥ বাঘকে মারিব বলিয়া বাণ ত্যাগ করিবার পর যদি জ্ঞান হয় যে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিলাম, সেটা বাঘ নহে, সেটা গরু সে বাণকে যেমন আটকান যায় না ও লক্ষ্য বিদ্ধ করে; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে যে কর্ম্মরূপ বাণ ছোঁড়া হইয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে, নিস্তার নাই ॥৪৮॥ বুধগণের শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া বহিঃসূত্র ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপী সূত্র ধারণ কর্ত্তব্য ॥৪৯॥ সূচনা করে বলিয়া জ্ঞানী যজ্ঞোপবীতকে সূত্র বলেন। সূত্র বলিলে পরমপদ বুঝায়। যিনি সেই সূত্র জানিতে পারিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ॥৫০॥ যাঁহার শিখা জ্ঞানময়ী ও অগ্নি শিখার ন্যায়, অপর বস্তুর ন্যায় নহে; সেই জ্ঞানবান্‌ই শিখী, ইহা জ্ঞানিগণ বলেন। অপরে শিখী নহে। তাহারা কেবল কেশধারী মাত্র ॥৫১॥ যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা ও তন্ময় উপবীত আছে, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সচল। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। ৫২॥

চৈতন্য বিনা জগতে কিছুই নাই—এই ভাবই প্রকৃত জ্ঞান। [ কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে সে দেবতার আবাহন আসন, স্নান, গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি নিবেদন করিতে হয়। মানস পূজায় কি হইবে তাহাই বলিতেছেন। অনুভব জ্ঞানের পূজা হইতেছে। ] সকল প্রকার কর্ম্মত্যাগই আবাহন। নিশ্চয় জ্ঞান, আসন। সংসার হইতে মনকে সরাইয়া আনা-পাদ্যম্। বাসনা রহিত মনই অর্ঘ্য। আর অমৃতত্ব, স্নান ॥৫৩॥ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম আছেন, গন্ধঃ। স্বরূপে অবস্থিত দর্শন, অক্ষত। চিত্ত সংযম, পুষ্প। চিত্তের অগ্নি-স্বরূপ চিন্তা, ধূপ ও চিত্তে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যবৎ পরমাত্মার অবস্থান, দীপ ॥৫৪॥ পরিপূর্ণ চন্দ্র অমৃতরূপ রস-গ্রহণ, নৈবেদ্য। নিশ্চল ভাবে বাসই, প্রদক্ষিণ সোঽহং ভাব ( আমিই ব্রহ্ম ) নমস্কার। মৌন থাকাই স্তুতি। সকল প্রকারে সন্তোষই ( এই দেবতার ) বিসর্জ্জন ॥৫৫॥ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অধ্যাত্ম নিষ্ঠায়, "আমি করি", এই ভাবে নিশ্চয় করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই কর্ম্ম। আমিই কর্ত্তা, আমিই

নৈমিত্তিক-যাগ-ব্রত-তপোদানাদিষু ফলাভি-সন্ধানং যৎতদকর্ম্ম ॥৫৭॥ বিদ্যা দিবা-প্রকাশত্বা-দবিদ্যা রাত্রি-রুচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদো যঃ স দিবাস্বাপ উচ্যতে ॥৫৮॥ আধ্যাত্মিকীং কথা-মুক্ত্বা ভিক্ষাবার্ত্তাং বিনা তথা। অনুগ্রহং পরিপ্রশ্নং বৃথা জল্পোঽন্য উচ্যতে ॥৫৯॥ শুশ্রূষা-লাভ-পূজার্থং যশোঽর্থং বা পরিগ্রহঃ। শিষ্যাণাং ন তু কারুণ্যা-চ্ছিষ্য-সংগ্রহ ঈরিতঃ ॥৬০॥ উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্ ॥৬১॥ কায়-শোষণ-মাত্রেণ কা তত্র হ্যবিবেকিনাম্। বল্মীক-তাড়নাদেব মৃতং কিং নু মহোরগঃ ॥৬২॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিংতু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৬৩॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু-র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। জঙ্গমানি বিমলানি হৃদয়ানি মনীষিণঃ ॥৬৪॥ আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু-র্মহর্ষয়ঃ। ততো নারায়ণঃ সাক্ষা-দ্ধৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥৬৫॥ ধনুস্তারং শরো আত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য-মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং সারবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥৬৬॥ প্রবৃত্তি-র্দ্বিবিধা প্রোক্তা মার্জ্জারী চৈব বানরী। জ্ঞানাভ্যাসবতা-মোতু-র্বানরীভাক্ ত্বমেব চ ॥৬৭॥ বিষং বিষয়-বৈষম্যং ন বিষং বিষ-মুচ্যতে। জন্মান্তরঘ্না বিষয়া এক-জন্মহরং বিষম্ ॥৬৮॥ সংসার-রাত্রি-দুঃস্বপ্নে শূন্যে দেহময়ে ভ্রমে। সর্ব্বমেবা-পবিত্রং

---

ভোক্তা—এইরূপ অহংকার করিলে কর্ম্মে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হয়। জন্মাদি নিত্য নৈমত্তিক বা যাগ, ব্রত, তপ দান আদিতে ফলানুসন্ধান করা, অকর্ম্ম ॥৫৬-৫৭। বিদ্যাকে দিবা বলে। (কেননা ইহা) প্রকাশ করিতে পারে। অবিদ্যাকে রাত্রি বলে। বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদকেই দিবা বলে ॥৫৮॥ অধ্যাত্ম-বিষয়ক কথা ত্যাগ করিয়া ও ভিক্ষা বার্ত্তা বিনা (প্রসাদ গ্রহণ বিনা) অনুগ্রহ ও পুনঃ পুনঃ প্রশ্নকে বৃথা জল্প বলে ॥৫৯॥ শুশ্রূষা পাইবার আশায় অথবা যশোলাভের আশায় গ্রহণ, শিষ্যের কল্যাণের জন্য নহে (এই ভাবে, নিন্দিত ভাবে) শিষ্য সংগ্রহ হইয়া থাকে।৬০॥ উপ শব্দের অর্থ সমীপে। পরমাত্মার সমীপে জীবাত্মার বাসকে উপবাস বলে। শরীর শোষণ, উপবাসের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা জ্ঞানী নহে, তাহাদের শরীর শোষণ করিলে কি হইবে? উই ঢিবির ভিতরে সর্প থাকিলে, সেই উই ঢিবিকে তাড়না করিলে কি ভিতরের সাপ মরিবে? ॥৬১-৬২॥

নরদেহ রথ-স্বরূপ। আত্মা তাহার রথী। বুদ্ধি সারথি ও মন লাগাম। ছয়টী ইন্দ্রিয় সেই রথের ঘোড়া। ইন্দ্রিয়ের গোচর পদার্থগুলিই বিষয়। মণীষিগণের হৃদয়ই পরমাত্মার জঙ্গম আসন। আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন, এই তিনটি যদি যুক্ত হয় মহর্ষিগণ তাহাকে ভোক্তা বলেন। তাহার পর শ্রীনারায়ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন ॥৬৩-৬৫॥ আত্মাই শর ও পরব্রহ্মই ধনুর লক্ষ্য। জীবরূপী শর পরমাত্মারূপ লক্ষ্যে তন্ময় হইয়া যায় (চ্যুত হয় না) ॥৬৬॥ প্রকৃতি দুই প্রকার—বিড়াল প্রকৃতি ও বানর প্রকৃতি। জ্ঞানাভ্যাস করিয়া সদগতিলাভে প্রবৃত্তি বিড়াল প্রকৃতি। বানরী প্রকৃতি গৌণ অথবা পরমুখাপেক্ষী ॥৬৭॥ বিষয় বৈষম্যই বিষ। সামান্য বিষ, বিষ নহে। (কেন না) বিষয় নানা জন্মান্তর বিনাশ করে। কিন্তু বিষ একটী জন্মই নাশ করিতে পারে ॥৬৮॥ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখার মত ভ্রমোৎপন্ন মূর্ত্তিময় দেখি। এই সংসার বিলাস

তদ্‌দৃষ্টং সংসৃতি-বিভ্রমম্ ॥৬৯॥ সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে। তন্মধ্যে পতিতে দেহে সুখ-মাসাদ্যতে কথম্ ॥৭০॥ নাস্তি দেহসমঃ শোচ্যো নীচো গুণ বিবর্জ্জিতঃ। কলেবর-মহঙ্কার-গৃহস্থস্য মহাগৃহম্ ॥৭১ দেহোঽহমিতি সংকল্পো মহাপাপ-মিতি স্ফুটম্। দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধি-স্তৃষ্ণা দোষাময়ঃ কিল ॥৭২॥ ন চর্ম্মণো ন রক্তস্য ন মাংসস্য চাস্থিনঃ। ন জাতি-রাত্মনো জাতি-র্ব্যবহার-প্রকল্পিতা ॥৭৩॥ শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপা-বৃতি রূপকম্। বিক্ষেপ-শক্তি-লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।৭৪॥ অন্তর্দৃগ্-দৃশ্যয়ো-র্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ। আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্ ।৭৫॥

অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যা তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ। আহার-শুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধি-র্ভবতি স্বতঃ। চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্‌জ্ঞানং ক্রট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্ ॥৭৬॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-স্তৌ সংপরীত্যঃ বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে ॥৭৭॥ ধনবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা বিদ্যাবৃদ্ধা-স্তথৈব চ। তে সর্ব্বে জ্ঞানবৃদ্ধস্য কিঙ্করাঃ শিষ্য কিঙ্করাঃ ॥৭৮॥ তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ-পক্ষিণঃ। স জীবতি মনোযস্য মননে-নোপজীবতি ॥৭৯॥ জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতাঃ। যে পুনর্নেহন-জায়ন্তে শেষা জরঠগর্দ্দভাঃ ॥৮০॥ ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ। ধরা-বিবর-

যাহা দেখি, তাহা অপবিত্র (অর্থাৎ ইহাতে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরোধ হয়।) ॥৬৯॥ সংসারই দুঃখের চরম সীমা, ইহা জ্ঞানিগণ বলেন। (অর্থাৎ দুঃখ যত থাকিতে পারে ততই সংসারে আছে)। সেই সংসারে পতিত মানবের সুখ কোথায়? ॥৭০॥ দেহের ন্যায় গুণহীন, নীচ ও শোচনীয় কিছু নাই। অহঙ্কার মহাগৃহই নরদেহ ॥৭১॥ দেহই আমি—এই বুদ্ধি মহাপাপের, ইহা স্পষ্ট জানিবে। এই বুদ্ধিই কামনা বাসনা ও দোষের হেতু ॥৭২॥ চর্ম্মের জাতি নাই। রক্ত মাংস ও হাড়ের জাতি নাই। আত্মার জাতি নাই, ব্যবহার অনুসারে জাতি হইয়া থাকে ॥৭৩॥ মায়ার দুইটী শক্তি। একটী বিক্ষেপ, অপরটী আবরণ বা ঢাকা। বিক্ষেপ শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল বস্তুর সহিত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ॥৭৪॥ স্থূল জগতে, পরমব্রহ্ম ও সৃষ্ট জগতে ভেদ। তথা অন্তর্জগতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুইটী ভেদের কারণ। অপরা শক্তি নামক বৈষ্ণবী মায়াই সকল বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ইহাই সংসারের হেতু ॥৭৫॥ অভক্ষ্য ভক্ষণ না করিলে হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে চিত্ত শুদ্ধি আপনা হইতেই হয়। চিত্ত শুদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান জন্মে। তাহা হইতে কর্ম্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন হয় ॥৭৬॥ শ্রেয় (মঙ্গল) ও প্রেয় (প্রীতিকর) মানুষের কাছে দুইটীই আছে। যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি ভাল করিয়া বিচার করিয়া পৃথক্ করেন। বিবেকী পুরুষ, প্রেয়ের সামনে শ্রেয়কে বরণ করেন। কিন্তু যে মূঢ়, সে যোগক্ষেমের নিমিত্ত প্রেয়কে বরণ করে ॥৭৭॥ ধনে বৃদ্ধ (ধনী) বয়সে বৃদ্ধ ও বিদ্যায় বৃদ্ধ, সকলেই তত্ত্বজ্ঞানী দাসের শিষ্যের দাস বলিয়া গণ্য হয় ॥৭৮॥ বৃক্ষগণ বাঁচিয়া থাকে। মৃগগণ ও পক্ষীগণও বাঁচিয়া থাকে। সংসারী মনুষ্যের সহিত ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু তিনিই প্রকৃত জীবন ধারণ করেন, যাঁহার মন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে মনন দ্বারা জীবিত থাকে॥ ৭৯॥ এই জগতে জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে। তাঁহারা তখনই প্রকৃত জন্মলাভ করেন, যখন তাঁহাদের জীবন সাধু হয়, ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন, তাঁহারা এই সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। অপরের জীবন জরাজীর্ণ গর্দ্দভের জীবনের তুল্য ॥৮০॥ ইচ্ছা ও

মগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ ॥৮১॥ অজ্ঞানোপহৃতা বাল্যে যৌবনে বনিতা-হৃতঃ। শেষে কলত্র-চিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি নরাধমঃ ॥৮২॥ অন্ত-স্তৃষ্ণোপ-তপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ। ভবত্যখিল-জন্তূনাং যদন্ত-স্তদ্ বহিঃ স্থিতম্ ॥৮৩॥ ভারো বিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারো জ্ঞানঞ্চ রাগিণঃ। অশান্তস্য মনো ভারো ভারোঽনাত্মবিদো বপুঃ ॥৮৪॥ অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ।৮৫॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো ন-স্তদবেদ্ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ।৮৬॥ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত-মবিজানতাম্ ।৮৭॥ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ পরোক্ষ-জ্ঞানমেব তৎ। অহং ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ।৮৮। সন্ত্যজ্য হৃদ্‌গুহেশানং দেব-মন্যং প্রযান্তি যে। তে রত্ন-মভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্ত-হস্তস্থ কৌস্তুভাঃ ॥৮৯॥

ইতি একবিংশ আহ্নিকঃ।

---

দ্বেষ হইতে উৎপন্ন সুখ দুঃখজাত মোহের দ্বারা সংসারী জনগণ, পৃথিবীর গর্ত্তে মগ্ন পোকার মত হয় ॥৮১॥ বাল্যকালে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, যৌবনে স্ত্রীর বশ, শেষ বয়সে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণ চিন্তায় সদাই আকুল হয়। সে নরাধম ভগবৎ প্রাপ্তির আর কি চেষ্টা করিবে ? ॥৮২॥ যাহাদের মন, তৃষ্ণার জ্বালায় তপ্ত, তাহাদের জগৎ অগ্নিময় মনে হয়। অখিল সংসারীগণের, যাহা অন্তরে অবস্থিত তাহাই জগতে ( বহিঃ ) স্থিত বলিয়া বোধ হয়। ( অর্থাৎ যে যেমন মানুষ সে তেমন দেখে ) ॥৮৩॥ অজ্ঞানীর ( অবিবেকীর ) কাছে শাস্ত্র ভার বলিয়া বোধ হয়। বিষয়ে আসক্ত জনগণের জ্ঞানই ভার লাগে। অশান্তজনের মনই ভার লাগে। যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহাদের দেহই ভার ( হয় ) অর্থাৎ বহন করাই সার, কোনও কাজ দেয় না ॥৮৪॥ অনুভব বিনা মূঢ় জন বৃথা আনন্দ করে। ভগবানের কৃপা অনুভব না করিলে জীবনই বৃথা। যেমন জলাশয়ের তীরস্থ বৃক্ষশাখায় যে ফল ঝুলিতেছে, ও জলে তাহার যে প্রতিবিম্ব হইতেছে, সেই প্রতিবিম্বের ফলগুলিতে যেমন ফলের কোনও আস্বাদ পাওয়া যায় না—সেইরূপ ॥৮৫॥ যে বলে—আমি সকল তত্ত্ব জানি, সে কিছুই জানে না। আর যিনি বলেন আমি কিছুই জানি না তিনি সবই জানেন ॥৮৬॥ যে জন জ্ঞানের অভিমান করে, সে অজ্ঞানী। আর যাঁহারা অজ্ঞানের অভিমান করেন তাঁহাদের জ্ঞানী বলিয়া জানিতে হয় ॥৮৭॥ ব্রহ্ম আছেন—এই জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে )। অহং ব্রহ্ম—এই জ্ঞানকে সাক্ষাৎকার বলে ॥৮৮॥ হৃদয়স্থ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য দেবের উপাসনা করে, সে হস্তস্থিত অতি দুর্লভ কৌস্তুভমণি ফেলিয়া দিয়া তুচ্ছ রত্ন পাইতে বাঞ্ছা করে ॥৮৯॥

একবিংশ আহ্নিক সমাপ্ত।

## দ্বাবিংশ আহ্নিকঃ—সংসার-বীজ-নিরূপণম্।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥১॥ মন এব জগৎসর্ব্বং মন এব মহারিপুঃ। মন এব হি সংসারো মন এব জগত্রয়ম্ ॥২॥ মন এব মহদ্‌দুঃখং মন এব জরাদিকম্। মন এব হি কালশ্চ মন এব মলং তথা ॥৩॥ মন এব হি সঙ্কল্পো মন এব হি জীবকঃ। মন এব হি চিত্তং চ মনোঽহঙ্কার এব চ ॥৪॥ মন এব মহদ্ বন্ধং মনোঽন্তঃকরণং চ তৎ। স্পর্শং রূপং রসং গন্ধং কোশাঃ পঞ্চ মনোভবাঃ ॥৫॥ দিক্‌পালা বসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চ মনোময়াঃ। দৃশ্যং জড়ং দ্বন্দ্বজাত-মজ্ঞানং মানসং স্মৃতম্ ॥৬॥ মনঃ সৃজতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতি পাতকৈঃ। মনশ্চেত্তন্মনী-ভূয়ান্ ন পুণ্যং ন চ পাতকম্ ॥৭॥ মনসা ভাব্যমানো হি দেহতাং যাতি দেহকঃ। দেহ-বাসনয়া মুক্তো দেহ-ধর্ম্মৈ-র্ন লিপ্যতে ॥৮॥ মনসা মন আলোক্য বৃত্তি-শূন্যং যদা ভবেৎ। ততঃ পরং পরব্রহ্ম দৃশ্যতে চ সুদুর্লভম্ ॥৯॥ যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনা-বুপশাম্যতি। তথা বৃত্তি-ক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনা-বুপশাম্যতি ১০॥ তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ। মনসা প্রাপ্যতে ত্বাত্মা হ্যাত্মাপত্ত্যা নিবর্ত্ততে ॥১১॥ মন এব সমর্থং হি মনসো দৃঢ়-নিগ্রহে। অরাজকঃ সমর্থঃ স্যাদ্ রাজ্ঞা নিগ্রহ-কর্ম্মণি ॥১২॥ মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা পাশং পরম-বন্ধনম্। ভবাদুত্তারয়া-ত্মানং নাসাবন্যেন তার্য্যতে ॥১৩॥ মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা কুঠারেণেব পাদপম্। পদং পাবন-মাসাদ্য সদ্য এব স্থিরো ভব ॥১৪॥

---

মনুষ্যের মনই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মনই বন্ধন ঘটায় ও বিষয়াসক্তিহীন মনই মোক্ষের কারণ ॥১॥ মনই সর্ব্বজগৎ, মনই মহারিপু, মনই সংসার, মনই ত্রিভুবন ॥২॥ মনই মহদ্ দুঃখ, মনেই জরা আদি, মনই কাল, মনই পাপ ॥৩॥ মনই সঙ্কল্প, মনই জীব, মনই অহঙ্কার ॥৪॥ মনই মহদ্‌বন্ধন, মনই অন্তঃকরণ। স্পর্শ রস রূপ গন্ধ ও কোশ ( পাত্র ) এই পাঁচটী মন হইতেই উদ্ভূত ॥৫॥ দিক্‌পালগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ সকলই মনোময়। যাহা কিছু দেখা যায়, জড় সংশয়রূপ দ্বন্দ্ব, সকলই অজ্ঞান মন হইতে উৎপন্ন ॥৬॥ মনই কর্ম্ম সৃষ্টি করে। মনই পাপে লিপ্ত হয়। কাজেই মন যদি উন্মনীভূত হয়, অর্থাৎ মন যদি দেহ-চিন্তা ও বাসনাদি ত্যাগ করিয়া আমাতে ( শ্রীভগবানে ) সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে পুণ্যও থাকে না, পাপও থাকে না ॥৭॥ মনে ভাবিতে ভাবিতে দেহী দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। বাসনা ত্যাগ করিলে দেহী দেহ-ধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না; অর্থাৎ কর্ম্মফলভাগী হয় না ॥৮॥ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বৃত্তি-শূন্য পরব্রহ্মের সুদুর্লভ দর্শন হয় ॥৯॥ যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ না দিলে সে অগ্নি নিবিয়া যায়, সেইরূপ বৃত্তির নাশ হইলে চিত্ত আপনা হইতে শান্ত হইয়া যায় ॥ ০॥ তপস্যার দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ হয়। সত্ত্বগুণ হইতে মনঃ শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ মনে আত্মাকে জানা যায়। আত্মজ্ঞান হইতে সংসার নিবৃত্তি হয় ॥১১॥ মনকে দৃঢ়ভাবে শাসন, মনই করিতে পারে। যেমন রাজাকে শাসন করিতে রাজাই পারেন, অরাজক পারে না ॥১২॥ মনের দ্বারাই মনের বন্ধন-পাশ ছেদন করিয়া আত্মাকে রক্ষা করা যায়। ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ে আত্মার রক্ষা হয় না ॥১৩ কুড়ুল দিয়া যেমন গাছ কাটে, মন দ্বারাই সেইরূপ মনকে ( মনের বন্ধনগুলি ) ছিন্ন করিয়া পবিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্থির হও ॥১৪॥

চিত্তমেব হি সংসার-স্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ। যচ্চিত্ত-স্তন্ময়ো ভাবঃ গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥১৫॥ চিত্তমূলং হি সংসার-স্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ। হন্ত চিত্ত মহত্ত্বায়াং কৈষা বিশ্বাসতা তব ॥১৬॥ চিত্তং কারণ-মর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্। তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ ॥১৭॥ চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্। প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখ-মব্যয় মশ্নুতে ॥১৮॥ মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ। অশুদ্ধং কাম-সংকল্পং শুদ্ধং কাম-বিবর্জ্জিতম্ ॥১৯॥ যথা সুনিপুণঃ সম্যক্ পরদোষেক্ষণে রতঃ। তথা চেন্ নিপুণঃ স্বেষু কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥২০॥ মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ। পুরুষেণ কৃতো যেন তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥২১॥ জ্ঞানযোগঃ কর্ম্মযোগ ইতি যোগো দ্বিধা মতঃ। কর্ম্ম-কর্ত্তব্য-মিত্যেব বিহিতেষ্বেব কর্ম্মসু। বন্ধনং মনসো নিত্যং কর্ম্মযোগঃ স উচ্যতে ॥২২॥ যত্ত চিত্তস্য সতত-মর্থে শ্রেয়সি বন্ধনম্। জ্ঞানযোগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরঃ শিবঃ ॥২৩॥ যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে। যোগ-জ্ঞানে ন বিদ্যেতে তস্য ভাবো ন সিদ্ধ্যতি ॥২৪॥ যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতি ধ্রুবম্। যোগো হি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষয়ো মোক্ষ-কর্ম্মণি। তস্মাজ্ জ্ঞানং চ যোগঞ্চ মুমুক্ষু-র্দৃঢ়-মভ্যসেৎ ॥২৫॥ জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিদ্ধ্যতি কদাচন। জ্ঞানং তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে ॥২৬॥ নানাবিধৈ-র্বিচারৈস্তু ন বাধ্যং জায়তে মনঃ। তস্মাৎ তস্য জয়োপায়ঃ প্রাণ এব হি নান্যথা ॥২৭॥

---

চিত্তই সংসার। সেই চিত্তকে অতি যত্নে শুদ্ধ করিতে হয়। চিত্তের তন্ময়তা (অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন) ভাব অতি গুহ্য ও সনাতন ॥১৫॥ সংসার চিত্তমূলক অর্থাৎ মনই সংসার সৃষ্টি করে। সেই চিত্তকে বিশেষ যত্ন করিয়া শোধিত করিবে, অর্থাৎ সংসার চিন্তা হইতে সৎপথ-চিন্তায় লইবে। এই চিত্তই মহৎ—হায় হায় তোমার এ বিশ্বাস কি রকম? ॥১৬॥ সকল বস্তুর কারণই চিত্ত। তাহাতেই ত্রিজগৎ বিদ্যমান্। সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে, জগৎ ক্ষীণ হইয়া যায়। চিত্তকে অতি যত্নে শুদ্ধ করিতে হয় ॥১৭॥ চিত্তের প্রসন্নতাই অশুভ কর্ম্মফল নাশ করে আত্মা প্রসন্ন থাকিলে অব্যয় সুখলাভ হয় ॥১৮॥ মন দ্বিবিধ, জ্ঞানিগণ ইহাই বলেন—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কাম সঙ্কল্প-যুক্ত মন, অশুদ্ধ, তথা কামবিবর্জ্জিত মনই শুদ্ধ ॥১৯॥ যেমন সুনিপুণ পুরুষ অপরের দোষ দেখিতে রত, সেইরূপ যদি নিজের দোষ দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কে আর মুক্ত না হয়? ॥২০॥ বিচারের দ্বারা যিনি নিজ মনকে আসনে রাখিতে পারেন, তাঁহার জন্ম সার্থক ॥২১॥ যোগ দ্বিবিধ—জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা আমার কর্ত্তব্য, ইহা করিতেই হইবে, এই কর্ম্মযোগে বন্ধন ঘটে ॥২২॥ পরমার্থে পরম কল্যাণে চিত্তকে বাঁধিয়া ফেলাকে জ্ঞানযোগ বলে। তাহা মঙ্গলময়। তাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥২৩॥ যোগ হইতে জ্ঞান জন্মে। আবার জ্ঞান হইতে যোগের প্রবর্ত্তন হয়। যোগ ও জ্ঞান না থাকিলে, মনের বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় না ॥২৪॥ যোগ বিনা জ্ঞানেও মোক্ষ হয় না। যোগ জ্ঞানহীন হইলে মোক্ষদানে সক্ষম হয় না। অতএব মুমুক্ষু মানব জ্ঞান ও যোগ উভয়ই দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিবেন ॥২৫॥ জ্ঞান বিনা যোগী কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। যোগ হইতেই এক জন্মেই জ্ঞান জন্মে ॥২৬॥ নানাবিধ বিচারের দ্বারা যদি মন বাধ্য না হয়, সেই মনকে জয় করিবার একমাত্র উপায়, প্রাণে লাগান। অন্য উপায় নাই ॥২৭॥

অহিংসা সত্য-মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্। ক্ষমা ধৃতি-র্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥২৮॥ তপঃ সন্তোষ-মাস্তিক্যং দান-মীশ্বর-পূজনম্। সিদ্ধান্ত-শ্রবণং চৈব হ্রী-র্মতিশ্চ জপো ব্রতম্। এতে হি নিয়মাঃ প্রোক্তা দশধৈব মহামতে ॥২৯॥ দেহেন্দ্রিয়েষু বৈরাগ্যং যম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। অনুরক্তিঃ পরে তত্ত্বে সততং নিয়মঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥ সর্ব্ব-বস্তুন্যুদাসীন-ভাব-মাসন-মুত্তমম্। জগৎ সর্ব্বমিদং মিথ্যা-প্রতীতিঃ প্রাণ-সংযমঃ ॥৩১॥ চিত্তস্যান্তর্মুখী-ভাবঃ প্রত্যাহারস্তু সত্তম। চিত্তস্য নিশ্চলী ভাবো ধারণা ধারণং বিদুঃ ॥৩২॥ সোঽহং চিন্মাত্র-মেবেতি চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে। ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধি-রভিধীয়তে ॥৩৩॥ তত্ত্বাববোধ এবাসৌ বাসনা-তৃণ-পাবকঃ। প্রোক্তঃ সমাধি-শব্দেন ন তু তূষ্ণী-মবস্থিতিঃ ॥৩৪॥ সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথাভূতার্থদর্শিনী। ব্রহ্মন্ সমাধি-শব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৫॥ যাবদ্ বিলীনং ন মনো ন তাবদ্ বাসনাক্ষয়ঃ। ন ক্ষীণা বাসনা যাবচ্চিত্তং তাবন্ন শাম্যতি ॥৩৬॥ যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ। যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবৎ তত্ত্ববেদনম্ ॥৩৭॥ যাবন্ন বাসনা নাশ-স্তাবৎ-তত্ত্বাগমঃ কুতঃ। যাবন্ন তত্ত্ব-সংপ্রাপ্তি-র্ন তাবদ্ বাসনা-ক্ষয়ঃ ॥৩৮॥ তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনা-ক্ষয় এব চ। মিথঃ কারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতান্যতঃ ॥৩৯॥ ভোগৈক-বাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যজ ত্বং ভেদ-বাসনাম্। ভাবা-ভাবৌ তত-স্ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পঃ সুখী ভব ॥৪০॥ এষ এব মনোনাশ-স্ত্ববিদ্যা নাশ এব চ। যৎ তৎ সংবেদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থা-পরিবর্জ্জনম্ ॥৪১॥

---

দশটী যম যথা—অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পরিমিত আহার ও শুচিত্ব ॥২৮॥ দশটী নিয়ম যথা—তপঃ সন্তোষ আস্তিকতা, দান, ভগবৎপূজন, দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, সৎমতি, জপ ও ব্রত ॥২৯॥ জ্ঞানিগণ, দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলের বৈরাগ্যকে যম বলেন ও ভগবৎতত্ত্ব কথায় সতত অনুরাগকে নিয়ম বলেন ॥৩০॥ সর্ব্ববস্তুতে উদাসীন ভাবই উত্তম আসন। এই জগৎ সবই মিথ্যা—এই বোধই প্রাণ সংযম ॥৩১॥ সজ্জনের চিত্তের অন্তর্মু'খী ভাবকে প্রত্যাহার বলে। ধ্যানে সম্যক্ বিস্মৃতিকে সমাধি আসে, কেবল চুপ করিয়া থাকাকে সমাধ বলে না ॥৩৪॥ সমাধিতে নিত্যতৃপ্ত হইয়া জীবজগতের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এজন্য পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞালাভকে সমাধি বলেন ॥৩৫॥ যতদিন মন না বিলীন হয়, ততদিন বাসনার ক্ষয় হয় না। যতদিন না চিত্ত শান্ত হয়, ততদিন বাসনা ক্ষয় হয় না ॥৩৬॥ তত্ত্বজ্ঞান যতদিন না হয় তত দিন চিত্ত শান্তি হয় না। চিত্ত শান্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না ॥৩৭॥ আবার, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে বাসনার ক্ষয় হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ, মনের দৌরাত্ম্যনাশ ও বাসনা-ক্ষয়—এই তিনটীতে এমন সম্বন্ধ যে, একটী অপরটী না হইলে হয় না, এই হেতু দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে ॥৩৮-৩৯॥ ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ কর। ভাব ও অভাব দুইটীই ত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত (নির্ব্বিকল্প) হইয়া সুখী হও ৪০॥ অবিদ্যা নাশকেই মনের নাশ বলে। তখন কোনও কিছু জানিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয় ॥৪১॥

ভোগেচ্ছা-মাত্রকো বন্ধ-স্তৎ ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে। মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ। জ্ঞ-মনো নাশতামেতি মনোঽজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা ॥৪২॥ মনাগপি মনো-ব্যোম্নি বাসনা রজনীক্ষয়ে। কালিকা তনুতামেতি চিদাদিত্য-প্রকাশনাৎ ॥৪৩॥ দ্বে পদে বন্ধ-মোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ। মমেতি বধ্যতে জন্তু-নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে ॥৪৪॥ উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্। অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা ॥৪৫॥ বাহ্যচিন্তা ন কর্ত্তব্যা তথৈবান্তর-চিন্তকা। সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য স্বস্থো ভব সদা ঋভো ॥৪৬॥ নিরস্ত-বিষয়া-সঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি। যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥৪৭॥ তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ হৃদি গতং ক্ষয়ম্। এতজ্ জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থ-বিস্তরঃ ॥৪৮॥ নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্য-মচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ। পক্ষপাত-বিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৪৯॥ ন নিরোধো ন চোৎপত্তি-র্ন বন্দ্যো ন চ শাসনম্। ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা ॥৫০॥ কৃপণং তু মনো ব্রহ্মন্ গোষ্পদেঽপি নিমজ্জতি। কার্য্যে গোষ্পদতোয়েঽপি বিশীর্ণো মশকো যথা ॥৫১॥ যাবদ্ যাবন্ মুনিশ্রেষ্ঠ স্বয়ং সন্ত্যজ্যতেঽখিলম্। তাবৎ তাবৎ পরালোকঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥৫২॥ যাবৎ সর্ব্বং ন সন্ত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে। সর্ব্ব-বস্তু পরিত্যাগে শেষ আত্মতি কথ্যতে ॥৫৩॥ আত্মাবলোকনার্থং তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।

---

ভোগের ইচ্ছামাত্রই বন্ধন। তাহার ত্যাগকে মোক্ষ বলে। মনের অভ্যুদয়ে মনের বৃত্তি নাশ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মনের বৃত্তি নাশ হয়। অজ্ঞানী মনের তাহাতে বন্ধন হয় ॥৪২॥ মনের আকাশে মনের দ্বারাই বাসনা-রূপ রজনীর অন্ত হইলে অন্ধকার ক্ষীণ হয়। হৃদয়রূপ আকাশে চিদাদিত্য রূপ সূর্য্যের উদয় হয় ॥৪৩॥ বন্ধন ও মোক্ষের দুইটি পদ। "আমার, আমার" চিন্তা না করা ও "আমার, আমার" চিন্তা করা। কেবল "আমার আমার" করিলে জীব বদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহা ত্যাগ করিলে মুক্ত হয় ॥৪৪॥ তত্ত্ব চিন্তা উত্তম, শাস্ত্র চিন্তা মধ্যম, কেবল মাত্র মন্ত্রচিন্তা অধম। আর তীর্থে তীর্থে (লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া) ঘুরিয়া বেড়ান অধমের অধম ॥৪৫॥ সংসার-চিন্তা করিতে নাই, অন্তর চিন্তাও নহে। সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া হে ঋভু তুমি স্বস্থ হও ॥৪৬॥ বিষয়াসক্তি দূর করিয়া মনকে হৃদয়ের মধ্যে সংযত করিয়া যখন উন্মনী ভাব হয় অর্থাৎ মন যদি চিন্তা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয়; তখন পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥৪৭॥ যতক্ষণ না বাসনার ক্ষয় হয়, ততক্ষণ মনকে সংযত করিতে হয়। এই জ্ঞানলাভই মোক্ষ। ইহার বলিবার আর কিছু থাকে না ॥৪৮॥ ভাল মন্দ সকল চিন্তা ও কুচিন্তা ত্যাগ কর। কোনও দিকে পক্ষপাত না থাকিলে ব্রহ্মলাভ হয় ॥৪৯॥ নিবৃত্তি, উৎপত্তি, বন্ধন শাসন, মুক্তির ইচ্ছা, এমন কি মুক্তি, সবই চলিয়া গেলে পরমার্থ জ্ঞান হয়। ৫০॥ হে ব্রহ্মন্ গোষ্পদের জলে যেমন মশক ডুবিয়া যায়, সেইরূপ যে কেবল দীনভাবে পূর্ণ, সে অল্প বিঘ্নেই অস্থির হইয়া পড়ে ॥৫১॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ, জীব যতই একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিতে থাকে, ততই পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে সেই পরমাত্মাকেই লাভ হয় ॥৫২॥ যতক্ষণ না সর্ব্বত্যাগ করা যায়, ততক্ষণই আত্মাকে পাওয়া যায় না। সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগ করিলে যাহা বাকী থাকে তাহাকে আত্মা বলে ॥৫৩॥ আত্মাকে অবলোকন করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়।

সর্ব্বং সন্ত্যজ্য দূরেণ যচ্ছিষ্টং তন্ময়ো ভবেৎ ॥৫৪॥ দ্বিবিধোঽয়ম-সংসর্গঃ সামান্যঃ শ্রেষ্ঠ এব চ। নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তা চ ন বাধ্যো ন চ বাধকঃ। ইত্যসঞ্জন-মর্থেষু সামান্যা-সঙ্গ-নামকম্ ॥৫৫॥ প্রাক্‌কর্ম্ম-নির্ম্মিতং সর্ব্ব-মীশ্বরাধীন-মেব বা। সুখং বা যদি বা দুঃখং কৈবাত্র তব কর্ত্তৃতা ॥৫৬॥ নাহং কর্ত্তেশ্বরঃ কর্ত্তা কর্ম্ম বা প্রাক্তনং মম। কৃত্বা দূরতরে নূন-মিতি শব্দার্থ-ভাবনম্ যন্মৌন-মাসনং শান্তং তৎ শ্রেষ্ঠা সঙ্গ উচ্যতে ॥৫৭॥ সমাসক্তং যদা চিত্তং জন্তো-র্বিষয়-গোচরম্। যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাৎ তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৫৮॥ ভক্তিগম্যং পরং তত্ত্বমন্তর্লীনেন চেতসা। ভাবনা-মাত্র মেবাত্র কারণং পদ্মসম্ভব ॥৫৯॥ যথা দেহান্তর-প্রাপ্তেঃ কারণং ভাবনা নৃণাম্। বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ। মামনুস্মরত-শ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে ॥৬০॥ সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্ব-সম্পূর্ণ-শক্তিতা। অনন্ত-শক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ ভবেৎ ॥৬১॥ কর্ত্তৃত্বাদ্যহংকার-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যা-শাসিদ্ধ-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। যমাদ্যষ্টাঙ্গ-যোগ-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সংকল্পো বন্ধঃ। আজ্ঞা-ভয়-সংশয়াত্ম-গুণ-সংকল্পো বন্ধঃ। যাগব্রত-তপোদান-বিধি-বিধান-জ্ঞান-সম্ভবো বন্ধঃ। কেবল-মোক্ষাপেক্ষা-সংকল্পো বন্ধঃ। সংকল্প-মাত্র-সম্ভবো বন্ধঃ ॥৬২॥ মোক্ষ ইতি চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচারা-দনিত্য-সংসার-সুখ-দুঃখ-বিষয়-সমস্ত-ক্ষেত্র-মমতা-বন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ ॥৬৩॥ সংকল্প-মাত্র-কলনেন জগৎ সমগ্রং সংকল্প-মাত্র-কলনে হি জগদ্ বিলাসঃ। সংকল্প-

---

সব কিছু দূরে ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে তন্ময় হইতে হয় ॥৫৪॥ এই অনাসক্তি দুই প্রকার, সামান্য ও শ্রেষ্ঠ। আমি কর্ত্তা নহি আমি ভোক্তা নহি, আমি বাধ্য নহি, আমি বাধা দিতে পারি না ॥৫৫॥

কর্ম্ম দ্বারা যাহা যাহা পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, অথবা যাহা ঈশ্বরাধীন, তাহা সুখই হউক বা দুঃখই হউক তাহাতে তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? ॥৫৬॥ আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল ভোগ করি। এইরূপ পদার্থ চিন্তা দূরে ত্যাগ করিয়া যে মৌন আসন তাহাকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গ বলে ॥৫৭॥ বিষয়াদিতে জীবের চিত্ত যেমন দৃঢ়ভাবে আসক্ত হয়, এইরূপ আসক্তি যদি পরব্রহ্মে হয়, তাহা হইলে কে না সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? ॥৫৮॥ চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া ভক্তি দ্বারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। হে পদ্মসম্ভব! চিন্তাতেই (ভাবনা) জন্মের কারণ ॥৫৯॥ ভাবনাই লোকের দেশান্তর প্রাপ্তির কারণ। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মন বিষয়ই লিপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে মন আমাতেই লীন হইয়া যায় ॥৬০॥ আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিলে অনন্ত শক্তিমান্, সম্পূর্ণ শক্তিযুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ হন ॥৬১॥ কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার সংকল্পই বন্ধনের হেতু। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য যোগ সিদ্ধির সংকল্পই বন্ধনের হেতু। যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সংকল্প বন্ধনের হেতু, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর্ম্ম করিবার সংকল্প বন্ধনের হেতু। আজ্ঞা ভয় সংশয় প্রকৃতি সংকল্প বন্ধন আনে। যথা ব্রত তপ দান বিধি বিধানের সংকল্পে বন্ধন হয় ॥৬২॥ নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার করিয়া অনিত্য সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ে মমতার ও আসক্তির ক্ষয়ই মোক্ষ ॥৬৩॥ সংকল্প হইতে জগৎ সৃষ্টি। সংকল্পই মনুষ্যকে জগতে আবদ্ধ রাখে। নির্ব্বিকল্প আমার চরণ চিন্তা করিয়া সুখী হও ॥৬৪॥ দুষ্ট মন আত্মার সর্ব্বস্ব চুরি করিতেছে। মনই আত্মার চোর, অর্থাৎ মনের

মাত্র-মিদমুৎসৃজ নির্ব্বিকল্প-মাশ্রিত্য মামক-পদং হৃদি ভাবয়স্ব ॥৬৪॥ প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রবুদ্ধোঽস্মি দুষ্ট-শ্চোরাঽয়মাত্মনঃ। মনো নাম নিহন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হৃতঃ ॥৬৫॥ অনাত্ম-দৃষ্টে-রবিবেক-নিদ্রামহং মম স্বপ্নগতিং গতোঽহম্। স্বরূপ-সূর্য্যেঽভ্যুদিতে স্ফুটোক্তৈ-র্গুরো-র্মহাবাক্যপদৈঃ প্রবুদ্ধঃ ॥৬৬॥ নিত্যানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্। বিশ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্ব মস্যাদি-লক্ষ্যম্। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষি-ভূতম্। ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥৬৭॥ যোগৈশ্বর্য্যঞ্চ কৈবল্যং জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তদ্ বৈষ্ণবং যোগতত্ত্বং রামচন্দ্রপদং ভজে ॥৬৮॥ শঙ্খ চক্রগদাপাণে দ্বারকা-নিলয়াচ্যুত। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং শরণাগতম্ ৬৯॥

## ইতি দ্বাবিংশ আহ্নিকঃ

---

দাসত্ব করিতে গিয়া আত্মার অধোগতি হয়। মনকে হত্যা করিয়া অর্থাৎ মনের বশে কর্ম্ম না করাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ॥৬৫॥ আত্মদৃষ্টি না থাকার জন্য অবিবেক নিদ্রায় নানা স্বপ্নদৃষ্ট হয়। গুরুদেবের মহাবাক্য, মনে সূর্য্যবৎ তেজোময় স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে মন জাগরিত ( প্রবুদ্ধ ) হয় ॥৬৬॥ যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি পরমসুখদাতা, যিনি জ্ঞানের মূর্ত্তি, যিনি বিশ্বের অতীত, অর্থাৎ বিশ্বের ভিতরে নহেন, যিনি আকাশের ন্যায় অনন্ত, তত্ত্বালোচনার যিনি একমাত্র লক্ষ্য, যিনিই একমাত্র নিত্য বস্তু, যিনি জগতের ও ত্রিগুণের পরপারে অবস্থিত সেই সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি ॥৬৭॥ যাঁহার প্রসাদে যোগৈশ্বর্য্য ও কৈবল্যমুক্তি হয়, সেই যোগতত্ত্ব শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণকমল ভজনা করি ॥৬৮॥ যাঁহার শ্রীহস্তে শঙ্খ, সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা, দ্বারকায় যাঁহার নিবাস, যিনি অচ্যুত, অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপদ হইতে চ্যুতি নাই শ্রীগোবিন্দ কমল-লোচন, শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন ॥৬৯॥

## দ্বাবিংশ আহ্নিক সমাপ্ত

## ত্রয়োবিংশ আহ্নিকঃ—শ্রুতিবিরোধে অধিকার-ভেদদর্শনম্।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌বিদাম দেবং ভুবনীশ-মীড্যম্ ॥১॥ ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসম-শ্চাভ্যধিকঞ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ॥২॥ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥৩॥ নিত্যো নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥৪॥ এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥৫॥ যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥৬॥ অহেয়-মনুপাদেয়-মনাধেয়-মনাশ্রয়ম্। অনিরূপ্য-স্বরূপং যন্মনোবাচা-মগোচরম্। এক-মেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥৭॥ চিন্ময়স্যা-দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা-শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥৮॥ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষংপরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৯॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ

---

দেবগণের যিনি দেবতা, যিনি ঈশ্বরদিগের মহেশ্বর, দেবতা প্রভৃতি দিগের যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি ॥১॥ তাঁহার কার্য্যও নাই কর্ত্তব্যও নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা বায় না। সেই আত্মা শ্রেষ্ঠ শক্তি বিবিধরূপে প্রকট, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া রূপে ॥২॥ সর্ব্বভূতের অন্তরে যিনি গূঢ়রূপে অবস্থিত, যিনি কর্ম্মের অধ্যক্ষ, কেবল সাক্ষী কিন্তু নির্গুণ ॥৩॥ নিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য, যিনি চেতনের চেতন, যিনি বহুর মধ্যে এক, যিনি বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সেই পীঠগ দেবকে যাঁহারা অনুক্ষণ ভজনা করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণ সুখী হন, অপরে নহে ॥৪॥ একই ভূতাত্মা জীবে জীবে অবস্থিত। এক হইয়াও তিনি বহুরূপে দৃষ্ট হন। জলকে নাড়া দিলে যেমন জলের ভিতর চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নানা দেখায়, সেইরূপ ॥৫॥ জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সেই সকলের বাহিরে ও অন্তরে শ্রীনারায়ণ ব্যাপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন ॥৬॥ তিনি অবজ্ঞার ও প্রশংসার পারে। তিনি আশ্রয় বা আশ্রয়প্রার্থী নহেন। তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ, বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি একমাত্র, তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। তিনি ব্রহ্ম। বিশ্বে নানা কিছু নাই। অর্থাৎ সবই ব্রহ্মের মূর্ত্তি ॥৭॥ চিন্ময় অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম, নিরাকার পর-ব্রহ্মের রূপ কল্পনা, কেবল উপাসকের প্রয়োজনের জন্য কল্পনা করা হইয়াছে ॥৮॥ সর্ব্বদা মিলিত, সমান-স্বভাব, জীব ও ঈশ্বররূপ সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট দুইটী পক্ষী। একই বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ-শীল দেহেতে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। সেই দুইটী পক্ষীর মধ্যে, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে একটী সুখ দুঃখাত্মক কর্ম্মফল, নানা প্রকার আস্বাদ লইয়া উপভোগ করে। অপর পক্ষীটী, অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন ও প্রকাশ পান ॥৯॥ একই বৃক্ষরূপ শরীরে অবস্থিত পুরুষ অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী জীব নিমগ্ন হইয়া (যথা—আমি অমুকের পুত্র, আমি যুবা, আমি সুখী,—ইত্যাদিরূপে দেহের সহিত সর্ব্বতোভাবে তাদাত্ম্য-ভাবে প্রাপ্ত হইয়া) অনৈশ্বর্য্যহেতু (অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিত্যাগ বিষয়েও অসামর্থ্যহেতু) দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুল চিত্তে নানাবিধ শোক করে। কিন্তু যখন সেই জীব গুরুর

অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্য মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥১০॥ বায়ুঃ প্রাণ-স্তথাকাশ-স্ত্রিবিধো জীবসংজ্ঞকঃ। স জীবঃ প্রাণ ইত্যুক্তো বালাগ্র-শতকল্পিতঃ। ॥১১॥ জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ ॥১২॥ পাশবদ্ধ-স্তথা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। মমত্বেন ভবেজ্জীবো নির্মমত্বেন কেবলঃ ॥১৩।

অহমেব মহানাত্মা হ্যহমেব পরাৎপরঃ। অহংমন্যবদাভামি হ্যহমেব শরীরবৎ ॥১৪॥ অহং শিষ্যবদাভামি অহং লোক-ত্রয়াশ্রয়ঃ। অহং কালত্রয়াতীত অহংবেদৈ-রুপাসিতঃ ॥১৫॥ অহং শাস্ত্রেণ নির্ণীত অহং চিত্তে ব্যবস্থিতঃ। মৎত্যক্তং নাস্তি কিঞ্চিদ্ বা মৎত্যক্তং পৃথিবী চ বা। ময়াতিরিক্তং যদ্ যদ্ বা তৎতন্নাস্তীতি নিশ্চিনু ॥১৬॥ স্বয়মেব স্বয়ং ভামি স্বয়মেব সদাত্মকঃ। স্বয়মেবাত্মনি স্বস্থঃ স্বয়মেব পরাগতিঃ ॥১৭ স্বয়মেব স্বয়ং ভুঞ্জে স্বয়মেব স্বয়ং রমে। স্বস্যাত্মনি স্বয়ং রংস্যে স্বাত্মন্যেব বিলোকয়ে ॥১৮॥ একং ব্রহ্ম দ্বয়ং ব্রহ্ম মোহো ব্রহ্ম শমাদিকম্। দোষো ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম দমঃ শান্তং বিভুঃ প্রভুঃ ॥১৯॥ লোকো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম শিষ্যো ব্রহ্ম সদাশিবঃ। পূর্ব্বং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম শুভাশুভম্ ॥২০॥ চৈতন্য-মাত্র-মোঙ্কারং ব্রহ্মৈব সকলং স্বয়ম্। অহমেব জগৎসর্ব্ব-মহমেব পরং পদম্ ॥২১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দৃশ্য-পাপং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং অন্যমন্ত্রং

---

উপদেশে বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া সমাহিত চিত্তে যোগিগণ সেবিত অন্তর্যামী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে, ও ঈশ্বরের মহিমা দর্শন করেন ও শোকরহিত হইয়া কৃতকৃত্য হন ॥১০॥ বায়ু প্রাণ ও আকাশ এই তিনই জীব। প্রাণ নামক জীব, অতি সূক্ষ্ম মনুষ্যকেশের অগ্রভাগের শতাংশতুল্য ॥১১॥ জীবই শিব, ও শিবই জীব। জীবে ও শিবে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই। যেমন তুষদ্বারা আবৃত হইলে তাহাকে ধান বলে, ও তুষটা পৃথক্ হইলে তণ্ডুল বা চাউল বলে। (কেবল আবরণের প্রভেদ মাত্র) ॥১২॥ বন্ধন পাশে আবদ্ধ হইলে তাহা জীব পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তাহাই সদাশিব। মমত্বযুক্ত হইলে জীব হয়, ও মমত্ব না থাকিলে তিনিই শিব হন ॥১৩॥

আমিই পরমাত্মা, আমিই পরাৎপর পরব্রহ্ম। আমি দেহ-যুক্ত হইয়া অন্য বলিয়া প্রতীয়মান হই ॥১৪॥ আমাকে শিষ্য বলিয়া বোধ হয়। আবার আমিই ত্রিলোকের আশ্রয় দাতা। আমি (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান) তিন কালের অতীত। আমাকে তিন বেদ উপাসনা করে ॥১৫॥ শাস্ত্রদ্বারা আমার নির্ণয় হয়। আমি চিত্তে অধিষ্ঠিত হই। আমি ছাড়া কিছুই নাই। আমি ছাড়া পৃথিবীও নাই। আমি ছাড়া কিছুই নাই নিশ্চিত জানিও ॥১৬॥ আমি নিজেই প্রকাশিত হই। আমি সর্ব্ব জীবের আত্মা। আমি আত্মাতে অবস্থিত। আমিই শ্রেষ্ঠ গতি ॥১৭॥ আমিই ভোগ করি। আমিই আনন্দলাভ করি। আমি আত্মারাম। আত্মাতেই সকল আনন্দ পাইয়া থাকি ॥১৮॥ ব্রহ্ম এক (আবার) ব্রহ্ম দুই। ব্রহ্ম শম দম আদি ও ব্রহ্ম মোহ। ব্রহ্ম দোষ, ব্রহ্ম গুণ, ব্রহ্মই দম শান্তি বিভু ও প্রভু ॥১৯॥ এই জগৎ ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, শিষ্য ব্রহ্ম, সদাশিব। পূর্ব্বাপর শুদ্ধ, শুভ ও অশুভ সকলই ব্রহ্ম ॥২০॥ ওঁকার-চৈতন্যমাত্র ব্রহ্মই সকল জগৎ। আমি সর্ব্ব জগৎ। আমিই পরম পদ ॥২১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি—এই মন্ত্র, যত দৃশ্য পাপ (যে পাপ নিজে

বিনাশয়েৎ ॥২২॥ অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং মৃত্যুপাশং বিনাশয়েৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং দ্বৈতদুঃখং বিনাশয়েৎ ॥২৩॥ সর্ব্বমন্ত্রান্ সমুৎসৃজ্য এতং মন্ত্রং সমভ্যসেৎ। সদ্যো মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র সন্দেহ-মণ্বপি ॥২৪॥ নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তি-র্ন জায়তে। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্ত-র্ভাবনা সা হি মুক্তিদা। ভেদ-দৃষ্টি-রবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিসর্জ্জয়েৎ ॥২৫॥

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্ব-মাত্মেদ-মাততম্। অহং অন্যঃ ইদং চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ ॥২৬॥ ন মে বন্ধো ন মে মুক্তি-র্ন মে শাস্ত্রং ন মে-গুরুঃ। মায়া-মাত্র-বিকাসিত্বান্ মায়াতীতোঽহমদ্বয়ঃ ॥২৭॥ উলূকস্য যথা ভানু-রন্ধকারঃ প্রতীয়তে। স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥২৮॥ চক্ষুদৃষ্টি-নিরোধেঽভ্রৈঃ সূর্য্যো নাস্তীতি মন্যতে। তথা জ্ঞানাবৃতো দেহী ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ॥২৯॥ যথামৃতং বিষাদ্ভিন্নং বিষ-দোষৈ-র্ন লিপ্যতে। ন স্পৃশামি জড়াদ্ ভিন্নো জড়দোষা-প্রকাশতঃ ॥৩০॥ স্বল্পাপি দীপকণিকা বহুলং নাশয়েৎ তমঃ। স্বল্পোঽপি বোধো নিবিড়ং বহুলং নাশয়েৎ তমঃ ॥৩১॥ ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তং মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ। অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে কুতঃস্থিতিঃ। উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব পশ্যতি ॥৩২॥ যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্ণাতি বৈ ভ্রমাৎ। তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ ॥৩৩॥ রজ্জুখণ্ডে পরিজ্ঞাতে সর্পরূপং ন তিষ্ঠতি। সর্পাদৌ

---

দেখা যায়) বিনাশ করে। এই মন্ত্র, অন্য মন্ত্রের প্রভাব নষ্ট করে। এই মন্ত্র মৃত্যুপাশ নষ্ট করে। এই মন্ত্র সন্দেহ দূর করে ॥২২-২৩॥ সকল মন্ত্র ত্যাগ করিয়া এই মন্ত্র অভ্যাস করিবে। ইহাতে সদ্য মোক্ষলাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥২৪॥ অহং ব্রহ্ম ইহা যে না জানে তাহার মুক্তি হয় না। অহং ব্রহ্ম, এই তত্ত্ব যাহার মনে থাকে, এই চিন্তাই তাহাকে মুক্তি দান করে। এই ভেদদৃষ্টি, এই অবিদ্যা সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হয় ॥২৫॥

এই সমস্তই ব্রহ্ম, যাহা কিছু বিস্তৃত আছে সবই আত্মা। আমি এক, এই সব পৃথক্, হে অনঘ! এই সব ভ্রান্তি ত্যাগ কর ॥২৬॥ আমার বন্ধন নাই, আমার মুক্তি নাই, আমার শাস্ত্র নাই, আমার গুরু নাই—আম অদ্বিতীয়। আমা হইতে মায়ার বিকাশ হইয়াছে, আমি মায়ার অতীত ॥২৭॥ পেঁচার কাছে যেমন সূর্য্যও অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অহঙ্কার-বিমূঢ় নর, পেচকের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশমান পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবান্ই নাই বলিয়া মনে হয় ॥২৮॥ মেঘ দ্বারা সূর্য্য আড়াল পড়িলে চক্ষুর দৃষ্টি আট্‌কাইয়া যায়। সূর্য্যকে দেখিতে পায় না বলিয়া, সূর্য্য নাই বলে। সেইরূপ অজ্ঞান ঢাকা দেয় বলিয়া সংসারী জীব, ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে ॥২৯॥ অমৃত যেমন বিষ হইতে পৃথক্ বলিয়া, বিষদোষে অমৃতকে লিপ্ত করিতে পারে না, সেইরূপ আমি জড় হইতে পৃথক্ বলিয়া জড়দোষে লিপ্ত হই না ॥৩০॥ ছোট একটী দীপশিখা বহু পরিমাণে অন্ধকার নাশ করে। সেইরূপ জ্ঞান স্বল্প হইলেও বহু পরিমাণে তমঃ নাশ করে ॥৩১॥ একগাছি তৃণ হইতে পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর উপাধি মিথ্যা। যাহা আরোপিত, তাহার জন্ম কি করিয়া হয়? যাহার জন্ম নাই তাহার অস্তিত্ব কোথায়? যেমন, উপাদান মাটিই যদি না থাকে, মাটীর ভাণ্ড কোথা হইতে আসিবে? ॥৩২॥ যেমন দড়িটাকে ভুল করিয়া সাপ মনে করে, সেইরূপ মূঢ়জন মোহবশে সবই মিথ্যা দেখে (অর্থাৎ যাহা দেখে সবই মিথ্যা) ॥৩৩॥ দড়িটাকে দড়ি বলিয়া জ্ঞান হইলে

রজ্জুসত্তেব ব্রহ্মসত্তৈব কেবলম্ ॥৩৪॥ শশ-শৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রো মৃতশ্চেজ্জ্ জগদস্তি তৎ। মৃগতৃষ্ণা জলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্তিদং জগৎ ॥৩৫॥ গন্ধর্ব্ব-নগরে সত্যে জগদ্ ভবতি সর্ব্বদা। গগনে নীলিমা সত্যে জগদ্ সত্যং ভবিষ্যতি ॥৩৬॥ শুক্তিকা-রজতং সত্যং ভূষণং চেজ্জগদ্-ভবেৎ। রজ্জু-সর্পেণ দষ্টশ্চেন্ নরো ভবতু সংস্মৃতিঃ ॥৩৭॥ চিত্রস্থ-দীপৈ-স্তমসো নাশ-শ্চেদস্তিদং জগৎ। নপুংসক-কুমারস্য স্ত্রীসুখং চেদ্ভবেজ্জগৎ ॥৩৮॥ অজকুক্ষৌ জগন্নাস্তি হ্যাত্মকুক্ষৌ জগন্নহি। সর্ব্বথা ভেদ-কলনং দ্বৈতাদ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥৩৯॥

ব্যাপ্য-ব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্ব-মাত্মেতি শাসনাৎ। ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ ॥৪০॥ সুবর্ণা-জ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্। ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ যথা ভবেৎ ॥৪১॥ স্বপ্নে জাগরিতং নাস্তি জাগরে স্বপ্নতা নহি। দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি হ্যনয়ো র্ন চ ॥৪২॥ ত্রয়মেব ভবেন্ মিথ্যা গুণ-ত্রয়-বিনির্ম্মিতম্। অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেষ চিদাত্মকঃ ॥৪৩॥ যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা। শুক্তৌ হি রজত-খ্যাতি-র্জীব-শব্দ-স্তথা পরে ॥৪৪॥ যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে। পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্ বিশ্বং চিদাত্মনি ॥৪৫॥ যথা তরঙ্গ-কল্লোলৈ-র্জলমেব স্ফুরত্যলম্। ঘট-নাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ। জগন্ নাম্না চিদাভাতি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৪৬॥

---

সর্প বলিয়া জ্ঞান থাকে না। দড়িটাকে সাপ বলিয়া ভ্রম করার মত ব্রহ্মকে নানা মূর্ত্তিতে দেখা ভ্রম মাত্র ॥৩৪॥ যদি কেহ বলে খরগোসের শিং দিয়া বিঁধিয়া একটী হাতী মারা গেল—ইহা যেমন মিথ্যা ( কেন না খরগোসের শিং নাই ), মরীচিকার জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ যেমন মিথ্যা, আকাশ কুসুম যেমন মিথ্যা, আকাশের যেমন বর্ণ নাই তবুও নীলবর্ণ দেখায়, তথা জগৎও সেইরূপ মিথ্যা ॥৩৫-৩৬॥ শুক্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত গহনা যেমন রূপার তৈয়ারি বলিয়া মনে হয়। রজ্জু সর্প দ্বারা মানুষ বধ হওয়া যেমন সত্য, এই সংসারও সেইরূপ সত্য ॥৩৭॥ ছবিতে আঁকা দীপ যেমন অন্ধকার দূর করিতে পারে না, নপুংসকের যেমন সন্তান হইতে পারে না—এই জগৎও সেইরূপ সত্য বলিয়া মনে হয় মাত্র, সত্য নহে, সবই মিথ্যা ॥৩৮॥ জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মার বা পরব্রহ্মের কুক্ষিতেও নহে। বস্তুতঃ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, কিছুরই অস্তিত্ব নাই ॥৩৯॥

সবই পরমাত্মা। অতএব ব্যাপ্যও নাই, ব্যাপকতাও নাই। এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে ভেদজ্ঞান কি করিয়া আসে ॥৪০॥ সোণা দ্বারা যে সকল বস্তু নির্ম্মিত হয় তাহাতে কেবল সোণাই থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যে বস্তু জন্মিয়াছে তাহা সবই ব্রহ্মময় ॥৪১॥ নিদ্রায় জাগরণ নাই, জাগরণে নিদ্রা নাই। লয়ে এই দুইটী নাই ও ইহাদের লয় নাই ॥৪২॥ ত্রিগুণ দ্বারা যাহা নির্ম্মিত তাহা মিথ্যা। ইহাদের যিনি দ্রষ্টা তিনি ত্রিগুণের অতীত ও চিন্ময় ॥৪৩॥ যেমন মাটীকে রূপান্তরিত করিলে ঘট নাম দেওয়া হয়, সোণা কুণ্ডল নাম ধরে, শুক্তিকে রূপা বলিয়া মনে হয়, জীব শব্দও সেইরূপ ( অর্থাৎ সত্য নহে ) ॥৪৪॥ যেমন আকাশের নীলবর্ণ, ও মরুভূমিতে জল দেখায় যেমন, জড়বস্তুভে পুরুষত্ব যেমন, সেইরূপ চিদাত্মকের কাছে এই বিশ্ব, অর্থাৎ মিথ্যা ॥৪৫॥ যেমন জলের তরঙ্গে কেবল জলই থাকে, মাটীর ঘটে যেমন মাটীই থাকে,

যথা বন্ধ্যা-সুতো নাস্তি যথা নাস্তি মরৌ জলম্। বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চে তু ব্রহ্মৈবাভাতি ভাসুরম্ ॥৪৭॥ শাঙ্করীয়ং মহাশাস্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় দুর্বৃত্তায় দুরাত্মনে ॥৪৮॥ গুরুভক্তি-বিশুদ্ধান্তঃকরণায় মহাত্মন্। সম্যক্ পরীক্ষ্য দাতব্যং মাসং ষাণ্মাস-বৎসরম্ ॥৪৯॥ চিত্তং প্রপঞ্চ-মিত্যাহু-র্নাস্তি নাস্ত্যেব সর্ব্বদা। ন প্রপঞ্চং চিত্তাদি নাহঙ্কারো ন জীবকঃ ॥৫০॥

মায়া-কার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং ন হি। কর্ত্তা নাস্তি ক্রিয়া নাস্তি শ্রবণং মননং ন হি ॥৫১॥ সমাধি-দ্বিতয়ং নাস্তি মাতৃ-মানাদি নাস্তি হি। অজ্ঞানং চাপি নাস্ত্যেব হ্যবিবেকং কদাচন ॥৫২॥ ন গঙ্গা ন গয়া সেতু র্ন ভূতং নান্যদস্তি হি। ন ভূমি-র্ন জলং নাগ্নি-র্ন বায়ু-র্ন চ খং ক্বচিৎ ॥৫৩॥ ন দেবা ন চ দিক্পালা ন বেদা,ন গুরুঃ ক্বচিৎ। ন দূরং নান্তিকং নালং ন মধ্যং ন ক্বচিৎ স্থিতম্ ॥৫৪॥ নাদ্বৈতং দ্বৈতসত্যং বা হ্যসত্যং বা ইদং ন চ। বন্ধ-মোক্ষাদিকং নাস্তি সদ্বাঽসদ্ বা সুখাদি বা ॥৫৫॥ জাতি-র্নাস্তি গতি-র্নাস্তি বর্ণো নাস্তি ন লৌকিকম্। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি নাস্ত্যেব ব্রহ্ম ইত্যপি নাস্তি হি ॥৫৬॥ চিদিত্যেবেতি নাস্ত্যেব চিদহং ভাষণং ন হি। অহং ব্রহ্মাস্মি নাস্ত্যেব নিত্য-শুদ্ধোঽস্মি ন ক্বচিৎ ॥৫৭॥ বাচা যদুচ্যতে কিঞ্চিন্ মনসা মনুতে ক্বচিৎ। বুদ্ধ্যা নিশ্চিনুতে নাস্তি চিত্তেন জ্ঞায়তে নহি। যোগী-যোগাদিকং নাস্তি সদা সর্ব্বং সদা ন চ ॥৫৮॥ বেদশাস্ত্রং পুরাণং চ কার্য্যং কারণমীশ্বরঃ। লোকো ভূতং জন-স্ত্বৈক্যং সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥৫৯॥ বাচা বদতি যৎকিঞ্চিৎ সংকল্পৈঃ

---

বস্ত্রে যেমন সূতাই থাকে, জগৎ তেমনই ব্রহ্মময় ।৪৬॥ যেমন বন্ধ্যা নারীর সন্তান, বা মরুভূমিতে জল, সবই মিথ্যা এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, সবই প্রপঞ্চ বা মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র আছেন ও সত্য ॥৪৭॥ আচার্য্য শঙ্করের এই মহাশাস্ত্র ( জ্ঞান ) অবিচারে যাহাকে তাহাকে দিতে নাই। নাস্তিক, কৃতঘ্ন, দুর্ব্বৃত্তকে বা দুরাত্মাকে দিবে না ॥৪৮॥ যাঁহার অন্তঃকরণ গুরুভক্তিতে বিশুদ্ধ হইয়াছে, এমন মহাত্মাকেও ছয় মাস বা এক বৎসর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দিবে।৪৯। চিত্ত প্রপঞ্চ এই যাহা বলা হইয়া থাকে, তাহা নাই। চিত্তাদি নাই। প্রপঞ্চ নাই। অহঙ্কার নাই, জীবও নাই ॥৫০॥

মায়া নাই। মায়ার কার্য্য নাই। ভয় নাই, কর্ত্তা নাই, ক্রিয়া নাই, শ্রবণও নাই মননও নাই ॥৫১। দুই প্রকার সমাধি—জড় সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি—কিছুই নাই। মান ও মেয় ( যাহা মাপিবে ও যাহা দ্বারা মাপিতে হইবে ) কিছুই নাই। অজ্ঞানও নাই অবিবেকও নাই ॥৫২। গঙ্গা নাই গয়া নাই সেতু নাই, বর্ত্তমান নাই। অতীত নাই। ভূমি নাই। জল অগ্নি বায়ু আকাশ, কিছুই নাই ॥৫৩॥ দেবতা দিক্পাল, বেদ গুরু কিছুই নাই। দূর নাই, নিকট নাই। মধ্য নাই, স্থিতি নাই ॥৫৪॥ অদ্বৈত ও দ্বৈত, কিছুই সত্য নহে। বন্ধন নাই, মোক্ষ নাই, সৎ নাই, অসৎ নাই, সুখ-দুঃখ নাই ॥৫৫॥ জাতি নাই, গতি নাই বর্ণ নাই, লৌকিক নাই, সবই ব্রহ্ম। ( প্রকৃত পক্ষে ) ব্রহ্মও নাই ॥৫৬॥ চেতনা ( চিৎ ) নাই। চিদহং কথা সত্য নহে। আমিই ব্রহ্ম, আমিই নিত্য, আমি বদ্ধ—কোনটাই ঠিক নহে।৫৭॥ বাক্য দ্বারা যাহা বলা যায়, মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করা যায়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা নিশ্চয় করা যায়, চিত্ত দ্বারা যাহা জানা যায়, সে সব কিছুই নাই। যোগী নাই, যোগাদি নাই ॥৫৮॥ বেদ শাস্ত্র পুরাণাদি, কার্য্য ও কারণ, এই লোক, মানুষ, প্রাণী সবই মিথ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৫৯॥ বাক্য দ্বারা যাহা বলা যায়, যাহা সঙ্কল্প করা হয়, মনে যাহা

কল্প্যতে চ যৎ। মনসা চিন্ত্যতে যদ্ যৎ সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ॥৬০॥ রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম্। সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু ॥৬১॥ স্নানং জপ-স্তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেব-পূজনম্। মন্ত্রং তন্ত্রং চ সৎসঙ্গো গুণদোষ বিজৃম্ভনম্ ॥৬২॥ দৃশ্যতে জগতি যদ্ যদ্ যদ্ যজ্_ জগতি বীক্ষ্যতে। বর্ত্ততে জগতি যদ্ যদ্ সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু ৷৬৩॥ যদ্ যদস্তি পুরাণেষু যদ্ যদ্ বেদেষু নির্ণয়ম্। সর্ব্বোপনিষদাং ভাবং সর্ব্বং শশ বিষাণবৎ। নাস্তি নাস্তি জগৎ সর্ব্বং গুরু-শিষ্যাদিকং ন হি ॥৬৪॥ কিঞ্চিচ্চেদ্ রোচতে তুভ্যং তদ্ বদ্ধোঽসি ভবস্থিতৌ। ন কিঞ্চিদ্ রোচতে চেৎ তে তন্ মুক্তোঽসি ভবস্থিতৌ ॥৬৫॥ সিদ্ধান্তোঽধ্যাত্ম-শাস্ত্রাণাং সর্ব্বাপহ্নব এব হি। নাবিদ্যা-স্তীহ নো মায়া শান্তং ব্রহ্মেদ-মক্রমম্। ॥৬৬॥ পাষাণ-লোহ-মণি মৃণ্ময় বিগ্রহেষু পূজা পুন-র্জনন-ভোগকরী মুমুক্ষোঃ। তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ বাহ্যার্চ্চনং পরিহরে-দপুনর্ভবায় ॥৬৭॥ অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে। অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে ॥৬৮॥ তুরীয়াতীতা-বধূতয়োঃ স্বাত্মন্যেব কৈবল্যং স্বরূপানুসন্ধানমেব ভ্রমর-কীট-ন্যায়বৎ। স্বরূপানুসন্ধান-ব্যতিরিক্তা-ন্যশাস্ত্রাভ্যাস উষ্ট্রকুঙ্কুমভারবদ্ ব্যর্থঃ ॥৬৯॥ ন যোগশাস্ত্র-প্রবৃত্তিঃ। ন সাংখ্য-শাস্ত্রাভ্যাসঃ। ন মন্ত্র-তন্ত্র-ব্যাপারঃ। নেতর-শাস্ত্র-প্রবৃত্তি-র্যতেরস্তি। ন দেবতা প্রসাদ-গ্রহণম্। ন বাহ্য-দেবাভ্যর্চ্চনং কুর্য্যাৎ ॥৭০॥ দূরযাত্রাং প্রযত্নেন বর্জ্জয়ে-দাত্মচিন্তকঃ। সদোপনিষদং বিদ্যামভ্যসেন্ মুক্তি-হৈতুকীম্ ॥৭১॥ ন তীর্থসেবী নিত্যং স্যান্ নোপবাসপরো যতিঃ। ন চাধ্যয়নশীলঃ স্যান্

---

ভাবা যায়—সবই মিথ্যা ইহাতে সংশয় নাই ॥৬০॥ সৃষ্টির ব্রহ্মাই কারণ, বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা ও রুদ্র সংহার কর্ত্তা—ইহা সবই মিথ্যা জানিবে ॥৬ ॥ স্নান জপ তপ হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, মন্ত্র তন্ত্র সৎসঙ্গ—গুণ ও দোষের প্রকাশ মাত্র ॥৬২॥

যাহা দেখা যায় এই জগতে, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় এই জগতে, যাহা কিছু আছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, সবই মিথ্যা, ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥৬৩॥ বেদ যাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, পুরাণগুলিতে যাহা যাহা আছে, উপনিষদে যে ভাব বিস্তার করা হইয়াছে, তাহা খরগোসের শৃঙ্গের মত অসৎ ( শশশৃঙ্গবৎ মিথ্যা )। জগৎ নাই, গুরু নাই, শিষ্যাদি নাই ॥৬৪॥ যদি জগতের কোন বিষয়ে রুচি হয়, তাহা হইলে এই সংসারে তুমি বদ্ধ হইলে। যদি কোনও কিছুতে রুচি না হয়, তাহা হইলে এই সংসার হইতে তুমি মুক্ত ॥৬৫॥ অধ্যাত্ম-শাস্ত্রগুলির সিদ্ধান্তগুলি সবই মিথ্যা। অবিদ্যা নাই, মায়া নাই, এই ব্রহ্ম শান্ত ও অক্রম ॥৬৬॥ পাষাণময়, লৌহময়, মণিময়, মৃণ্ময়, বিগ্রহ সকলের পুজা, মুমুক্ষুর পুনরায় জন্ম ও ভোগ করায়। অতএব যতি, মুক্তি চাহিলে বাহিরের অর্চ্চনা ত্যাগ করিয়া নিজ হৃদয়স্থ দেবের অর্চ্চনা করিবে ॥৬৭॥ সাগরে কুম্ভ রাখিলে, তাহার ভিতরও জলপূর্ণ ও বাহিরেও জলময়। আকাশে কুম্ভ থাকিলে তাহার ভিতর বাহির উভয় দিকই শূন্য ॥৬৮॥ তুরীয় অবধূত নিজ অন্তরে সত্যের অনুসন্ধান করেন ও তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥৬৯॥ যোগশাস্ত্রে প্রবৃত্তি সাংখ্য শাস্ত্রে অভ্যাস, বা মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করিতে নাই। যতি-পুরুষের ইতর শাস্ত্রে ( ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা নহে ) প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই। বাহিরের দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই ॥৭০॥ যিনি আত্মচিন্তা লইয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহার দূরদেশে

ন ব্যাখ্যান-পরো ভবেৎ ॥৭২॥ লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্। শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসোপনয়ং কুরু ॥৭৩॥ কর্ত্তৃত্ব-মদ্য মে নষ্টং কর্ত্তব্যং বাপি ন ক্বচিৎ। ব্রাহ্মণ্যং কুলগোত্রে চ নাম-সৌন্দর্য্য-জাতয়ঃ ॥৭৪॥

ইতি ত্রয়োবিংশ আহ্নিকঃ।

যাত্রা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করা উচিত। মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সদা উপনিষদ্ বিদ্যাভ্যাস করা উচিত ॥৭১॥ যতির পক্ষে, নিত্য তীর্থসেবা, উপবাসী থাকা, অধ্যয়নে রত হওয়া বা শাস্ত্রব্যাখ্যানে রত হইতে নাই ॥৭২॥ যতির লোকসেবা, দেবসেবা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মচিন্তা করা উচিত।৭৩॥ যতি জানিবেন—আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই, সব নষ্ট হইয়াছে। আমার কুল নাই, ব্রাহ্মণ্য নাই, কুল সৌন্দর্য্য জাতি গোত্র কিছুই নাই ॥৭৪॥

ত্রয়োবিংশ আহ্নিকঃ সমাপ্তঃ।

## চতুর্ব্বিংশ আহ্নিকঃ—কলি কল্মষ নাশনম্।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥১-২॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ॥৩॥ বরাহ-রূপিণং মাং যে ভজন্তি ময়ি ভক্তিতঃ। বিমুক্তা-জ্ঞান-তৎকার্য্যা জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে ॥৪॥ মচ্চিন্তনং মৎকথন মন্যোন্যং মৎপ্রভাষণম্। মদেক-পরমো ভূত্বা কালং নয় মহামতে।৫॥ দিনকর-কিরণৈ-র্হি শার্ব্বরং তমো নিবিড়তরং ঝটিতি প্রণাশমেতি। ঘনতর-ভবকারণং তমো যদ্ধারদিনকৃৎ প্রভয়া ন চান্তরেণ ॥৬॥ মম চরণ-স্মরণেন পূজয়া চ স্বক-তমসঃ পরিমুচ্যতে হি জন্তুঃ। ন হি মরণ-প্রভাব-প্রণাশ-হেতু-র্মম চরণ-স্মরণাদৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥৭॥ আদরেণ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—এই ষোড়শ নাম কলির পাপনাশক। সর্ব্ববেদে কলির পাপনাশনের ইহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ উপায় নাই ॥১-২॥ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে তাঁহার উদ্দেশ্যে হোম করিলে ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে।৩॥ বরাহরূপী আমাকে যাঁহারা ভক্তিতে ভজনা করেন, অজ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন ॥৪॥ আমাকে চিন্তা করা আমার কথা বলা, পরস্পর আমার কথা আলোচনা করা ও আমাতে তৎপর হইয়া হে মহামতে কাল-যাপন করিবে ॥৫॥ রাত্রির নিবিড়তর অন্ধকার যেমন সূর্য্যকিরণে তখনই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যে অজ্ঞানের জন্য সংসারে যাতায়াত, সেই তমঃ, শ্রীহরিরূপ সূর্য্যের প্রভাবে কাটে—অন্য কিছুতেই কাটে না ॥৬॥ আমার চরণ স্মরণ করিলে, ও পূজা করিলে, জীবের মনের অন্ধকার দূর হয়। আমার স্মরণ বিনা, জন্মমরণের হেতু যে অজ্ঞান, তাহা নষ্ট হয় না ॥৭॥ ধনলাভের ইচ্ছায় লোকে যেমন ধনীকে আদর

যথা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া। তথা চেদ্ বিশ্বকর্ত্তারং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৮॥ দ্রব্য-মন্ত্র-ক্রিয়া-কাল-যুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ। পরমাত্ম-পদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কশ্চন ॥৯॥ বৈরাগ্য-তৈল-সম্পূর্ণে ভক্তি-বর্ত্তি-সমন্বিতে। প্রবোধ-পূর্ণপাত্রে চ জ্ঞপ্তিদীপং বিলোকয়েৎ ॥১০॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥১১॥ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান-মাত্মাস্য জন্তো-র্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহীমান-মীশম্ ॥১২॥ নিদাঘ তব নাস্ত্যন্যজ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানবতাং বর। প্রজ্ঞয়া ত্বং বিজানাসি ঈশ্বরানু-গৃহীতয়া ॥১৩॥ বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মকং নৃসিংহ দেবেশ তব প্রসাদতঃ। অচিন্ত্য-মব্যক্ত-মনন্ত মব্যয়ং বেদাত্মকং ব্রহ্ম-নিজং বিজানতে ॥১৪॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি-র্যস্য ন লিপ্যতে। কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥১৫॥ প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বাংশ্চিত্তগতান্ মুনে। ময়ি সর্ব্বাত্মকে তুষ্টঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥১৬॥ দেহেন্দ্রিয়ে-ষ্বহংভাবো ইদং-ভাব-স্তদন্যকে। যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত-উচ্যতে ॥১৭॥ অবিশেষেণ সর্ব্বং তু যঃ পশ্যতি চিদন্বয়ম্। স এব সাক্ষাদ্ বিজ্ঞানী স শিবঃ স হরি-র্বিধিঃ ॥১৮॥ যস্যাস্ত্যদ্বৈত-মাত্মজ্ঞানং তদেব যজ্ঞোপবীতম্। তস্য ধ্যাননিষ্ঠৈব

---

করিয়া স্তব স্তুতি করে, সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ যদি বিশ্বের কর্ত্তাকে করে, তবে কে না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ॥৮॥ দ্রব্য মন্ত্র ক্রিয়া কাল ও যুক্তি বা বিচার, এইগুলিতে সিদ্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু পরমাত্মার পদ পাইতে এইগুলিতে কোন কাজ দেয় না ॥৯॥ জ্ঞানরূপ প্রদীপের প্রবোধ হইল পূর্ণপাত্র, বৈরাগ্যরূপ তৈলে পূর্ণ ও ভক্তিরূপ সলিতা তাহাতে দেওয়া আছে ॥১০॥ এই চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে বেদাধ্যয়ন বা বেদ ব্যাখ্যা দ্বারা, স্বীয় ধারণা শক্তি দ্বারা অথবা উপনিষদাদি বিচার-সমন্বিত শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর, যে মুমুক্ষু সাধককে অনুগ্রহ করেন, তিনিই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। সেই মুমুক্ষুর নিকট পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥১১॥ যিনি অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, যিনি মহৎ হইতে মহান্, সেই পরমাত্মা জীবমাত্রেরই হৃদয় কন্দরে আছেন। আসক্তিশূন্য পুরুষ পরমেশ্বরের কৃপাতেই সেই মহিমাময় সঙ্কল্পরহিত পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করেন ॥১২॥ হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নিদাঘ, তোমার জানিবার কিছুই নাই। কেননা, তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লব্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা তুমি ভাল করিয়া জান ॥১৩॥ অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত অব্যয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব যাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার মহিমা, একমাত্র ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাতেই জানা যায় ॥১৪॥

যাঁহায় মনে অহঙ্কার নাই, যাঁহার মন বা বুদ্ধি কোনও কিছুতে আসক্ত নহে, তিনি কোনও কার্য্য করুন অথবা না করুন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয় ॥১৫॥ যিনি চিত্ত-গত সকল প্রকার কামনা ত্যাগ করেন ও সর্ব্বাত্মক আমাতে তুষ্ট (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল আমাতে অনুরক্ত) তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥১৬॥ যাঁহার দেহপ্রভৃতি, ইন্দ্রিয়গণে বা অন্য কিছুতে অহংভাব কখনও হয় না, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥১৭॥ সকল বস্তুই যিনি চিদ্যুক্ত দেখেন ও কোনও বিশেষ দেখেন না, তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী! তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা ॥১৮॥ যাঁহার অদ্বৈত আত্মজ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানই তাঁহার যজ্ঞোপবীত। তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠাই

শিখা। তৎ কর্ম্ম স পবিত্রম্। স সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ। স ব্রহ্মনিষ্ঠাপরঃ। স দেবঃ। স ঋষিঃ। স তপস্বী। স শ্রেষ্ঠঃ। স এব সর্ব্বজ্যেষ্ঠঃ। স এব জগদ্‌গুরুঃ। স এবাহং বিদ্ধি। স এব নিত্যপূতঃ। স এব বেদপুরুষো মহাপুরুষো যস্ত-চ্চিত্তং মষ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥১৯॥ তদ্দর্শনেন সকলং জগৎ পবিত্রং ভবতি। তেন সেবাপরোঽজ্ঞোঽপি মুক্তো ভবতি ॥২০॥ যথাক্ষণং যথাশাস্ত্রং যথাদেশং যথাসুখম্। যথা-সম্ভব-সৎসঙ্গ-মিমং মোক্ষপথ-ক্রমম্ ॥২১॥ মনসা কর্ম্মণা বাচা সজ্জনানুপসেবতে। যতঃ কুতশ্চিদানীয় নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষতে ॥২২॥ ইত্থ-ম্ভুতমতিঃ শাস্ত্র-গুরু-সজ্জন-সেবয়া। স-রহস্য মশেষেণ যথা-বদধিগচ্ছতি ॥২৩॥ অভ্যাসাৎ সাধুশাস্ত্রাণাং করণাৎ পুণ্য-কর্ম্মণাম্। জন্তোর্যথাবদেবেয়ং বস্তু-দৃষ্টিঃ প্রসীদতি ॥২৪

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালা-শ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শমো বিচারঃ সন্তোষ-শ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥২৫॥ একং বা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্ব-মুৎসৃজ্য সংশ্রয়েৎ। একস্মিন্ বশগে যান্তি চত্বারোঽপি বশং গতাঃ ॥২৬॥ দুর্লভো বিষয়-ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্ব-দর্শনম্। দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা। সকৃজ্ জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ সম্যগ্ জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥২৭॥ সর্ব্বগং সচ্চিদানন্দং জ্ঞান-চক্ষু-র্নিরীক্ষতে। অজ্ঞান-চক্ষু-র্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানু-মন্ধবৎ ॥২৮॥ প্রজ্ঞান-

---

শিখা। তাঁহার কর্ম্ম পবিত্র। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা। তিন ব্রাহ্মণ বেদনিষ্ঠ তিনি দেব, ঋষি, তপস্বী। তিনি সকলের বড়। তিনি জগদ্ গুরু। তাঁহাকে আমি ( অর্থাৎ ভগবান্ ) বলিয়া জানিবে। তিনি সদা পবিত্র। তিনি বেদপুরুষ, মহাপুরুষ, কেননা, তাঁহার চিত্ত আমাতেই আছে ॥১৯॥ তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বজগৎ পবিত্র হয়। তাঁহার সেবায় যে ব্যক্তি তৎপর, তিনি অজ্ঞ হইলেও মুক্ত হন ॥২০॥ অবসর পাইলেই পাত্র পাইলেই, স্থান পাইলেই, যথাসম্ভব সৎসঙ্গ করা—ইহাই মোক্ষপথের সোপান ॥২১॥ কায় মন ও বাক্যের দ্বারা, সাধু সেবা করা, শাস্ত্র গ্রন্থ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয় ॥২২॥ শাস্ত্র গুরু ও সাধুজনের সেবায় এই প্রকার মতি হইলে শাস্ত্রের প্রকৃত গূঢ় অর্থের অবগতি হয় ॥২৩॥ সাধু-শাস্ত্র সকল পাঠাভ্যাস করিতে করিতে ও পুণ্য কর্ম্ম করিতে থাকিলে জীবের যথাকালে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার দৃষ্টি হইয়া থাকে ॥২৪॥

মোক্ষদ্বারে চারিটী দ্বার আছে—শান্তি, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ ( অর্থাৎ এই কয়টী থাকিলে মুক্তি হয় ) ॥২৫॥ সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটীকে অতি যত্নের সহিত আশ্রয় করিতে হয়। একটী যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে চারিটীই পাওয়া যায় ॥২৬॥ বৈরাগ্য দুর্লভ। ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞানও দুর্লভ। যদি সদ্‌গুরুর করুণালাভ না হয়, এই সংসারে জীব কর্ম্মের বন্ধনে আশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে। মুক্তির সময় হইলে নরদেহ প্রাপ্ত হয়। অতএব মানুষের ভগবৎ প্রাপ্তিই সহজাবস্থা। এই সহজাবস্থা দুর্লভ। একবার মাত্র তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। এই জ্ঞান সম্যক্ হইলেই গুরু হয় ॥২৭॥ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে জ্ঞানিদগের চক্ষুই স্পষ্ট দেখিতে পায়। জ্ঞানহীনের চক্ষু দীপ্তিমান্ সূর্য্যকেও অন্ধের ন্যায় দেখিতে পায় না ॥২৮॥ প্রজ্ঞান ব্রহ্ম সত্যই প্রজ্ঞানের লক্ষণ। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মর্ত্ত্য জীব

মেব তদ্‌ব্রহ্ম সত্য-প্রজ্ঞান-লক্ষণম্। এবং ব্রহ্ম পরিজ্ঞানাদেব মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবেৎ ॥২৯॥ ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৩০॥ নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া। প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।॥৩১॥ তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥৩২॥ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথ-স্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥৩৩॥ ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্য-মণুপ্রমাণাৎ ॥৩৪॥ আচার্য্যো বেদ-সম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ। যোগজ্ঞো যোগ-নিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মকঃ শুচিঃ ॥৩৫॥ গুরুভক্তি-সমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ। এবং লক্ষণ-সম্পন্নো গুরু-রিত্যভিধীয়তে ॥৩৬॥ গু শব্দ-স্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রু-শব্দ-স্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকার-নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥৩৭॥ গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ। গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্। গুরুরেব পরা কাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্ ॥৩৮॥

চোদকো বোধকশ্চৈব মোক্ষদশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। ইত্যেষাং ত্রিবিধো জ্ঞেয় আচার্য্যশ্চ মহীতলে ॥৩৯॥ চোদকো দর্শয়েন্ মার্গং বোধকঃ স্থান-মাচরেৎ। মোক্ষদস্তু পরং তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞাত্বা পর-মশ্নুতে ॥৪০॥ শুভং বাঽশুভ-মন্যদ্ বা যদুক্তং গুরুণা ভুবি। তৎ কুর্য্যা-

---

অমর হয় অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥২৯॥ সেই উচ্চ নীচ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও তাহার সকল কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় ॥৩০॥ শ্রীভগবানে এইরূপ মতি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। অন্যের দ্বারা বিশেষরূপে কথিত বাক্য কখনই উত্তম জ্ঞান দিতে পারে না ॥৩১॥ হে প্রিয়তম, শ্রীভগবান্‌কে বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে লইয়া যাইবে।৩২॥ উঠ, জাগ! শ্রেষ্ঠ নরদেহ পাইয়া দৃঢ় জ্ঞান লাভ কর। এই পথ ক্ষুরের শাণিত ধারের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গম ও গহন। অর্থাৎ প্রথমতঃ দুর্জ্ঞেয়, দ্বিতীয়তঃ জানিতে পারিলেও দুর্গম। ইহা জ্ঞানিগণই জানেন ॥৩৩॥ যাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় নাই, অনাত্মজ্ঞ, কুতর্ককারী এরূপ মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কারণ, বহু যুক্তি তর্ক দ্বারা বিভিন্নরূপে ইহা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের বক্তা ও জ্ঞাতা উভয়ই দুর্লভ ॥৩৪॥ ঈর্ষ্যাশূন্য বেদজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত যোগজ্ঞ, যোগনিষ্ঠ যোগাত্মক, পবিত্র গুরুভক্তি-যুক্ত জ্ঞানী—এইরূপ লক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষই প্রকৃত গুরু ॥৩৫-৩৬॥ গুরু শব্দ, গু ও রু এই দুইটি শব্দ হইতে উৎপন্ন। গু-শব্দে অন্ধকার বুঝায় ও রু-শব্দে সেই অন্ধকার দূর করে। এই দুইটী মিলিয়া (মনের) অন্ধকার যিনি দূর করেন, তিনিই গুরু ॥৩৭॥ গুরুই পরং ব্রহ্ম, গুরুই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি দাতা। গুরুই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, গুরুই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, গুরুই উচ্চাবস্থা দেন। গুরুই শ্রেষ্ঠ ধন ॥৩৮॥

এই জগতে তিন প্রকার আচার্য্য আছেন—চোদক বোধক ও মোক্ষদ। চোদক গুরু সৎপথ দেখাইয়া দেন। বোধক গুরু সেই সৎপথে যাইবার উপায় বুঝাইয়া দেন। মোক্ষদ গুরু পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান দেন। যাহা জ্ঞাত হইলে শ্রেষ্ঠ ফললাভ হয় ॥৩৯-৪০॥ গুরু শুভই বলুন আর অশুভই বলুন, তাহা বিচার

দবিচারেণ শিষ্যঃ সন্তোষ-সংযুতঃ ॥৪১॥ বেদ-শাস্ত্রাণি চান্যানি পদ-পাংসু-মিব ত্যজেৎ। গুরুভক্তিং সদা কুর্য্যা-চ্ছ্রেয়সে ভূয়সে নরঃ। গুরুরেব হরিঃ সাক্ষান্ নান্য ইত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ ॥৪২॥ গুরুর্ব্রহ্মা গুরু-র্বিষ্ণু-গু-র্রু-র্দেবঃ সদাচ্যুতঃ। ন গুরো-রধিকঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥৪৩॥ দিব্য-জ্ঞানোপদেষ্টারং দেশিকং পরমেশ্বরম্। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য জ্ঞানফলং ভবেৎ ॥৪৪॥ যথা গুরু-স্তথৈবেশো যথৈবেশ-স্তথা গুরুঃ। পূজনীয়ো সদা ভক্ত্যা ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ ॥৪৫॥ নাদ্বৈত-বাদং কুর্ব্বীত গুরুণা সহ কুত্রচিৎ। অদ্বৈতং ভাবয়েদ্ ভক্ত্যা গুরো-র্দেবস্য চাত্মনঃ ॥৪৬॥ সৎকর্ম্ম-পরিপাকতো বহূনাং জন্মনামন্তে নৃণাং মোক্ষেচ্ছা জায়তে। তদা সদ্‌গুরু-মাশ্রিত্য চিরকাল-সেবয়া বন্ধং মোক্ষং কশ্চিৎ প্রয়াতি ॥৪৭॥ যস্য দেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৪৮॥ যথাগ্নি-র্দারু-মধ্যস্থো নোত্তিষ্ঠেন্ মথনং বিনা। বিনা চাভ্যাস-যোগেন জ্ঞান-দীপ স্তথা ন'হি ॥৪৯॥ ঘট-মধ্যে যথা দীপো বাহ্যে নৈব প্রকাশতে। ভিন্নে তস্মিন্ ঘটে চৈব দীপ জ্বালা চ ভাসতে ॥৫০॥ স্বকায়ং ঘট-মিত্যুক্তং যথা জীবো হি তৎপদম্। গুরুবাক্য-সমাভিন্নে ব্রহ্মজ্ঞানং প্রকাশতে ॥৫১॥ কর্ণধারং গুরুং প্রাপ্য তদ্‌বাক্যং প্লববদ্ দৃঢ়ম্। অভ্যাস-বাসনা-শক্ত্যা তরন্তি ভব-সাগরম্ ॥৫২॥

---

না করিয়া শিষ্যের অতিশয় সন্তোষের সহিত তাহা পালন করা উচিত ॥৪১॥ পায়ে ধূলা লাগিলে সে ধূলা যেমন ত্যাগ করিতে হয়; সেইরূপ বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ ত্যাগ করিয়া, যিনি নিজ মঙ্গল চাহেন, তিনি সদা গুরুকে ভক্তি করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন গুরুই সাক্ষাৎ হরি অন্য কিছু নহেন ॥৪২॥ গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেব অচ্যুত। ত্রিভুবনে গুরু অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই ॥৪৩॥ দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেন এমন পরমেশ্বর গুরুকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ ফললাভ হয় ॥৪৪॥ যিনি গুরু, তিনিই ভগবান্ ও যিনি ভগবান্ তিনিই গুরু। গুরুকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিতে হয়। ভগবান্ ও গুরুতে ভেদ নাই ॥৪৫॥ বহুজন্মের সৎকর্ম্মের পরিপাক হইলে, নরের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হয়। তখন সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল সেবায় কেহ কেহ ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৪৭॥ যাঁহার ভগবানে শ্রেষ্ঠ ভক্তি ও ভগবানে যেরূপ ভক্তি গুরুতেও সেইরূপ পরাভক্তি যাঁহার আছে সেই মহাত্মারই নিকট শাস্ত্রের কথিত অর্থ সকল নিঃসংশয়ে প্রকাশ পায় ॥৪৮॥ কাঠের ভিতরও আগুন আছে। কাঠকে মন্থন না করিলে যেমন কাঠের ভিতরস্থিত অগ্নি পাওয়া যায় না, সেইরূপ অভ্যাস বিনা জ্ঞানদীপও প্রজ্বলিত হয় না ॥৪৯॥ ঘটের মধ্যে দীপ থাকিলে, যেমন সেই দীপের আলো কিছুতেই প্রকাশ পায় না, কিন্তু সেই ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভিতরের দীপ প্রকাশ পায় ॥৫০॥ নিজের দেহকে ঘট বলে ও অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ দীপস্বরূপ। গুরুবাক্য দ্বারা (দেহ ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইলে) ভগবদ্ জ্ঞান প্রকাশ পায় ॥৫১॥ মাঝি ভাল হইলে নৌকার আরোহী যেমন নৌকাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে, সেইরূপ গুরুবাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে তাহার সকল বাসনা ও শক্তি দ্বারা অভ্যাস করিলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হয় ॥৫২॥

হৃৎপুণ্ডরীক-মধ্যে তু ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্। সাক্ষিণং বুদ্ধিবৃত্তস্য পরম-প্রেম-গোচরম্ ॥৫৩॥ অগোচরং মনো-বাচা-মবধূতাদি-সংপ্লবম্। সত্তা-মাত্র-প্রকাশৈক-প্রকাশং ভাবনাতিগম্ ॥৫৪॥ নারায়ণে মনো যুঞ্জন্ নারায়ণময়ো ভবেৎ। বাসুদেবে মনোযুঞ্জন্ সর্ব্বসিদ্ধি-মবাপ্নুয়াৎ ॥৫৫॥ দিবা ন পূজয়েদ্ বিষ্ণুং রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ সততং পূজয়েদ্ বিষ্ণুং দিবারাত্রং ন পূজয়েৎ ॥৫৬॥ একাগ্র-মনসা যো মাং ধ্যায়তে হরি-মব্যয়ম্। হৃৎপঙ্কজে চ স্বাত্মানং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৭॥ মদ্রূপ-মদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্ত-বর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥৫৮॥ ইত্যেতন্ নিশ্চিতং জ্ঞানং মদ্ভক্ত্যা সিধ্যতি স্বয়ম্। নিত্য-মেকাগ্র-ভক্তিঃ স্যাদ্ গোপীচন্দন-ধারণাৎ ॥৫৯॥ গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্ত-সৌরে-ষভীষ্টদঃ। বৈষ্ণবেষপি সর্ব্বেষু রামমন্ত্রঃ ফলাধিকঃ ॥৬০॥ ব্রহ্মহত্যা-সহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞান-কৃতানি চ। স্বর্ণ-স্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্পাযুতানি চ ॥৬১॥ কোটি কোটি সহস্রাণি উপপাতকজান্যপি। সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রাম-মন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥৬২॥

ভূত-প্রেত-পিশাচাদ্যাঃ কুষ্মাণ্ড-ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। দূরাদেব প্রধাবন্তি রাম-মন্ত্র প্রভাবতঃ ॥৬৩॥ ঐহ-লৌকিক-মৈশ্বর্য্যং স্বর্গাদ্যং পারলৌকিকম্। কৈবল্যং ভগবত্ত্বং চ মন্ত্রোঽয়ং সাধয়িষ্যতি ॥৬৪॥ গত্বাপি মাতরং মোহা-দগম্যাশ্চৈব যোষিতঃ। উপাস্যানেন মন্ত্রেণ রাম-স্তদপি নাশয়েৎ ॥৬৫॥ মহাপাতক-পাপিষ্ঠ-সঙ্গত্যা সঞ্চিতং চ যৎ। নাশয়েৎ তৎকথালাপ-শয়নাসন-ভোজনৈঃ ॥৬৬॥

---

পরম প্রেমে যাঁহাকে জানা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির যিনি সাক্ষী, সেই পরমেশ্বরকে হৃৎপদ্মমধ্যে চিন্তা করিতে হয় ॥৫৩॥ কায়মনোবাক্যের অগোচর, চিন্তার অতীত, অবধূতগণই যাঁহাকে ধারণা করিতে পারেন সেই পরব্রহ্মের সত্তা তাঁহার কৃপাতেই জানা যায় ॥৫৪॥ শ্রীনারায়ণে মনকে যুক্ত করিলে মনটী শ্রীনারায়ণের হইয়া যায়। ভগবান্ বাসুদেবে মন যুক্ত করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥৫৫ (শুধু) দিবাকালে বিষ্ণুপূজা করিবে না, (শুধু) রাত্রিকালেও তাঁহার পূজা করিবে না। নিরবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষণই, দিবারাত্র বিষ্ণুপূজা করিবে ॥৫৬॥ অব্যয় হরি আমাকে, যে একাগ্রমনে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করে, সে (সংসার হইতে) মুক্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৫৭॥ আমার অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ, যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, সেই স্বয়ম্প্রভ সচ্চিদানন্দ অবিনাশী ব্রহ্মকে ভক্তির দ্বারাই জানা যায় ॥৫৮॥ সেইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান আমার ভক্তিতেই লাভ হইয়া থাকে ॥৫৯॥ গাণপত্য, শাক্ত সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েই রামমন্ত্র, অভীষ্ট ফল অধিক মাত্রায় দান করে ৬০॥ সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে সকল পাপ করে, সোণা (টাকা) চুরি মদ খাওয়া, গুরুপত্নী গমন প্রভৃতি মহাপাতক ও সহস্র উপপাতক,—রামমন্ত্র সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার পাতক নষ্ট হয় ॥৬১-৬২॥

ভূত প্রেত পিশাচ আদি কুষ্মাণ্ড নামক প্রেতযোনি ও ব্রহ্মদৈত্য, শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে দূরে পলায়ন করে ॥৬৩॥ ইহলোকে ঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি বা পরলোকে, কৈবল্যমুক্তি ভগবদ্ভাব, সবই এই রামমন্ত্র সাধনে লাভ হয় ॥৬৪॥ মোহবশতঃ মাতৃগমনের অগম্যা গমনের উৎকট পাপও এই রামমন্ত্রের উপাসনায় নাশ হয় ৬৫॥ পাপিষ্ঠ জন সহ কথা আলাপ, শয়ন, আসন ভোজন প্রভৃতিতে যে মহাপাতক সঞ্চিত হয়, রামমন্ত্রে তাহা সকলই নাশ করে ৬৬॥ পিতৃমাতৃবধ করিলে যে মহাপাতক হয়, সে সকল পাপ রামমন্ত্রে

পিতৃ-মাতৃ-বধোৎপন্নং বুদ্ধিপূর্ব্ব মঘং চ যৎ। তদনুষ্ঠান-মাত্রেণ সর্ব্ব-মেতদ্ বিলীয়তে ॥৬৭॥
অবস্থা-ত্রিতয়েষ্বেব বুদ্ধিপূর্ব্ব-মঘং চ যৎ। তন্মন্ত্র-স্মরণেনৈব নিঃশেষং প্রবিলীয়তে ॥৬৮॥
যেষু যেষ্বপি দেশেষু রামভদ্র উপাস্যতে। দুর্ভিক্ষাদি-ভয়ং তেষু ন ভবেৎ তু কদাচন ॥৬৯॥
শান্তঃ প্রসন্ন-বদনো হ্যক্রোধো ভক্ত-বৎসলঃ। অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিদ্যতে ॥৭০॥
সম্যগারাধিতো রামঃ প্রসীদত্যেব সত্বরম্। দদাত্যায়ুষ্যমৈশ্বর্য্য-মন্তে বিষ্ণুপদং চ যৎ ॥৭১॥
রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ। রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্মতারকম্ ॥৭২॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ আহ্নিকঃ।

---

দূর হয় ॥৬৭॥ তিন প্রকার অবস্থায় কৃত ( জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় ) জ্ঞাতসারে যে পাপ করা হয়, সবই রামমন্ত্র স্মরণে নিঃশেষে নাশ হয় ॥৬৮॥ যে যে দেশে রামচন্দ্রের উপাসনা হয়, তথায় দুর্ভিক্ষাদি ভয় কখনও হয় না ॥৬৯॥ শান্ত প্রসন্ন বদন ক্রোধশূন্য ও ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রের মত অব্যর্থ ফলদায়ক মন্ত্র জগতে নাই ॥৭০॥ শ্রীরামচন্দ্রকে সম্যক্ আরাধনা করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সত্বর প্রসন্ন হন, তাহাতে ইহকালে আয়ু ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়া অন্তিমে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন ॥৭১॥ শ্রীরামচন্দ্রই পরম ব্রহ্ম। শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ তপ ও পরম তত্ত্ব তিনি ব্রহ্মতারক অর্থাৎ সকল বাধা বিঘ্ন হইতে তরাইয়া শ্রেষ্ঠ গতি দান করেন ॥৭২॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ আহ্নিক সমাপ্ত।